আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে

ডাঃ শচীন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

সিটি বুক এজেন্সী
প্রকাশক ও পরিবেশক
৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—১৩৬৭

দ্বিতীয় প্রকাশ :

প্রকাশক :

পি, দে

৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :

শ্রীশরৎচন্দ্র গুড়ে

নারায়ণী প্রেস

২৬সি, কালিদাস সিংহ

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট :

সুবোধ গুপ্ত

উৎসর্গ

শ্রীমতী অমিয়রাণী দাশগুপ্তা

সহধর্মিণীকে

উপহার
বন্ধুর দিদির বিয়েতে
প্রীতি উপহার :—

আমার এই উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে বর্তমান আফ্রিকার কোন সম্পর্ক নেই। বর্তমান আফ্রিকার আদিবাসীরা এখন অনেক শিক্ষিত ও সভ্য। আমার উপন্যাসের কাহিনী প্রায় একশ বছর আগেকার। উগেণ্ডা হতে ভিক্টোরিয়া ফলস্ পর্যন্ত রেল লাইন বসবার একটা কাল্পনিক কাহিনী। সেই সময় আফ্রিকার বন-জঙ্গল ছিল ভীষণ। হিংস্র প্রাণীরও উৎপাত ছিল যথেষ্ট। তার চেয়েও বেশি ছিল আদিবাসী।

এই কাহিনী যখন 'আঁধারের দেশ' নামে শ্রীচরণেষুতে ধারাবাহিক ভাবে বের হয়, তখন অনেকেই ভেবেছিল, এর সঙ্গে আমি জড়িত। তাদের আমি জানিয়েছিলাম আফ্রিকার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তাছাড়া আমি শিকারীও নই। তবে বাল্যকালে ভারতের বন-জঙ্গলে অনেক ঘুরেছি। সে সময় বাঘ, ভালুক, সাপ ইত্যাদির হাতে অনেকবার পড়েছিলাম। প্রতিবারেই ভগবানের দয়ায় রক্ষা পেয়েছি।

১৯২৮ সনে আমি দু'বার গারো পাহাড়ে যাই। শেষবার দশ-বার দিন সেখানে অধিবাসীদের মধ্যে বাস করেছিলাম। তাতে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে, পৃথিবীর সব দেশের আদিবাসীর জীবন-ধারণের প্রণালী প্রায় এক। শুধু দেশগত জল-বায়ুর যা পার্থক্য। আমার এই কাহিনীর মধ্যে এর কিছু ছায়া হয়তো আছে।

এই উপন্যাসটি প্রকাশ হতে একটু দেরী হল, এর কারণ অনেক। সে সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহল না হওয়াই উচিত। হয়তো আরো দেরী হত। হঠাৎ একদিন পঙ্কজ কুমার দে মহাশয়ের কাছে উপন্যাসটির কথা তোলা হয়। তিনি বইটি দেখতে চান। তাঁকে উপন্যাসটি পড়তে দিলে, তিনি পড়ে মুগ্ধ হন, এবং উপন্যাসটির ছাপাবার ভার নেন। তাঁর এই বদান্যতায় আমি মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ। তাঁরি কথামত

উপন্যাসটির নাম 'আঁধারের দেশ' বদলিয়ে "আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে" রাখা হলো। আর সব লেখা পূর্বে যেমন ছিল, তাই আছে। কোন পরিবর্তন হয়নি।

পরিশেষে পাঠক-পাঠিকাকে অনুরোধ করব, তারা যেন এর ভুল-ত্রুটি না ধরেন। শুধু গল্প মনে করে পড়ে যান। আমার উদ্দেশ্য হল পাঠক-পাঠিকাদের আনন্দ দেওয়া। তাঁরা এই কাহিনী পড়ে আনন্দ পেলেই আমি মনে করব, আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। জয়হিন্দ।

—লেখক—

—এক—

আফ্রিকার গভীর জঙ্গলের ভিতর তাঁবু খাটিয়ে শুয়ে আছি আমরা। আমাদের খানিক দূরে আগুনের কুণ্ড করে তার ভিতর নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে নিগ্রো কুলীরা। আমাদের চারিদিকে গভীর জঙ্গল। রাত্রিও গভীর। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করার পর শোবামাত্র আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি এখানে সারভে অফিসার। ইউগাণ্ডা জঙ্গলে এসেছি সারভে করতে। এখান থেকে ভিক্টোরিয়া হ্রদের নিকট রেল লাইন বসাব। আমার তাঁবুতে আছে আমার বিশ্বাসী চাকর লালবাহাদুর আর সহকারী অফিসার মিঃ যোশেফ। কুলীরাও আমাদের কাজ করছে। আফ্রিকার জঙ্গলে অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে চলা বিপদজনক। ইউগাণ্ডা জঙ্গলে যেমন সিংহের উৎপাত সাংঘাতিক তেমনি আছে বন্য অসভ্য মানুষের অত্যাচার। সেই ভয়ে সাবধানে আমাদের থাকতে হয়। এখানে আসবার কিছুদিন আগে শুনেছি, আমার পূর্বে যে সব সাহেব অফিসার ছিলেন, তাঁরা সিংহের উৎপাতে পালিয়েছেন। দুজন অফিসারকে সিংহ খেয়েছে। এরপর কোন্ সাদা অফিসার সারভে করতে আসতে চান না। বাধ্য হয়ে কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে পাঠালেন। আমি বাঙ্গালী, তায় চাকরীজীবি। চাকরীই আমাদের পেশা। চাকরী থাকলে আমাদের সম্মান। না থাকলে সমাজে সে অচল, সবাই তাকে ঘৃণা করে। কাজেই জীবনের মায়া ত্যাগ করে এখানে আসতে হল। আমাকে যখন কর্ত্তারা এই কাজে নিযুক্ত করেন, আমি চাকরী যাবার ভয়ে না বলতে পারলাম না, চাকরী গেলে খাব কি!

রাত্রে তাঁবুর মধ্যে ঘুমাচ্ছি। আমার ওপাশে ক্যাম্পখাটে মিঃ যোশেফ। আর লালবাহাদুর আমাদের দুজনের মাঝখানে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। নীরব নিস্তব্ধ রাত্রি। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোথাও সাড়া শব্দ নেই। সব সময় থম্ থম্ ভাব।

নিগ্রো কুলীরা কুণ্ডের মধ্যে ঘুমে অচেতন, এদিকে একটা সিংহ গুটি গুটি জঙ্গলের ভিতর হতে বের হয়ে এলো। বোধ হয় লুকিয়ে সে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। যখন বুঝলো কেউ আর সজাগ নেই সকলেই ঘুমোচ্ছে তখন সে বের হয়ে এলো। এসে আমার তাঁবুর কাছে বার দুই ঘুরলো, কিন্তু কুণ্ডের মধ্যে কুলীদের ঘুমোতে দেখে সেই দিকে চলে গেল।

কুণ্ডের আগুন দাউ দাউ করছে। কুলীগুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একসঙ্গে এত খাবার। সিংহ লোভে মরছে। সিংহ নিঃশব্দে এসে কুণ্ডের কাছে দাঁড়াল। কিন্তু ভিতরে যাবার উপায় নেই। হিংস্র প্রাণীর শত্রু হল এই আগুন। আগুনের কাছে ওরা ঘেঁষতে সাহস পায় না। সিংহ দু'চারবার কুণ্ডের চারি ধারে ঘুরলো। শেষে কুণ্ডের এক পাশে ওৎ পেতে বসলো। এ ধারে কুণ্ডের আগুনের জোর কম। আগুন নিবু নিবু হয়ে এসেছে। ওখানেই সিংহটা বসে রইল। জিব দিয়ে জল গড়াচ্ছে, ক্ষুধাও পেয়েছে খুব। পেট ভরা থাকলে এতক্ষণ সিংহ বসে থাকতো না। কখন সে চলে যেত।

একটা কুলীর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। কাঠের আগুন নিবু নিবু। ঘুমের চোখে একটা কাঠ টেনে নিল। সিংহের দৃষ্টি সেই দিকে। কুলীটার চোখে ঘুম। এদিকে যম বসে আছে খেয়াল নেই। সিংহ গুটি গুটি এগিয়ে এসে কুণ্ডের গা ঘেঁষে রইল। লোকটা অত দেখেনি। সে চোখ রগড়াতে রগড়াতে একটা কাঠ এনে আগুনের দিকে চলল। সিংহ তো তাই চায়। মানুষটাকে তার খাবার আগালে পেলেই হল। সিংহ চোখ দুটো মিট মিট করে

চেয়ে আছে। লোকটা আর একটু এলেই হয়। লোকটা যত কুণ্ডের কাছে এগুচ্ছে সিংহ ততই ধীর স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে। ভাবছে আর একটু এলেই হয়। ব্যাস! লোভে সিংহের মুখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

সত্যি কুলীটার কপাল খারাপ, লোকটা একরকম চোখ বুজেই এগিয়ে এলো। সিংহও আস্তে আস্তে কুণ্ডের ভিতর পা ঢুকিয়ে দিল। আর একটু দিতে পারলেই লোকটাকে পায়। কিন্তু আগুনের ভয়ে আর দিতে পারছে না। লোকটা ঘুমের চোখে এসে কুণ্ডের উপর কাঠ রাখল। চোখ বুজে, সিংহের দিকে কাঠ দিতেই, সিংহ এক থাবায় লোকটাকে কুণ্ডের বাহিরে নিয়ে এলো।

ঘুম তার তখন মাথায় উঠল। চোখ মেলে দেখলো তার সম্মুখে যম। ভয়ে সে চীৎকার করে উঠলো, পালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সিংহের হাত হতে পালান সহজ নয়। সিংহ তাকে টেনে নিয়ে চলল।

লোকটার চীৎকারে সঙ্গীরা সব জেগে উঠলো। উঠেই দেখলো সঙ্গীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সিংহ। ওরা হৈ হৈ করে ছুটল সঙ্গীকে উদ্ধার করতে। কিন্তু এরি মধ্যে সিংহটা কুলীকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকেছে! সঙ্গীরা জঙ্গলের ভিতর ঢুকতে সাহস করলো না। তারা ফিরে এলো। এই গভীর রাত্রে, ঘুট ঘুটে আঁধারে, আফ্রিকার মত জঙ্গলে সিংহর পিছু নেওয়ার মত মূর্খামী আর নেই।

লোকগুলো কুণ্ডের ভিতর এসে হট্টগোল সুরু করে দিল।

ওদের চীৎকারে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমরা তিনজনেই জেগে ওঠে বসলাম। গণ্ডগোলের কারণ কি বুঝছিনে।

যোশেফ বলল, সিংহ এসেছে স্যার। শিগ্‌গির চলুন। দেরী হলে বিপদ। সিংহ হয়তো এই সুযোগে কাউকে নিয়ে যেতে পারে। ওরা জোয়ান হলে কি হয়, বড্ড ভীতু স্যার।

তাঁবুর ভিতরও কম আঁধার নয়। চোখেও কিছু দেখি না।

তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে পড়ে গেলাম। এর মধ্যে যোশেফ আলো জ্বালাল। মাথার নিকট রাইফেল ছিল, তুলে নিলো। বলল, আমি রেডি স্যার—চলুন।

আমিও যোশেফের সঙ্গ নিলাম। যোশেফ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার রাইফেল নিলেন না স্যার?

—ও তাইতো! গোলমালে ভুলে গেছি। আমার বিছানার উপর রাইফেল ছিল, তুলে নিলাম। আফ্রিকার জঙ্গলে রাইফেলের মত বন্ধু নেই। খেতে বসতে উঠতে শয়ন করতে সব সময়ই রাইফেল চাই। যোশেফের কথায় সে জ্ঞানটা ফিরে পেলাম।

ত্ব'জনে এসে তাঁবুর বাইরে দাঁড়ালাম। এখানেও অন্ধকার। এই জন্যই কি আফ্রিকাকে অনেকে আঁধারের দেশ বলে। যে দিকে চাই সেই দিকে ঘন কালো আঁধার।

— ত্বই —

তাঁবু হতে আগুনের কুণ্ড একশ গজ দূরে। সেই দিকে তাকালাম, কাঠ হতে আগুনের শিখা উঠছে। তারি আলোতে কুলীগুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তারা কুণ্ডের ভিতর দাঁড়িয়ে হল্লা করছে, হাত পা নাড়ছে।

আমরা ত্বজনে সেই দিকে ছুটলাম। পিছনে একটা শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। দেখলাম বাহাত্বর তার ভোজালি খুলে আমাদের পিছনে আসছে। বাহাত্বরকে দেখলাম বটে, কিন্তু তাকে নিষেধ করতে পারলাম না। বলতে পারলাম না, "বাহাত্বর তোর এসে কাজ নেই, তুই ফিরে যা।" মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। কারণ আমি জানি সে, আমাকে ফেলে কোন মতেই যাবে না।

আমাদের দেখে কুলীগুলো আরো হল্লা করতে লাগলো। তারা

কি বলে, তাদের একটা কথাও বুঝলুম না। কিন্তু যোশেফ বুঝল। ও ওদের ভাষা বোঝে। যোশেফ আফ্রিকান খৃষ্টান। সেই আমাকে বুঝিয়ে দিল। সিংহ ওদের একজনকে নিয়ে গেছে। ওরা বলছে, লোকটাকে নিয়ে আসতে। যদি নিয়ে না আসি, কাল থেকে ওরা কাজ করবে না। এখান থেকে ওরা চলে যাবে। যোশেফ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এখন উপায় স্থির করুন স্যার। এই অন্ধকারের মধ্যে আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহের খোঁজ করা মানে নিজেদের মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া।

আমি বললাম—লোকটার খোঁজ করা আমাদের কর্তব্য। বেচারী আমাদের কাজে এসে সিংহের পেটে যাবে এটা হতে পারে না, ওদের বলে দিন, আমি লোকটার খোঁজে যাব। ওরা যদি আমার সঙ্গে আসতে চায় আসতে পারে।

যোশেফ আমার কথা শুনে আঁৎকিয়ে উঠলো। বলল, বলেন কি স্যার, এই রাত্রে অন্ধকার জঙ্গলে, খোঁজ করতে যাওয়া মানে, সিংহের কবলে পড়া।

বললাম, তাই বলে- একটা মানুষকে সিংহ নিয়ে যাবে। আর আমরা এতগুলো লোক নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকব। তা হয় না মিঃ যোশেফ, আপনি ওদের মশাল জ্বালাতে বলুন। আর যারা আমার সঙ্গে যেতে চায়, তারা চলে আসুক। দেরী হলে লোকটাকে উদ্ধার করা কষ্টকর হবে।

যোশেফ অবাক হ'ল। বলল, সত্যই যাবেন স্যার? কিন্তু—

কিন্তু টিন্তু নেই। যদি আপনি ভয় পান, তবে থাকুন। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না।

যোশেফ আমার কথা শুনে হাসলো?

বললাম, হাসলে কেন যোশেফ?

আপনার কথা শুনে। আপনি বাঙ্গালী। নূতন এসেছেন বাংলাদেশ হতে। একটা সামান্য কুলীর জন্য নিজের জীবন বিপন্ন

করতে যাচ্ছেন। আর আমি হচ্ছি এদেশীয়, কুলীটা আমার জাত ভাই। তার জন্য আপনি প্রাণ দিতে পারেন, আমি পারব না কেন ?

যোশেফ কুলীদের দিকে তাকিয়ে আমার কথাগুলি বুঝিয়ে দিলো। তাদের মুখ দেখে মনে হল, যোশেফের কথা শুনে ওরা খুশি হয়েছে। তারা তাড়াতাড়ি মশাল জ্বালাল।

যোশেফ বলল, চলুন স্যার। আমরা রেডি হয়েছি। বলে সে চলতে লাগলো। দশজন কুলী আমাদের পথ দেখিয়ে চলল। আফ্রিকার জঙ্গল যেমন ঘন তেমনি অন্ধকার। আমার মনে হল, আমরা সকলে মিলে পাতাল পুরীতে প্রবেশ করছি। কুলীরা মশাল নিয়ে হল্লা করতে করতে এগিয়ে চলেছে। জঙ্গলের ঝোপ-ঝাড়, লতা-পাতা আমাদের বাধা দিচ্ছে। আমরা দা দিয়ে কেটে কেটে অগ্রসর হচ্ছি। একবার যেন মনে হ'ল হতভাগ্য কুলীটার চীৎকার শুনলাম। আমাদের উৎসাহ বেড়ে গেল। সিংহ বোধ হয় কাছেই আছে। বেশিদূর যায়নি। কুলীরা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলো, আমরা পাঁতি পাঁতি করে সিংহটাকে খুঁজতে লাগলাম। মনটা আমার সত্যিই খুশি হ'ল। তবে লোকটাকে খুঁজে পাব।

যোশেফ বলল আমাদের এভাবে আসা উচিত হয়নি। আপনি একে নূতন লোক এখানকার হালচাল এখনও শিখে উঠতে পারেন নি। তাই বিপদের গুরুত্ব বুঝে উঠতে পারছেন না। এখানে যে কোন মুহূর্তেই বিপদ আসতে পারে। তাছাড়া এই কুলীগুলোকে বিশ্বাস নেই। ওরা খুব ভীতু। সিংহ তাড়া করলে আমাদের ফেলেই পালাবে। তখন বিপদ আমাদেরই হবে।

কিন্তু এতে তো ওরা নিরাপদ হবে না মি: যোশেফ!

সে ঠিক। কিন্তু ওদের বুঝায় কে ? আমরাও মরবো ওরাও মরবে। লোকটারও উদ্ধার হবে না।

আপনি দেখছি ঘাবড়িয়ে গেছেন। ওরা যদি সত্যি আমাদের

ফেলে পালায় আমরা তো তিনজন আছি। আমার মনে হয় এই তিনজন-ই যথেষ্ট।

বুঝলাম স্যার। কিন্তু এই গভীর রাত্রে পথ খুঁজে তাঁবুতে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

যোশেফকে সাহস দিয়ে বললাম, তাহলেও লাভ হবে, একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে—যা চিরকাল মনে থাকবে।

যোশেফ চুপ করে গেল। কিন্তু আমার মন খারাপ হয়ে গেল। এ রাত্রে ঝোঁকের মাথায় আমাদের বেরিয়ে পড়া উচিত হয়নি। যোশেফ সত্যি কথাই বলেছে। এখানে এসেছি আমি দিন কুড়ি। আফ্রিকার সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা কতটুকু। আর নিগ্রো কুলীদের স্বভাব চরিত্রও আমার অজানা। দৈবাৎ যদি সিংহের সামনে পড়ে যাই আর কুলীরা যদি ভয়ে পালায় তখন অন্ধকার জঙ্গলে সিংহের সামনে আমাদের অবস্থা কি হবে! ভাবতেই আমার সর্ব শরীর ভয়ে শিউরে উঠলো। তখন না পারব গুলি ছুঁড়তে, না পারব পালাতে। একজনকে বাঁচাতে এসে তিনজনই সিংহের খোরাকি হব নাকি। কিন্তু এখন এসব কথা ভাবা বৃথা। আর তো ফিরবার পথ নেই। ফিরলে কুলীরা ভাববে আমি ভয় খেয়ে গেছি। হয়তো বা বলবে বাঙ্গালীরা ভীরু কাপুরুষ। সে হবে আরো অসহ্য। নিজের প্রাণের বিনিময়ে বাঙ্গালী জাতিকে ছোট করতে পারব না। তার চেয়ে যা থাকে কপালে, মৃত্যু যদি আসে, আসুক। ভয় করি না।

লালবাহাদুরকে সব কথা খুলে বললাম। বললাম, একটা মশাল হাতে করে রাখ। ওদের বিশ্বাস নেই।

লালবাহাদুর আমার কথা মত কাজ করলো।

—তিন—

যে কুলীটাকে সিংহ নিয়ে গিয়েছিল সে ছিল আমার খুব প্রিয়। লোকটা ছিল বেজায় মোটা। গায়ে জোরও ছিল অসম্ভব। খেতোও রাক্ষসের মতো। চোখে জড়ান ঘুম ছিল বলেই সিংহটা সহজে নিয়ে যেতে পেরেছে। সজাগ থাকলে এত সহজে সিংহ তাকে নিতে পারত না। খুব কম হলেও আধ ঘণ্টা সিংহের সঙ্গে লড়তে পারত। তবু আমার বিশ্বাস এত বড় ভারী দেহটাকে বেশিদূর নিয়ে যায়নি, কাজেই ওকে খুঁজে বার করতে কষ্ট হবে না। এছাড়া আরো একটা কারণ আছে, সিংহ এ পর্যন্ত এখান হতে যত লোক নিয়েছে, তাদের খুঁজতে রাত্রে কেউ আফ্রিকার মতো ভীষণ জঙ্গলে যেত না। সিংহটা ভয় না পেয়ে তাঁবুর কাছাকাছি কোন জায়গায় বসে হতভাগ্যকে উদরসাৎ করত। এখানে আসার পর মিঃ যোশেফই আমাকে এ কথা বলেছে, সে এ কথাও বলেছিল, সিংহের অত্যাচারের দরুণ, সারভের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোন সাহেবই এখানে আসতে চায়নি। অথচ আমি বাঙ্গালী হয়ে এখানে এসেছি দেখে মিঃ যোশেফ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। আমি এসেছি প্রায় কুড়ি দিন। এর মধ্যে সিংহের কোন সাড়া পাইনি।

মিঃ যোশেফ তো হেসেই খুন। ব্যাপার কি স্যার। আপনাকে দেখছি, শুধু কুলীরা নয় সিংহ পর্যন্ত ভয় করে।

আমিও ঠাট্টা করে যোশেফকে উত্তর দিয়েছিলাম। মিঃ যোশেফ, তুমি তো জান, আমি রয়েল বেঙ্গলের দেশের মানুষ। তোমাদের দেশের সিংহগুলো তাই বোধ হয় জেনে গেছে। তাই ভয় পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে এর সঙ্গে চালাকি চলবে না। বলেই কবিতা আবৃত্তি করলাম, "বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া

থাকি।” যোশেফ শুনে খুব খুশি হয়েছিল, বলেছিল, “এই জন্য বাঙ্গালী জাতির এত নাম, আপনাদের উপর আমার শ্রদ্ধা আছে। আমার বিশ্বাস আপনি পারবেন স্যার”—থাক সে কথা।

এ হ’ল পুরান কথা। লোকটার খোঁজে এসে আমি একটা ধারণা করেছিলাম। আজ পর্যন্ত সিংহকে কেউ খাবার সময় বিরক্ত করেনি। সে মানুষ শিকার করে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আহার করেছে। সকালে সেই হতভাগ্যের খোঁজে লোক গিয়ে তাঁর অবশিষ্ট যা পেয়েছে তাই বয়ে এনে কবর দিয়েছে। এবারও সিংহ তাই করবে। সিংহ নিকটেই ছিল। কোনদিন খাবার সময় সে বিরক্ত হয়নি। আজ এত রাত্রে কেউ এসে তাকে ঘাঁটাবে সিংহ ভাবেনি।

সিংহের জীবনে আমিই সর্বপ্রথম লোকটার খোঁজে এসেছি, আশা মানুষটাকে জীবন্ত না পাই, মৃতদেহ তো উদ্ধার হবে।

আবার যোশেফের কথা মনে পড়ল। যদি নিজেরাই সিংহের খপ্পরে পড়ে যাই। কে বলতে পারে কপালে কি আছে। সবই ভগবানের ইচ্ছা, আমরা উপলক্ষ্য মাত্র।

কুলীগুলো মশাল নিয়ে হল্লা করে চলেছে। মশালের আলোতে যতটুকু দেখা যায়, সতর্ক হয়ে চলছি। আলোর বাইরে—সূচীভেদ্য অন্ধকার। তার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর। এখানকার জঙ্গল এত ঘন দুর্ভেদ্য যে এগুনো যায় না। লতা-পাতা ঝোপ-ঝাড়ে পথ রোধ করে রেখেছে। কুলীরা দা দিয়ে পথ পরিষ্কার করে অগ্রসর হচ্ছে।

আমরা ভয়ে ভয়ে এগুচ্ছি। যোশেফ একটা গাছের লতার সঙ্গে পা জড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। যোশেফ একটু হাসল। সেই যে সতর্ক করতে গিয়ে আমার কাছে বাধা পেয়েছিল, তখন থেকে আর কথা বলেনি। মনে হয় সে আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল। আমি তার বড় অফিসার কাজেই কোন

কথাই জোর করতে পারছে না। আমি তার মনের কথা বুঝলাম। তার মন প্রফুল্ল করবার জন্য আমি যোশেফকে বললাম, এরা কি ঠিক পথেই যাচ্ছে মিঃ যোশেফ ?

যোশেফ বলল ভগবানই জানেন স্যার। আর জানে ওরা! এখানে আপনিও অন্ধ, আমিও অন্ধ।

এ কথার উপর কি বলব। আমি চুপ করে গেলাম। কুলীদের কিন্তু উৎসাহের অভাব নেই, তাদের হল্লা চীৎকার সমানে চলছে। কিন্তু আমার বুক দুর দুর করছে। হঠাৎ আমরা থমকিয়ে দাঁড়ালাম, অন্ধকারের মধ্যে দুটো টর্চের আলো দেখা গেল। তারপরই গর গর শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে কুলীদের হল্লা-চীৎকার বন্ধ হয়ে গেল, মনে হ'ল কুলীরা বেশ ভয় পেয়েছে। কুলীরা মশালের আলো তুলে ধরলো, ভয়ে ভয়ে একটু এগুলো। যেখান থেকে টর্চের আলো জ্বলছিল সেখানে মশালের আলো গিয়ে পড়লো। একটু অন্ধকার দূর হল। সেই অস্পষ্ট আলোতে সিংহটাকে দেখলাম। তার থাবার নীচে কুলীটা। চারিদিকে বড় বড় ঘাস, কাজেই মানুষটাকে ভাল বোঝা গেল না। সিংহটা বেশ বড়। সুন্দর কেশর। আমাদের দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে। লোকটাকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। তবে মনে হ'ল, লোকটাকে এখনও খায়নি। কোন কোন কুলী বলছে, লোকটা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি ভেবেছিলাম, সিংহটা এতগুলো লোক দেখলে ভয় পাবে। কিন্তু উল্টে সে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। ও বসেই আছে, লেজ নাড়ছে আর গজরাচ্ছে। এতক্ষণ কুলীদের যা সাহস দেখছিলুম তা উড়ে গেল। তারা ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। আর বলছে, সাহেব ফায়ার—সাহেব ফায়ার।

কিন্তু ফায়ার বললেই ফায়ার করা যায় না। সিংহ আমাদের চেয়ে একশ গজ দূরে, তাছাড়া সিংহ যেখানে বসে আছে, সেখানে

মশালের আলো ভাল পড়ছে না। সিংহকে মারতে হলে আলোর জোর চাই। নয়তো আরো একটু এগিয়ে যাওয়া দরকার। ওদের কথামত যদি এই আধো অন্ধকারে সিংহকে ফায়ার করি আর তা যদি মিস্ হয়, তাহলে কি যে হবে, ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। এখান থেকে একটা লোকও ফিরে যেতে পারবে না। যদিও আমি কোনদিন সিংহ শিকার করিনি। কিন্তু এও জানি আহত সিংহ সাংঘাতিক। কিন্তু লোকগুলোকে সে কথা বুঝাই কি করে। যোশেফকে সে কথা বললাম। সেও আমার কথা মেনে নিল। বললাম, কুলীদের বলুন, আরো একটু এগুতে। মশালের আলো আর একটু সিংহের গায়ে পড়া চাই।

কুলীরা কিন্তু আর এগুতে চায় না। একটু এগুলেই সিংহ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ভীষণ গর্জন করে উঠে, আর ঘন ঘন লেজ নাড়ছে। লোকগুলো এখন পালাতে চায়। শুধু বলছে—সাহেব ফায়ার —সাহেব ফায়ার। কি করব না করব ভাবছি। এর মধ্যে সিংহ হঠাৎ হাউৎ করে উঠলো। কুলীগুলো ছুটে পালাল। কিন্তু মিঃ যোশেফ একটা মশাল ওদের হাত থেকে কেড়ে নিল।

—চার—

যোশেফের ভবিষ্যৎবাণী এভাবে যে ফলে যাবে ভাবতে পারি নি। আমরা তিনজনে অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলাম। যোশেফ বাহাদুরের হাতে মশালটা দিল। তার ক্ষীণ আলোতে সিংহ ও হতভাগ্য লোকটা ডুবে গেল।

একবার মিঃ যোশেফ কথা বলল। বলল, এ হবে আমি আগেই জানতাম স্যার। কিন্তু এখন আর ফেরা চলে না। এখন যদি আমরা ফিরে যাই ওরাই আমাদের দেখে হাসবে।'

টিটকারী দেবে। শেষে আমাদের মানতে চাইবে না। সে অসহ্য। তার চেয়ে সিংহের পেটে যাওয়া ঢের ভাল। আর যদি ভগবানের ইচ্ছায় সিংহ আমাদের হাতে মরে স্যার, ওরা চিরদিন আমাদের গোলাম হয়ে থাকবে। সিংহের মতো আমাদের ভয় করবে।

আমি বললাম, আমি তো সিংহ মারতেই এসেছি মিঃ যোশেফ। কিন্তু ওরাই তো সব নষ্ট করে দিল। এই অন্ধকারে আমি কি করতে পারি। মিঃ যোশেফ কি যেন উত্তর দিচ্ছিল। এমন সময় অন্ধকার ভেদ করে লোকটার চীৎকার ভেসে এলো। আমরা সকলে অভিভূত হয়ে পড়লাম। লোকটা তবে বেঁচে আছে? সিংহটা ওকে খাচ্ছে নাকি? ভাবতেই সর্ব শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

মিঃ যোশেফ বলল, চলুন স্যার আমরা এগিয়ে যাই। বাহাদুর তুমি মশালটা একটু উঁচু করে ধর। এখন দেরী করলে বোকামি হবে। চেষ্টা করলে হয়তো লোকটাকে বাঁচাতে পারব। রাইফেল ঠিক করে নিন স্যার।

দুজনে রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়ালাম। বাহাদুর মশাল নিয়ে আমাদের দু'জনের মাঝে দাঁড়াল। একটু এগুতেই সিংহের মুখের উপর মশালের আলো পড়লো। আলো পড়তেই সিংহ ক্রুদ্ধভাবে আমাদের দিকে চাইল। সেও খুব বিরক্ত বোধ করছে। সে জীবনে অনেক মানুষ খেয়েছে কিন্তু কেউ এসে খাবার সময় তাকে বিরক্ত করেনি। সিংহটা রাগে গর গর করে উঠলো। কেশর তার ফুলে উঠলো। রাগে লেজটা খুব আছড়াতে লাগলো, মনে হ'ল এখুনি লাফিয়ে পড়বে।

সিংহের মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, বোধ হয় একটু আগে লোকটাকে কামড়ে দিয়েছিল। তারই চীৎকার আমরা শুনলাম।

লোকটা আমাদের দেখে আবার অব্যক্ত ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলো। আমি যোশেফের দিকে চাইলাম। যোশেফ বলল, "ও বলছে—বাঁচাও!"

সত্যি লোকটার চীৎকারে আমরা তিনজনেই উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। আমরা আরো খানিকটা এগিয়ে গেলাম। এবার মশালের আলোটা স্পষ্ট হয়ে সিংহের গায়ে এসে পড়ল। আমরা প্রায় সিংহের বিশ গজ দূরে এসে গেছি। আর এগুনো চলবে না। এখান থেকে যদি ফায়ার করি আর ফায়ার যদি সিংহের গায়ে লাগে, তবু আমাদের মধ্যে একজন যাবে। মিশ করলেও যে কি হবে ভগবানই জানেন। কিন্তু এখন ওসব কথা ভাবা বৃথা। যখন পণ করেছি, হয় সিংহকে মারব—নয় মরব।

সিংহটা এবার বেজায় ক্ষেপে গেল। তার দেহটাকে একটু গুটিয়ে নিলো। লেজ আছড়াচ্ছে অনবরত। এখনি হয় তো লাফ দেবে। যা ভাবা তাই হল। সিংহটা হঠাৎ এমন গর্জন করে উঠল, আকাশ পাতাল সারা বন সব কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তুজনের হাতের রাইফেল এক সঙ্গে গর্জে উঠল। ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে সিংহ এসে পড়ল আমাদের কাছে, আর উঠলো না। এ যাত্রা ভগবানই আমাদের রক্ষা করেছেন। আমাদের সামনেই ছিল একটা গাছ। সিংহ এসে গাছের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে আমরাও ক্ষণকালের জন্য হকচকিয়ে গেলাম। এমন সময় লোকটা চীৎকার করতে করতে দৌড়ে এসে, আমাদের পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। পড়েই অজ্ঞান হয়ে গেল।

বাহাতুরকে ওর কাছে রেখে, সিংহের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। যোশেফ বাধা দিল। বলল, দাঁড়ান স্যার আগে পরীক্ষা করে দেখি সিংহটা মরলো কিনা। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল, সিংহ গুলি খেয়ে মরেছে। আমাদের তু'জনের গুলি সিংহের গায়ে লেগেছে। যোশেফের গুলি সিংহের ফুস্ফুস্ ভেদ করেছে। আমার গুলি লেগেছে সিংহের কপালে।

মিঃ যোশেফ বলল, সাবাস আপনার সাহস। সাবাস আপনার হাতকে। নইলে কি যে হত স্যার ভগবান জানেন। আজ আপনি

যে সাহস আর ধৈর্য দেখালেন, কোন সাহেবের কাছেও তা পাইনি। অথচ আশ্চর্যের কথা আপনি কোনদিন সিংহ শিকার করেননি।

আমি বললাম, আপনার হাত কম সুন্দর নয় মিঃ যোশেফ। কিন্তু প্রশংসা যদি পেতে হয়, সে পাওয়া উচিত লালবাহাদুরের। ও যদি সিংহের লাফ দেখে হাতের মশাল ফেলে দিত তাহলে আজকের চিত্র অন্য রকম হয়ে দাঁড়াত।

যোশেফ বলল, এ কথা আমি একশবার মেনে নিচ্ছি স্যার। আর বাহাদুরের কাছে চিরদিন ঋণী হয়ে থাকব। এখন কথা হচ্ছে কুলীটাকে নিয়ে যাই কি করে। ওর ওজন আড়াই মণের কম হবে না। কতটা পথ তাঁবু থেকে এসেছি, জানি না।

বাহাদুর বলল, সে জন্য ভাবনা নেই। আমিই ওকে কাঁধে করে নেব। তবে পথ যদি বেশি দূর হয়, তবে পারব না।

আমি বললাম, এদিকে যে আরো বিপদ দেখা দিচ্ছে যোশেফ?

যোশেফ ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, কি বিপদ স্যার?

আমাদের মশালের আলো নিবু নিবু হচ্ছে।

বাহাদুর বলল, ওর জন্য চিন্তা নেই। মশাল আমি বানিয়ে নেব। জঙ্গলে শুকনো লতাপাতার অভাব নেই।

আমরা যখন এই ভাবে কথাবার্তা বলছি সেই সময় হৈচৈ করে যে কুলীরা পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ফিরে এলো। তারা বোধ হয় বেশিদূর যায়নি। কাছেই কোথায় লুকিয়ে ছিল। প্রথমে সিংহের গর্জন, তারপর ফায়ারের শব্দ শুনে, ওরা বুঝে নিল সিংহকে আমরা ফায়ার করেছি। সেই সাহসেই ওরা চলে এলো। ওদের দেখে আমাদের প্রাণেও জল এলো।

সিংহকে মেরেছি দেখে ওদের কি আনন্দ। দুটি লোক সিংহের গায়ের ওপর উঠে নেচে নিলো। এখন আমাদের কিছু বলতে হলনা। ওরাই মশাল জ্বালাল। একদল লতা-পাতা দিয়ে সিংহের পা বাঁধলো। তারপর বর্শা দুটো ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সিংহটাকে

কাঁধে করে হল্লা করতে করতে তাঁবুর দিকে চলল। যে কুলীর জন্য ওদের এত দরদ ছিল, তার কথা ওরা ভুলেই গেল। যোশেফ জোর করে আহত কুলীটাকে ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো। প্রথম এসেছিলাম ভয়ে ভয়ে এখন আনন্দ করে তাঁবুর দিকে এগুতে লাগলাম। যোশেফ ও বাহাদুর আমার সঙ্গেই রইল।

—পাঁচ—

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা তাঁবুতে ফিরে এলাম। যে কুলীরা আগুনের কুণ্ডের কাছে ছিল তারা আমাদের দেখে অবাক। আমরা জ্যান্ত মানুষকে সিংহের মুখ হতে ফিরিয়ে আনব, সিংহকে মারব, তারা ভাবতেই পারে নি। জীবনে তারা অনেক সিংহ দেখেছে—এই প্রথম দেখল, জ্যান্ত মানুষ সিংহের মুখ হতে ফিরে আসে।

এবার ওরা আমাদের পায়ের উপর গড়িয়ে সম্মান দেখাল। তারপর উঠে মৃত সিংহকে লাথি চড় দিতে লাগলো। আর ওদের ভাষায় কি সব গালাগালি দিচ্ছিল।

আমি যোশেফকে জিজ্ঞেস করলাম, ওরা অমন করে মরা সিংহটাকে মারছে কেন, মিঃ যোশেফ?

মিঃ যোশেফ বলল, সিংহটার উপর রাগ ওদের অনেক দিনের। ও বেটা অনেক গুলি খেয়েছে, তাই ওরা প্রতিশোধ নিচ্ছে। বোধ হয়, সিংহের মাংসটা ওরা পুড়িয়ে খাবে।

-- তা ওরা খাক। কিন্তু সিংহের চামড়াটা আমি চাই। ওদের বলে দিন চামড়ার কোন ক্ষতি না হয়। আর কুলীটাকে আমার তাঁবুতে নিয়ে যেতে বলুন।

ওরা কিন্তু যোশেফের কথা শুনলো না। সিংহটাকে নিয়ে মেতে রইল। নাচ গান শুরু হল। অথচ কিছুক্ষণ আগে কুলীটাকে

ফিরিয়ে আনবার জন্য আমাদের উপর কি সাংঘাতিক চাপ দিয়েছিল। ওদের ওই ব্যবহারে, আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

আহত লোকটাকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলাম। বাইরে কুলীরা সিংহটাকে ঘিরে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছে। সে দেখবার আমাদের সময় কোথায়! এত কষ্ট করে লোকটাকে সিংহের মুখ হতে ফিরিয়ে এনেছি তাকে বাঁচাতে তো হবে!

তাঁবুর মধ্যে বাতি জ্বলছিল। আরো গোটা দুই জ্বালান হ'ল। লোকটাকে এতক্ষণ বাদে ভাল করে পরীক্ষা করলাম। সিংহ তার উরু পা কামড়িয়ে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। একটা কম্বল বিছিয়ে লোকটাকে শুইয়ে দিলাম। বাহাদুরকে গরম জল করতে আদেশ দিলাম।

মিঃ যোশেফ বলল, লোকটা যতক্ষণ সিংহের মুখে ছিল ততক্ষণ তার বেশ জ্ঞান ছিল। আমাদের কাছে এসেই জ্ঞান হারাল। এখন জ্ঞান হলে হয়।

আমি বললাম, বাঁচা মরা ভগবানের হাত। আজকের রাতটা যদি ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি কাল ভোরেই ওকে আমি টাউনে পাঠিয়ে দেব। এখানে থাকলে ওকে বাঁচান যাবে না।

এর মধ্যে বাহাদুর এক গামলা গরম জল করে নিয়ে এলো। যোশেফ ওর মধ্যে আইডিন ঢেলে দিল। তাই দিয়ে ঘাগুলোকে সাফ্ করে দিলাম। শেষে বরিক তুলো দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলাম।

আধ-ঘণ্টা যেতে না যেতে লোকটার জ্ঞান ফিরে এলো। তারপর আরম্ভ হ'ল যন্ত্রণা। সে কি চীৎকার। যন্ত্রণায় সে পাগল হয়ে উঠলো। এক একবার উঠে সে পালাতে চায়। আমরা তাকে ধরে রাখতে পারছি না। যোশেফ তাকে মরফিয়া ইনজেকশন করে দিল। এতে সামান্য একটু কাজ হল বটে, কিন্তু একটু পরেই আবার চীৎকার! যন্ত্রণার চোটে নিজের হাত নিজে কামড়াচ্ছে, চুল

ছিঁড়ছে। বুকে ঘুষি মারছে। বেচারীর এত কষ্ট চোখে দেখা যায় না।

সারা রাত্রি কুলীটাকে নিয়ে আমরা তিনজনে বসে রইলাম। সেদিন যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এমন অভিজ্ঞতা শত্রুরও যেন না হয়।

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে এলো, কুলীদের আনন্দ উৎসবও শেষ হল। এতক্ষণে ওরা সিংহটাকে পুড়িয়ে খেয়ে নিয়েছে। এবার ওদের হতভাগ্য কুলীটার কথা মনে পড়ল। তাই দল বেঁধে দেখতে এসেছে কুলীটা কেমন আছে।

কুলীটার তখন উন্মাদ অবস্থা। চোখ দুটো লাল জবা ফুলের মত। রক্তবর্ণ চোখে চাইছে। দাঁত কিড়মিড় করছে। যন্ত্রণায় নিজেকে কিল ঘুষি মারছে। আমরা তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি। নইলে উঠে পালাতে চায়। যাকে পায় তাকে মারে। ডাকলে সাড়া দেয় না।

কুলীগুলো এসেছে ওকে দেখতে। ভেবেছিল ভাল হয়ে গেছে। কিন্তু ওর অবস্থা দেখে থ খেয়ে গেল। কুলীরা আমার তাঁবুর ভিতর ঢুকতে চাইল না। তাঁবুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হতভাগ্য কুলীটাকে দেখলো আর নিজেদের মধ্যে চাওয়াচায়ি করলো। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে ভীতকণ্ঠে বলল,—সাহেব, ফায়ার। সীঙ্গা—

ব্যাপার কি! হঠাৎ লোকগুলো ভয় পেল কেন—ফায়ার করতেই বা বলছে কেন - সীঙ্গা মানে তো সিংহ, এখানে সিংহ কোথায়! অর্থপূর্ণ নয়নে যোশেফের দিকে চাইলাম।

যোশেফ আমার মনের কথা বুঝলো। বলল, কুলীটার অবস্থা দেখে ওরা ভয় খেয়েছে স্যার!

বললাম, ভয় কিসের?

—ওদের ধারণা মরা সিংহের আত্মা ওর দেহে প্রবেশ করেছে। তা যদি না হবে, সিংহের মতো অমন করবে কেন? গায়ে অত জোর

আসবে কেন? তাই আপনাকে অনুরোধ করছে—ফায়ার করতে। আর কিছুর জন্য নয়।

আমি ওদের বললাম, সিংহের আত্মা ফাত্মা সব বাজে কথা। এমন অবস্থায় সকল মানুষেরই হয়ে থাকে। এর জন্য ভয় নেই। আজই ওকে টাউনে পাঠিয়ে দেব। সেখানে হাসপাতালে ভর্তি হলেই ও ভাল হয়ে যাবে।

মিঃ যোশেফ আমার কথাগুলো ওদের বুঝিয়ে দিল। এতে কোন কাজ হলো না। কুলীটার চোখে মুখে সিংহের ছায়া স্পষ্ট দেখেছে তারা। সিংহ যদি না পায় তাহলে কি মানুষের এ অবস্থা হয়। হতে পারে না। সিংহ ওকে নিয়েছিল খাবে বলে। আমরা ওকে সিংহের মুখ হতে ফিরিয়ে এনেছি; তাই সিংহ মরেও খাবার লোভ সামলাতে পারে নি। তাই সিংহের আত্মা এসে ওর দেহে ভর করেছে। ওকে ফায়ার না করলে, ওই কুলীদের জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে।

ওদের কথা শুনে আমি তো অবাক। এরকম কুসংস্কারপূর্ণ লোক আছে আমি জানতাম না। কুলীটাকে টাউনে পাঠাতে চাইলাম। কিন্তু কেউ নিয়ে যেতে রাজি হল না। সকলের মুখে এক কথা, ও খেয়ে ফেলবে। শেষে অতিকষ্টে চার-পাঁচ জন লোক পাওয়া গেল। তারা যেমন জোয়ান, তেমন সাহসী।

দুটো বাঁশ দিয়ে ষ্টেচারের মতো করে লোকটাকে তার উপর শুইয়ে দিলাম। যোশেফ দড়ি দিয়ে বাঁধলো যেমন মড়া নেওয়া হয়। আমি তাঁবুতে থেকে গেলাম। ওদের সঙ্গে যোশেফ ও বাহাদুরকে দিলাম. যোশেফ যাবার সময় আমাকে সাবধান করে দিল—যাতে আমি একলা ওদের নিয়ে কোথাও না যাই। আমি কথা দিলাম।

—ছয়—

এই ঘটনার পব একমাস হয়ে গেল। আর কোন অঘটন হয়নি। আমরাও নিশ্চিন্ত। এবার আমাদের ধারণা হল একটা সিংহ এখানে এসে বার বার উৎপাত করত। মানুষ ধরে নিয়ে যেত। সিংহ এখন নেই, তাই উৎপাত বন্ধ। কুলীরা এখন নির্ভয়ে কাজ কর্ম করছে। তাদের আর ভয় ডর নেই। কাজেই কাজ কর্ম আমাদের এগিয়ে চলেছে।

একদিন যোশেফ বলল, আপনার উপর কুলীদের বিশ্বাস এসেছে। বলছে ধলা মানুষের চেয়ে আমাদের কালো মানুষের শক্তি অনেক বেশি। ধলাদের দয়া মায়া নেই। কিন্তু আমাদের কালো সাহেব ওর অনেক দয়া মায়া।

শুনে আমি একটু হাসলাম। কোন কথা বললাম না। মনে ভাবলাম, ওরা যাই ভাবুক আমার কাজ হলেই হ'ল। আমি এসেছি সাহেবের পোষ্টে। আমার আগে এ পোষ্টে সাহেব ছিল। দুজনকেই সিংহের পেটে যেতে হয়েছে। কাজেই সিংহের ভয়ে আর কেউ এখানে আসবে না। চাকরীর জন্য কে মিছেমিছি সিংহের খোরাক হবে। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে উপরওয়ালারা আমাকেই এই পোষ্টে উপযুক্ত মনে করল। আমিও টাকার লোভে এ কাজের ভার নিলাম। আমার কাজ যদি ভাল দেখাতে পারি, ভবিষ্যতে আমার আরো উন্নতির আশা আছে।

তাঁবুর বাইরে টেবিল চেয়ার ফেলে এই সব কথা ভাবছি, মিঃ যোশেফ আমার সামনে বসে একটা বিলাতী ম্যাগাজিন দেখছিলেন। এমন সময় বাহাদুর আমাদের সামনে মাংসের প্লেট দিয়ে গেল।

মাংস দেখে আমি খুসি হলাম। কারণ কাজের চাপে অনেক দিন শিকারে যাই নি। তবে এত মাংস এলো কোথা হতে। এত দিন শুধু নিরামিষ খেয়েই তো দিন কেটেছে। কিন্তু ও ভেবে কি হবে! বাহাত্বরের রান্না-করা মাংস অপূর্ব। ও আমার পুরাতন ভৃত্য। দিদির কাছে নিরামিষ রান্না শিখেছে। মাংস রান্না শিখিয়েছে এক বাবুর্চি। মাংস দেখে এক খণ্ড মুখে দিয়ে বাহাত্বরকে জিজ্ঞেস করলাম, এ মাংস তুই পেলি কোথায় বাহাত্বর?

বাহাত্বর বলবার আগেই যোশেফ বলল, আমি এনেছি স্যার। সকালে রাউণ্ডে গিয়েছিলাম। কাজ কর্ম শেষ করে তাঁবুতে ফিরছি। সঙ্গে কুলী ছিল, সে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিল। একটা ঝোপের কাছে হরিণ দাঁড়িয়ে লতাপাতা খাচ্ছে। অনেক দিন মাংস খাইনি। লোভ সামলাতে পারলুম না। তাই গুলি করে দিলাম।

বললাম, বেশ করেছেন। কয়েকদিন নিরামিষ খেয়ে খেয়ে শরীর তুর্বল হয়ে গেছে।

তুজনে গোগ্রাসে মাংস খাচ্ছি। গরম টাটকা মাংস। তখনও প্লেট হতে ধোঁয়া উঠছে।

মিঃ যোশেফ বলল, জানেন স্যার আফ্রিকার জঙ্গলে খাবারের অভাব নেই, অভাব কেবল জলের। এখানের জল বুঝে না খেলে বিপদ, প্রাণ যাবে। প্রায় জলই দূষিত। আর আফ্রিকার জঙ্গল জন্তু জানোয়ারে পূর্ণ। এজন্যই কোন সভ্য মানুষ এখানে এসে বাস করতে পারে না। জল যদি ভাল থাকত আমাদের দেশ সোনার দেশ হতো, কত উন্নতি করত।

যোশেফের কথা শুনছি আর খাচ্ছি। যোশেফও খাচ্ছে আমার দ্বিগুণ। বাহাত্বর তুজনকে আরো এক প্লেট মাংস দিয়ে গেল। এমন সময় একটা কুলী হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো। বলল, সাহেব লাওন! লাওন! লোকটা ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। ভাল করে কথা বলতে পারছে না।

বললাম লাওন কোথায় ? এখন আমি ওদের ভাষা শিখেছি। কিছু বলতেও পারি। এতে ওরা খুব খুশি।

কুলীটা বলল, তাঁবু হতে মাইলখানেক দূর। একটা জলের নালার কাছে দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছে। খুব জোয়ান ও বড় সিংহ। আমাদের দিকে তাকিয়ে জল খাচ্ছিল।

কুলীটাকে সাহস দিয়ে বললাম, এক মাইল দূরে সিংহ তাতে তোর এত ভয় কেন। ও জল খেয়ে চলে যাবে।

কুলীটা বলল,— না হুজুর ও চলে যাবার পাত্র নয়। আমরা দশবার জন একসঙ্গে দাঁড়িয়ে হল্লা করলাম তবুও বেটা সেখানে বসে রইল। না গেল পালিয়ে. না দিল পথ। শেষে বাধ্য হয়ে অন্য পথে ঘুরে আসতে হল।

যোশেফ বলল, ওরা ভয় পেয়েছে স্যার। চলুন একবার ঘুরে আসি। এখনও তো সন্ধ্যা হতে তিন ঘণ্টা বাকি ? যদি ওটাকে পাই শিকার করব তাহলে। ওদের মনের ভয় দূর হবে।

যোশেফের যুক্তিটা মন্দ নয়। এদিকে খাওয়াও শেষ। দেহেও বেশ জোর পাচ্ছি। দুজনে দুটো রাইফেল নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, কুলীটাকে বললাম, চল কোথায় তোর সিংহ। আজ ওটাকে শেষ করব।

কুলীটা খুশি হ'ল। আরো দু'তিনজনকে ডেকে নিলো। বলল, এবার চলুন হুজুর।

আমাদের আগে কুলীর দল। ওরা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছে। আমরা সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে ওদের পেছনে চলছি। আমাদের মুখে কথা নেই। কারণ শব্দ হলেই পশুরাজ সতর্ক হয়ে যাবে। শেষে পালাবে। আমাদের হবে পণ্ডশ্রম।

সন্ধ্যা হবার অনেক আগেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়ে গেলাম। কাজ শেষ করে—আলো থাকতেই আমাদের তাঁবুতে ফিরতে হবে। নইলে পথে বিপদ দেখা দিতে পারে। সন্ধ্যায় জঙ্গলের ভিতর থাকা

নিরাপদ নয়। আমরা এসেছি শুধু কুলীদের সাহস দিতে। কারণ ওরা যদি ভয় পায় আমাদের কাজের ক্ষতি হবে।

আমার আসবার আগে যে সব সাহেবরা এখানে কাজ করতেন, তাদের তুলনায় আমরা কাজ করছি অনেক বেশি। এর জন্য উপরওয়ালারা আমাদের উপর সন্তুষ্ট। এখন যদি একটা সিংহের ভয়ে কাজে ঢিলা পড়ে, তবেই হবে মুস্কিল। তাই আসা। নাহলে কে এই অবেলায় সিংহ মারতে আসে। আমরা এগিয়ে চললাম।

অনেকক্ষণ চলার পর আমরা সেই ঝিলের কাছে এলাম। লোকটা বলছে, এখানে সিংহ ছিল। আমরা ভাল করে ঝিলের চারিদিকে খুঁজলাম সিংহের দেখা পেলাম না। কিন্তু সিংহের পায়ের বড় বড় ছাপ রয়েছে। আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। আর দেরী হলে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তাই কুলীদের অভয় দিয়ে বললাম, চল তাঁবুতে যাই। সিংহ নেই সে চলে গেছে। কুলীরাও আর কোন কথা বলল না। আমরাও হল্লা করতে করতে, তাঁবুতে ফিরে এলাম।

—সাত—

তাঁবুতে এলাম সন্ধ্যার সময়। কিছু চিঠিপত্র লেখবার কাজ ছিল, তাই শেষে করতে রাত হ'ল। তারপর একটু জলযোগ করে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি এলো। আফ্রিকায় আসার পর হতে একদিনও বৃষ্টি হয়নি। বড্ড ইচ্ছে হল বাইরে গিয়ে জলে ভিজি, কিন্তু ভয়ে যেতে পারলাম না। রাত্রে তাঁবুর বাইরে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। দিন হলে ছুটে যেতাম।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম, খেয়াল নেই। আফ্রিকায় এসে এমন ঠাণ্ডা কোনদিন

পাইনি। বেশ আরামে ঘুমাচ্ছি। ঘুমের মধ্যে মনে হ'ল কে যেন ঠেলছে, বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুলাম। "বাবু! বাবু!" একি এযে বাহাদুরের গলা। ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। তাঁবুর ভিতর অসম্ভব অন্ধকার। চোখে কিছু দেখা যায় না। বললাম, কে— বাহাদুর?

—জী হুজুর!

—কি ব্যাপার। এত রাত্রে। ডাকছিস্ কেন?

—বাবু তাঁবুর ওপর কি যেন একটা হেঁটে বেড়াচ্ছে, ঐ শুনুন।

সত্যি তাই। তারপরই বিশ্রী একটা ঘড় ঘড় শব্দ। বললাম, তাড়াতাড়ি আলো জ্বালো, যোশেফকে ডাকো। কিন্তু যোশেফকে ডাকতে হল না। সে নিজে থেকেই উঠে বসেছে।

যোশেফ আমার বিছানায় উঠে এলো। ফিস্ ফিস্ করে বলল স্যার! তাঁবুর উপর সিংহ।

বললাম, গলার শব্দ শুনেই বুঝেছি। কি সাংঘাতিক জানোয়ার। মানুষ খাবার লোভে একেবারে তাঁবুর উপর।

—আফ্রিকার সিংহের ভয়ডর নেই স্যার।

আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে বাহাদুর দুটো আলো ধরালো, তাঁবুর অন্ধকার দূর হল!

তাঁবুর উপর খড় খড় শব্দ বেড়েই চলেছে। তাঁবু দুলছে। যদি ভেঙ্গে পড়ে, তবেই সর্বনাশ। ভয়ে ভয়ে আমরা উপর দিকে চাইলাম। উপরের দিকে তাকিয়েই তিন জনেই শিউরে উঠলাম। ভগবান আমাদের রক্ষা করেছেন। নইলে তিনজনের একজনকে আজ সিংহের পেটে যেতে হত।

সিংহ নখ দিয়ে তাঁবু ছিঁড়ে ফাঁক করে তার মধ্যে মাথা গলিয়ে দিয়েছে। বুদ্ধি এঁটেছিল ভালই। কিন্তু একটু ভুলে সিংহ পড়ে গেল মহা বিপদে: তাঁবুর উপর পর পর দুটো মোটা কাঠের বিয়াম দিয়ে তাঁবু খাটান হয়েছিল। সিংহ তার মাথাটা দুই বিয়ামের মধ্যে

গলিয়ে দিয়েছে। আর তার পায়ের ধাক্কায় বিয়াম ছুটো সিংহের গলায় গিয়ে ফাঁসের মত আটকিয়ে গেছে। সিংহ যত ছট্‌ফট্ করছে, বিয়াম ছুটো ততই তার গলায় আটকিয়ে যাচ্ছে। সিংহ চেষ্টা করছে

গলা হতে ফাঁস যাতে খুলে যায়। কিন্তু পারছে না। বোধ হয় অনেকক্ষণ ধরেই সে চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু সব চেষ্টাই তার বৃথা হয়ে গেল। আলো দেখে বা আমাদের উঠতে দেখে সিংহটা

বোধ হয় ভয় খেয়ে গেল। তাই সে শেষবারের মতো নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তার সব চেষ্টাই বৃথা হল। সে কোন মতেই মাথা বার করতে পারল না।

সিংহটাকে দেখে মনে হল, সে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বোধ হয় অনেকক্ষণ ধরে এই অবস্থায় আছে। সিংহটা পশু হলে কি হয় তার বুদ্ধি দেখে অবাক লাগে।

সিংহটা এসেছিল চুপি চুপি চোরের মতো। ভেবেছিল উপরটা ফাঁক করে ভিতরে পড়ে লোক নিয়ে মজা করে খাবে। কিন্তু বেশি লোভে বুদ্ধি ঠিক রাখতে পারেনি। একটুর জন্য ধরা পড়ে গেল। তাই হয়তো ভাবলো, ধরা যখন পড়েছি প্রাণ ভরে ডেকে নি। কিন্তু ডাকতে গিয়ে ডাকতে পারলো না। বিশ্রী একটা আওয়াজ গলা থেকে বের হল শুধু।

আমার তো এই দেখে আক্কেল গুড়ুম। বাহাদুর তো বোকার মতন দাঁড়িয়ে রইল।

শুধু যোশেফ বলল, দাঁড়ান! বেটার মানুষ খাবার সখ বের করে দিচ্ছি! যোশেফ তার রাইফেল আনতে বিছানার কাছে গেল। রাইফেল আমাদের সাথী। ঘুমাতে, বেড়াতে, কাজ কর্মের মধ্যে রাইফেল আমাদের সঙ্গে থাকে। রাইফেল না হলে আমরা এক পাও চলতে পারি না।

যোশেফ তার রাইফেল নিয়ে এলো। বাহাদুর আলোর শক্তি আরো বাড়িয়ে দিল যাতে রাইফেলের নিশানা ফসকিয়ে না যায়, ঠিকমতো সিংহের কপালে যাতে বিঁধে। যদি কোন রকম মিস্ হয় আর সিংহ যদি একবার বিয়ামের ভিতর হতে মুক্ত হয় তাহলে রক্ষা নেই। উন্মত্ত সিংহ কি সাংঘাতিক তা ভাবাই যায় না। কাউকে আর বাঁচতে হবে না।

যোশেফ নিশানা ঠিক করে ফায়ার করলো। প্রথম গুলিতেই সিংহের মগজ উড়ে গেল। দ্বিতীয় গুলি লাগলো গলায়। সিংহ

একটা গর্জন করে ঝুলে পড়লো। ঠিক যেমন ফাঁসীর আসামীরা ঝোলে, অবিকল সে রকম।

সিংহটা শূন্যে ঝুলছে। রক্ত পড়ে বিছানাপত্র ভেসে যাচ্ছে। বাহাদূর বিছানা সরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে দেখছি হঠাৎ তাঁবুর বাইরে কোলাহল। সকলের ভয়ার্ত চীৎকার—

সাহেব,---সাহেব, দরজা খুলুন।

ওদের কোলাহলে জ্ঞান ফিরে এলো। যোশেফের রাইফেলের শব্দে কুলীদের ঘুম ভেঙ্গেছে। তারা ভেবেছে আমরা বিপদে পড়েছি। তাই তারা এসেছে আমাদের সাহায্য করতে। বাহাদূর গিয়ে তাঁবুর দরজা খুলে দিল। ওরা তাঁবুর ভিতর এলো। যোশেফ ওদের সব কথা বুঝিয়ে বলল, একটুর জন্য আমরা সিংহের হাতে পড়িনি।

ওরা ভয়ে ভয়ে উপর দিকে চাইল। যখন বুঝল সিংহ মরেছে তখন ওদের কি আনন্দ। ওরা সিংহটা খাবে। দু তিনজন ছুটে তাঁবুর উপর উঠলো। বিয়াম দুটাকে অতি কষ্টে ফাঁক করে ধরলো। বিয়াম ফাঁক হতেই সিংহটা নীচে পড়ে গেল।

এরপর যা হ'ল লিখতে পারি না। সেই আদিমকালের পৈশাচিক মানুষের মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কুলীগুলো সিংহটাকে টেনে নিয়ে চলল। কি তাদের তাণ্ডব নৃত্য। সেই সময়ের পৈশাচিক নৃত্য আর ওদের আনন্দ যা দেখেছি জীবনে তা কখনও ভুলব না।

যোশেফ বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝলো। বলল,— ওদের ভিতর আদিমকালের ভাবধারা এখনও দূর হয়নি স্যার। ওদের সভ্য হতে এখনও ঢের দেরী।

শুনে আমি চুপ করে থাকি।

—আট—

এবার আমাদের তাঁবু পড়ল, 'জম্বুনদীর কাছে। বেশ বড় নদী। দুই পাড়েই ঘন বন। আমাদের দেশের নদীর মতো এখানকার নদীতে ঢেউ নেই। কিন্তু কুমীর ও জলহস্তীতে ভরা। এরা মাছের' মতো কিলবিল করে। আমরা একটা ভাল জায়গা দেখে তাঁবু ফেললাম। আমাদের তাঁবু হতে জম্বুনদী তিনশ গজ। আর তার চারিদিকে ঘন দুর্ভেদ্য বন।

তাঁবু ফেলে ঠিকঠাক করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ। দূরে দূরে হিংস্র পশুর ডাক—থেকে থেকে কাণে আসছে। আফ্রিকার জঙ্গলে কাজ করতে এসে দিন রাত হিংস্র পশুর গর্জন এত শুনেছি এখন ওতে আর ভয় করে না। বরং ওদের গর্জন না শুনলেই আশ্চর্য হই। অনেক সময় বিপদেরও আশঙ্কা হয়।

রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিছানায় বসে কতগুলি হেড অফিসের চিঠি পড়ছি। যোশেফ এসে কাছে বসল।

একখানা চিঠি বার দুই-তিন পড়লাম। তারপর যোশেফের হাতে দিয়ে বললাম পড়ো।

যোশেফ পড়া শেষ করে বলল, কর্ত্তারা অন্যায় কিছু লেখেন নি। এখানে অনেক অসভ্যদের গ্রাম আছে। তারা আমাদের ভাল' নজরে দেখবে না।

কর্ত্তারা যা ভয় করেছেন তা হওয়া অসম্ভব নয়। ওরা আমাদের কাজে বাধা দিতে পারে।

আমি হতাশকণ্ঠে বললাম, এতে ওদের লাভ। এখানে লাইন বসলে তো ওরাই বেশি উপকৃত হবে।

যোশেফ বলল, এখানকার অধিবাসীরা সব অসভ্য। ওদের

ধারণা লাইন বসলে সাদা মানুষ এসে তাদের দেশ অধিকার করবে। ওদের ক্ষমতা কমে যাবে। ওদের বীরত্বও থাকবে না।

বললাম, বীরত্ব মানে, বুঝলাম না মিঃ যোশেফ।

যোশেফ বলল, এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে নানান জাতি। কারো সঙ্গেই মিল নেই, সে কারণে ওদের ভিতর যুদ্ধ লেগেই থাকে। ওদের প্রথা আছে, যে যত শত্রুর মাথা কেটে নিতে পারবে সে ততো বীর।

আমি বললাম এ কাহিনী আমি অনেক শুনেছি কিন্তু দেখিনি।

যোশেফ বলল ভগবান করুন দেখতে যেন না হয়।

—ওরা যদি বাধা দেয় যোশেফ কি হবে?

—ওরি মধ্যে আমরা কাজ করে যাব স্যার।

বললাম, আমি একটা মতলব করেছি! আমি ওদের গ্রামে যাব। তাদের বুঝাব, আমরা ওদের শত্রু নই। ওদের মঙ্গলের জন্যই আমরা রাস্তা করছি। এতে গ্রামের ভাল হবে, উন্নতি হবে।

যোশেফ বলল, ও কাজ করবেন না স্যার। তাহলে জীবন নিয়ে ফিরে আসতে হবে না।

যোশেফের সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর হতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখনও তাঁবুর ভিতর বেশ অন্ধকার। বাইরে কুলীদের কোন সাড়া নেই। বেশ শান্ত স্নিগ্ধ ভাব। আফ্রিকার ভোর আজও চোখে দেখিনি। কারণ গরমের জন্য রাত্রে ঘুমাতাম দেরীতে, তাই ঘুমও ভাঙ্গতো দেরীতে। আজ খুব ইচ্ছে হ'ল তাঁবুর বাইরে যাই। আফ্রিকার ভোরের রূপ দেখব। আফ্রিকা খুব গরমের দেশ। কিন্তু এখানে ততো গরম নেই, কারণ পেছনেই জম্বুনদী। তাই জায়গাটা ঠাণ্ডা। অন্ধকার এখন বেশ ফিকে হয়ে এসেছে। তাঁবুরও অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। ওধারে খাটে যোশেফ ঘুমে অচেতন। তারি খাটের নীচে বাহাদুরের নাক ডাকছে। তাদের ভাল করে দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে তাঁবুর দরজা খুলে

বাইরে এসে দাঁড়ালাম, সঙ্গে রাইফেল নিতে ভুলিনি। তাঁবুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চাইছি। আগুনের কুণ্ডের মধ্যে কুলীরা সারি সারি ঘুমাচ্ছে। আগুন আছে বলেই ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে। নইলে এতক্ষণে হয় সিংহ নয় অন্য কোন হিংস্র প্রাণীর কবলে পড়তে হতো। আফ্রিকার জঙ্গল যে কি সাংঘাতিক, এখানে না এলে কেউ বুঝবে না। আমিও আগে বুঝতাম না। গল্প বলে উড়িয়ে দিতাম।

তাকাতে তাকাতে একটা ঝোপের উপর নজর পড়লো। আধা অন্ধকারে ঝোপটাকে ভালই লাগলো। হঠাৎ মনে হল ঝোপটা নড়ছে। ঝড় নেই বাতাস নেই ঝোপ নড়বে কেন? বোধ হয় সেই জন্যে ওটার উপর দৃষ্টি পড়লো।

ঝোপের উপর নজর রেখে দাঁড়িয়ে আছি। ব্যাপার কি দেখতে হবে। রাইফেলটা বাগিয়ে হাতেই রাখলাম, ভয়ের কিছু নেই পেছনেই তাঁবু। বিপদ দেখলেই ঢুকে পড়ব। কিন্তু ভয় এমন জিনিস তা দূর হয় না, বুকটা দুর দুর করে উঠলো।

ঝোপটা বেশ নড়ছে। তবে কি ঝোপের ভিতর কোন হিংস্র প্রাণী চলাফেরা করছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই ভাবছি। সিংহ, চিতাবাঘ, গণ্ডার, হাতী কোনটা হবে। অবস্থা দেখে মনে হয় জানোয়ারটা ছোট নয়। ছোট জানোয়ার অত বড় ঝোপকে নাড়াতে পারে না।

বন্দুকটাকে রেডি করে দাঁড়ালাম। একবার ভাবলাম যোশেফকে ডাকি। কিন্তু ডাকতে গিয়ে ডাকলাম না। সব ব্যাপারেই যোশেফের সাহায্য নেব তার কি মানে আছে।

আমাদের দেশে যেমন ভোর হলেই পাখীরা ডাকতে থাকে এখানে তা হয় না। এখানে এসে অনেক রকম পাখী দেখেছি কিন্তু ভোরের বেলায় ডাকতে শুনিনি। আফ্রিকার সকাল যে এত রুক্ষ, এত বিশ্রী, এত সৌন্দর্য্যহীন এ আমি জানতাম না।

ঝোপটার দিকে তাকিয়ে আছি। বাঁশ পাতার মতো ঝোপটা

নড়ছে। মনে হচ্ছে জানোয়ারটা এখনি ঝোপের বাইরে আসবে। ভাবামাত্র রাইফেলটা তুলে ধরলাম। জানোয়ারটা বাইরে এলেই গুলি করব। হঠাৎ দেখি ঝোপের বাইরে একজোড়া চক্ষু। বোধ হয় জন্তুটা আমাকে দেখতে পেয়েছে। জন্তুটা আর নড়ছে না।

আমি অন্ধকারে জন্তুটা কি জাতের বুঝতে পারলাম না। যা থাকে কপালে, রাইফেলটা তুলে গিয়ার টিপে দিলাম। জন্তুটার কপালে বোধ হয় গুলি লেগেছে, সেখানেই পড়ে গেল। আর উঠলো না।

রাইফেলের শব্দে যোশেফ, বাহাদুর তাঁবুর ভিতর হতে ছুটে এল। কুলীরাও হাউ মাউ করে উঠে বসলো, সকলের চোখে আতঙ্ক।

যোশেফকে আমি বললাম, চলুন মিঃ যোশেফ, দেখে আসি কি জানোয়ার পড়ল। আমরা তিনজনেই সেদিকে ছুটলাম।

কাছে গিয়ে দেখি, ও হরি এযে নীল গাই। দেখে দুঃখে বাঁচি না।

—নয়—

আজ সকাল সকাল খেয়ে নিলাম। দশটার সময় রাউণ্ডে বের হতে হবে। আমার সঙ্গে যাবে মিঃ যোশেফ, বাহাদুর আর দুজন কুলী। সারবে করতে করতে জঙ্গলের ভিতর অনেক দূর চলে এসেছি। আমাদের সামনে ছোট পাহাড়। ঘন ঝোপ জঙ্গলে পূর্ণ। আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়েছি, সেটা খালি মাঠ। বড় বড় ঘাসের জঙ্গল। চারিধারে আশেপাশে জঙ্গল যেমন ঘন তেমনি ভয়ঙ্কর। তাকালেই গা শির শির করে ওঠে।

আমরা খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। ক্ষুধাও পেয়েছিল প্রচণ্ড। আমরা একটু ফাঁকা জায়গা দেখে বসে পড়লাম একটা গাছের নীচে। সঙ্গে আমাদের খাবার ছিল। বাহাদুর সকলকে খাবার

ভাগ করে দিলো। কুলীরা খাবার নিয়ে দূরে গিয়ে বসল। আমি আর যোশেফ সেখানে এসেই খেতে বসলাম। বাহাত্বর আমাদের হতে কিছু দূরে গিয়ে বসলো। কুলীদের দেওয়া হয়েছিল সেঁকা রুটি আর পোড়া মাংস। তাই গোগ্রাসে খাচ্ছে। এখানে ঝোপ জঙ্গল বেশি হয় বলে রোদের তাপ খুব। আমাদের কাছে গাছ না থাকলে আমাদের অসুবিধা হত। জায়গাটা খোলা মেলা। কোন কোন জায়গায় ঘাস খুব কম। আবার কোথাও কোমর পর্যন্ত ঘাস। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে খাবার খাচ্ছি, কুলীদের খাওয়া দেখছি, আর কাজ কর্মের বিষয় নিয়ে যোশেফের সঙ্গে আলোচনা করছি। কি ভাবে, কোথায় পোষ্ট বসাতে হবে, কোথা দিয়ে লাইন নিতে হবে তারি কথা। যোশেফ প্রকাণ্ড বড় একটা মাংসের টুকরো দাঁত দিয়ে কাটছিল তাই সে আমার কথার উত্তর দিতে পারছিল না। এমন সময় বাহাত্বর এসে কাছে দাঁড়াল। আমরা জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে বলল দাদাবাবু, তাকিয়ে দেখুন পাহাড়ের উপর গাছপালা সব নড়ছে।

আমি আর যোশেফ দুজনেই সেদিকে তাকালাম। মনে হচ্ছে ঝোপের ভিতর দিয়ে কি যেন একটা নেমে আসছে।

আমি ওদিকে তাকিয়ে হাসলাম। সকালের ঘটনাটা মনে পড়ল। বললাম ও কিছু নয় নীল গাই। সকালে আমি ভুল করে মেরেছিলাম। সেও যখন ঝোপের ভিতর ছিল, ওই ভাবে ঝোপ নড়েছিল। যোশেফ আর বাহাত্বর আমার কথা শুনে নিশ্চিন্ত হল। কারণ সকালের ঘটনা ওরা জানে।

কিন্তু সেদিন হিসাবে যা ভুল করেছিলাম, তার মাশুল যা পেয়েছিলাম, জীবন থাকতে তা ভুলব না। যাক সে কথা, আমরা আবার খাবারের দিকে মন দিলাম। বাহাত্বর খেয়ে দেয়ে ঘাসের উপরই শুয়ে পড়ল। মানে আমাদের খাওয়ার মধ্যে সে একটু গড়িয়ে নিতে চায়। তা নিক। আমাদের তাতে আপত্তি কি!

এমন সময় কুলীদের আর্ত্তচীৎকারে চমকিয়ে উঠলাম। তাদের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম। আমাদের একশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে ছুটো গণ্ডার ফোঁস ফোঁস করছে। রাগে তাদের চোখ ছুটো আগুনের গোলার মত জ্বলছে। কুলীগুলো যে যেখানে পারল ছুটে পালাল। আমাদের খাওয়া মাথায় উঠলো। আমরা তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। গণ্ডার ছুটো আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হচ্ছে ওরা আমাদের দেখে অবাক হয়েছে। এ ঘোর জঙ্গলে আমাদের মত অদ্ভুত প্রাণী ওরা কখন দেখেনি।

যোশেফ বলল, এখনি ফায়ার করা দরকার। বলে সে তার রাইফেল তুলে নিল। আমার রাইফেল একটু দূরে ছিল। আনতে যাব এমন সময় গণ্ডার ছুটো আমাদের দিকে ঝড়ের মত ছুটে এলো।

আমরা রাইফেল হাতে ছুটলাম। তারি মধ্যে যোশেফ ফায়ার করে দিল। বাহাদুরী হাত বটে। কিন্তু ফায়ার কপালে না লেগে গণ্ডারের গায়ে লাগলো। কিন্তু ও রাক্ষসের কিছু হল না। বরং আরো রেগে গেল। তারা ছুটে এলো। এবার আমি ফায়ার করলাম, কিন্তু আমার গুলি মিস হল।

গণ্ডার ছুটোর গতি থামান গেল না। ওরা আমাদের আরো কাছে এসে পড়ল। আমার জামায় গণ্ডারের খড়্গ লাগো লাগো হয়েছে। আর রক্ষা নেই, এবার মরব। হঠাৎ যোশেফ আমাকে ধাক্কা দিয়ে এক পাশে ফেলে দিল। আমি ছিট্‌কিয়ে একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম আর গণ্ডারটা আমাকে না দেখে থতমত খেয়ে গেল। আমি যে তার চোখের সামনে ভোজবাজির মত উফ করে উড়ে গেলাম, সে হয়তো তাই ভাবছে। সে থমকে দাঁড়াল একটু সময়ের জন্য। হঠাৎ তার নজর পড়ল যোশেফের দিকে। তাকেই সে তাড়া করলো। যোশেফ রাইফেল হাতে ছুটছে। না পারছে গুলি করতে না পাচ্ছে আশ্রয়। সে ডাইনে বাঁয়ে এঁকে বেঁকে

ছুটছে। আমি সেই গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছি। যোশেফই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। নইলে এতক্ষণে গণ্ডারের খড়্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে যেতাম। যোশেফ আমাকে ঠিক সময় ধাক্কা

দিয়েছিল। আমি বাঁচলাম বটে কিন্তু যোশেফ পড়ল মৃত্যুর কবলে। যোশেফ ছুটছে এঁকে বেঁকে। গণ্ডার তা পারে না; তাই রক্ষে। নইলে এতক্ষণে গণ্ডার যোশেফকে শেষ করে দিত।

কিন্তু কতক্ষণ এইভাবে ছুটবে। আমি তো অসহায়। হাতের রাইফেল কোথায় পড়ে গেছে তা খেয়াল নেই। রাইফেল না হলে গণ্ডারের কাছে যাওয়া বৃথা। গণ্ডারের গায় গুলি বিঁধে না। তাকে মারতে হলে কপালে নয় কানে। তবু রাইফেল থাকলে ফায়ার করে গণ্ডারের গতি থামান যেত। কি করব তাই ভাবছি। এমন সবয় বাহাদুর পেছন হতে চীৎকার করে উঠলো, "দাদাবাবু গাছে উঠুন শিগগীর।" চীৎকার শুনে পিছন দিকে তাকালাম। সর্বনাশ, আর একটা গণ্ডার আমার দশ হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাগে ফোঁস ফোঁস করে ছুটে আসছে। ও যেভাবে আসছে আর এক মুহূর্ত দেরী হলে মৃত্যু। যেখানে দাঁডিয়ে আছি সেখান হতে গাছের কাণ্ড হাত পাঁচেক হবে। সেখানে যাবার সময় নেই। এরি মধ্যে রাক্ষস এসে আমাকে ধরবে।

ভাববার সময় নেই। গণ্ডারটা একদম আমার পেছনে। হঠাৎ বুদ্ধি এলো। মাথার উপর গাছের ডালটা ঝুলছিল। লাফ দিয়ে সেটাকে ধরে বাঁদরের মতো তার উপর উঠে বসলাম। আর সেই সময় গণ্ডার সেখানে এসে দাঁড়াল। এবার সে বোকা বনে গেল। ঘাড় ঠিক রেখে ছোট ছোট চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখল। কোথাও আমি নেই। আমি যে তার মাথার উপর ডাল ধরে ঝুলছি, সে বোধ ওর নেই। গণ্ডার মিনিট কুড়ি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রইল, আমি ঝুলেই রইলাম। এক একবার মনে হ'ল আমি পড়ে যাবো, হাত বোধ হয় ফস্‌কিয়ে যাবে। কিন্তু ভাগ্য ভাল! গণ্ডার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

—দশ—

সন্ধ্যার পর তাঁবুতে ফিরে এলাম। গণ্ডারের আক্রমণে কে কোথায় পালিয়েছে তার ঠিক নেই। কুলীদেরও খোঁজ পাওয়া গেল না। যোশেফের খোঁজ যতদূর করা দরকার, ততদূর করেছি। বাহাদুর ও আমি ভগ্নমনোরথ হয়ে তাঁবুতে ফিরে এলাম। মনে ভেবেছিলাম তাঁবুতে এলে সকলের দেখা পাব। এসে দেখি তাঁবু খালি, কেউ ফিরে আসেনি।

অন্যান্য কুলীরা অন্য দিকে কাজে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে খাওয়া খাওয়া শেষ করে কুণ্ডের মধ্যে বসে বিশ্রাম করছে। তাদের কথাবার্তা শুনছি। শুধু ফিরে এলো না যোশেফ আর দুজন কুলী যারা সঙ্গে ছিল।

সারা রাত ঘুম হ'ল না। যোশেফের জন্য ছট্‌ফট্ করলাম। মাঝে মাঝে কান্না পেতে লাগলো। যোশেফকে আমি ছোট ভাইয়ের মতো ভালবেসেছি। বিদেশে এমন বন্ধু পাওয়া কষ্টকর। যোশেফ যে ভারতীয় নয়, সে যে আফ্রিকান কোনদিন তা ভাবতেই পারিনি।

সে রাতটা একেবারে অনাহারে কাটলো। খাবার ইচ্ছে মোটেই নেই। বাহাদুরেরও একই অবস্থা। তথাপি সে কিছু খাবারের জন্য আমাকে অনুরোধ করলো। আমি অসন্তুষ্ট হওয়াতে সে ফিরে গেল আর আমাকে অনুরোধ করেনি। আমিও কোন কথাই বললাম না।

সারারাত ছট্‌ফট্ করে কাটালাম। কোথাও একটু শব্দ হলেই মনে হ'ত যোশেফ এসেছে। সর্বক্ষণ কান খাড়া করে বসে থাকি। আবার এসে তাঁবুর বাইরে দাঁড়াই। রাত্রে তাঁবুর বাইরে যাওয়া নিষেধ, সে কথা ভুলেই যাই।

কি যন্ত্রণা নিয়ে রাত কাটালাম তা একমাত্র ভগবান জানেন। সকাল হতে সব কুলীদের ডেকে পাঠালাম। তারা এলো। আমি তাদের কাছে সব কথা খুলে বললাম। আমাদের বিপদের কথা শুনে ওরা তো অবাক হয়ে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি কুলীদের বললাম, আজ তোমাদের কোন কাজ করতে হবে না। তোমরা যে ভাবে পার যোশেফ ও কুলীদের খুঁজে বের করো। যদি খুঁজে আনতে পার, তোমাদের পেট ভরে মাংস খাওয়াব, আর এক মাসের বেতন অগ্রিম দেব। কুলীরা আমার কথা শুনে খুশি হ'ল।

তারা বলল, সাহেব, তুই চিন্তা করিস্ নি। আমাদের যদি প্রাণও যায়' তবু আমরা খুঁজে আনব। আমরা টাকা চাই না শুধু মোদের মাংস খেতে দিস। তুই খুব ভাল সাহেব। তোর জন্য প্রাণ দিতে মোদের ভয় নেই। বলে তারা হল্লা করতে করতে চলে যাচ্ছিল। আমি ওদের ডেকে বললাম, আমাকে তুজন কুলী দাও। আমি ওদের হেড-অফিসে পাঠাব।

তুজন কুলী রেখে ওরা চলে গেল। আমি একটা কাগজে আমাদের বিপদের কথা লিখলাম, যোশেফ ও তুজন কুলীকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের খুঁজবার জন্য কুলীদের লাগিয়েছি। যদি তারা কৃতকার্য না হয়, এর পর আমি যাব। লেখা শেষ হলে কুলীদের টাকা পয়সা, টিনের খাবার দিয়ে বিদায় করে দিলাম। তারা খুশি হয়ে চলে গেল।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। তাঁবু খালি। আমি আর বাহাতুর আর কেহ নেই। সকলেই যোশেফের খোঁজে চলে গেছে। আজ জায়গাটা বেশ খালি খালি বোধ হচ্ছে। তাঁবুতে থাকতে ভাল লাগছে না। যোশেফ নেই তার জন্য মনটা খারাপ লাগছে। তাই বাইরে গিয়ে বসলাম। খালি টেবিল কাল থেকে কিছু খাইনি। ক্ষুধা আছে, কিন্তু মন খারাপ বলে খেতে ইচ্ছে নেই। বাহাতুর এসে খাবার দিয়ে গেল।

বললাম, খাব না বাহাদুর। তুই নিয়ে যা।

বাহাদুর বলল, না খেলে শরীর ভেঙ্গে যাবে দাদাবাবু। কাজকর্ম আছে। যোশেফ সাহেবকে খুঁজতে হবে। এভাবে বসে থাকলে চলবে কেন।

অগত্যা খেতে হল। বাহাদুরের যুক্তি মানতে হল। যোশেফকে যেমন করেই হোক খুঁজে বার করবই।

আজ আমাদের কোন কাজ নেই। যোশেফের জন্য সব কাজ বন্ধ। কুলীরা গেছে যোশেফের খোঁজে। তিনদিকে তিন দল গেছে। এরা ফিরে এলে আমি আর বাহাদুর যোশেফের খোঁজে বের হব। কুলীদের উপর থাকবে তাঁবু দেখাশুনার ভার। তাঁবু খালি রেখে যাওয়া নিষেধ।

খেয়েছি কোনরকম! খেতে হয় তাই খাওয়া নইলে খাবার ইচ্ছে নেই। খাওয়া দাওয়ার পর মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল, এ সময় যোশেফ আমার সঙ্গে খেত। হাসি, তামাসা, গল্প হত। আজ মনটা শুধু হাহাকার করে উঠছে। নিজেকে ভুলাবার জন্য বাহাদুরকে বললাম, গ্রামোফোন মেসিনটা তাঁবুতে আছে নিয়ে এসো।

একটু পরেই সেটাকে হাতে করে বাহাদুর চলে এলো। মেসিনটা আমার সামনে টেবিলের উপর রাখল। রেখে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বসে বসে রেকড্ দেখতে লাগলাম। এটা ওটা দেখার পর একটা রেকড্ আমার পছন্দ হল। রেকডটাকে মেসিনে বসিয়ে বাহাদুরের দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেলাম। বাহাদুরের চক্ষু অস্বাভাবিক বড়। এত বড় চোখ বাহাদুরের কখন দেখিনি। হাঁ করে পেছন দিকে তাকিয়ে আছে আর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। ওর অবস্থা দেখে আমিও অবাক হয়ে গেলাম। ব্যাপার কি, হঠাৎ বাহাদুরের এ অবস্থা কেন? কি যেন বলতে যাচ্ছি! হঠাৎ আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেদিকে। দেখে আমার অবস্থা হ'ল বাহাদুরের

মতো। বাহাদুরের পেছনে ছোট একটা ঝোপ। এ ঝোপের ভিতর আমাদের জলের টব থাকে কারণ জলটা গরম হবে না। সেই ঝোপের কাছে একটা সিংহ গুড়ি মেরে আমাদের দিকে আসছে। নিকটে রাইফেল নেই, সেটা আছে তাঁবুতে। দিনের বেলা এখানে সিংহ আসে না, তার উপর যোশেফের জন্য মন খারাপ। কাজেই রাইফেলের কথা মনেই ছিল না।

কিন্তু এখন উপায়? সিংহ যে কুড়ি গজের মধ্যে এসে গেছে। এখন পালাব সে ক্ষমতাও নেই। উঠলেই সিংহ আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সিংহটা আরো কাছে এসে গেল। শরীরের লোম খাড়া হল, দরদর করে ঘাম ঝরছে। হঠাৎ গ্রামোফোনটা ভীষণ-ভাবে বেজে উঠলো, চড়াগলায় গান ধরল।

সিংহ এসেছিল নিশ্চিন্ত মনে শিকার করতে। হঠাৎ অদ্ভুত শব্দ শুনে সে ভয় খেয়ে গেল। জীবনে সে এমন শব্দ শোনে নাই। সে ঘাউৎ করে লাফ দিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটলো। আমরা হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

—এগার—

বাহাদুর তো সেখানেই বসে পড়ল। সে বাঁচবে বলে ভাবতেই পারে নি। টেবিলের কাছে এক বালতি জল ছিল। সেটা ভাল কি মন্দ বুঝবার প্রয়োজন বোধ করল না। সে ঘোড়ার মতো বালতিতে মুখ দিয়ে চো চো করে প্রায় এক বালতি জল খেয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ দম নিল। পরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো বড্ড জোর বেঁচে গেছি দাদাবাবু। কি সাংঘাতিক জানোয়ার-রে বাবা, দিনের বেলাই এসে হাজির। এতদিন এখানে আছি দিনের বেলায় সিংহ দেখিনি। একি উৎকট বিপদ শুরু হ'ল দাদাবাবু!

আমিও কম ঘাবড়াইনি। আমার সুস্থ হতে সময় লাগল। এবার যেমন ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলাম গণ্ডারের আক্রমণের দিনেও ততো ভয় খাইনি। যাক্ ভগবানের কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পেলাম। নইলে কি হ'ত কে জানে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এক দল কুলী ফিরে এলো। ততক্ষণে আমরা সুস্থ হয়ে উঠেছি। আজ যদি মেসিনটা না বেজে উঠত, তবে এ কাহিনী এখানেই শেষ হত। কেউ জানতো না।

কুলীরা এসে জানাল, যোশেফের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। তার চিহ্নও নাই। এবার আমাদের যাবার কথা। কিন্তু সিংহ এসে আমাদের শরীরের বারটা বাজিয়ে দিয়ে গেল। আমাদের নড়াচড়ার কোন ক্ষমতা নেই।

বাহাদুর বলল, আজ থাক দাদাবাবু কাল যাওয়া যাবে। বাধ্য হয়ে বাহাদুরের কথা মানতে হল। আমি উঠে তাঁবুতে যখন যাচ্ছিলাম কুলীদের ডেকে আমাদের বিপদের কথা বললাম। তাদের সতর্ক করে দিলাম, তারা যেন সাবধানে থাকে। কথা শুনে ওরা ভয় খেয়ে গেল। যদি সিংহ ধারে কাছে থাকে তবে রক্ষে নেই, একজন আজ সিংহের পেটে যাবে। দেখলাম ওরা ঘাবড়িয়ে গেছে। তাই তাঁবু হতে রাইফেল এনে পর পর দুবার ফায়ার করলাম। উদ্দেশ্য সিংহ যদি ধারে কাছে থাকে রাইফেলের আওয়াজ পেলে পালিয়ে যাবে।

আমরা তাঁবুতে গিয়ে বসলাম। একে একে সব কুলীর দল ফিরে এলো। সকলের মুখে এক কথা—যোশেফকে পাওয়া গেল না। তাঁর কোন চিহ্নও নেই।

বড় ভাবনা হল, গণ্ডারের হাতে যোশেফ যদি মারাই পড়ে তার মৃতদেহ কি হল। যদি ধরে নিই বন্য হিংস্র প্রাণী খেয়েছে তবে তার জামা জুতো থাকবে। তার রাইফেল তো খেতে পারবে না কেউ। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা করব কার সঙ্গে। বাহাদুর তো জঙ্গলের

নামে মহা খাপ্পা। সে জঙ্গলে ঘুরতে চায় না। এমন সাংঘাতিক জঙ্গলে মানুষ থাকে নাকি! সে আরো জানাল, আমার মায়ায় সে পড়ে আছে। তাছাড়া মার কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমাকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। সে নেপালী, মাকে যা কথা দিয়েছে সে কথা তাকে রাখতেই হবে। তা নাহলে সে কবেই চলে যেত।

কুলীদের বিশ্বাস যোশেফ সাহেব নেই। জন্তুতে না খেলেও দানায় খেয়েছে। এ জঙ্গলে দানার (ভূত) অভাব নেই। সিংহ বা কোন জন্তুতে খেলে তার চিহ্ন থাকে। কিন্তু দানায় খেলে তার কোন চিহ্ন থাকে না। তাদের এই কুসংস্কার দূর করা ভারি মুস্কিল। কাজেই আমি চুপ করে সব শুনলাম।

রাত্রে হেড্ অফিস থেকে সংবাদ নিয়ে দুজন কুলী ফিরে এলো। অফিসের বড় সাহেব জানিয়েছেন আমার চিঠিতে যোশেফের মিসিংএর খবরে তারা খুব বিব্রত বোধ করছেন। যোশেফকে খুঁজে বার করবার ভার আমার। আমি যেন যেমন করে পারি খুঁজে বার করি। এতে যদি কাজকর্ম বন্ধ থাকে, তাতে ওদের আপত্তি নেই। প্রয়োজন হলে তারা আমাকে আরো সাহায্য দিবে। আমি যেন দেরি না করি, তাঁবুর ভার কুলীর সর্দারের উপর দিয়ে আমি যেন অন্য কুলী নিয়ে বের হয়ে যাই।

চিঠি পড়ে আমি সন্তুষ্ট হলাম। আমিও তাই চাই। তবে সাহেবদের অনুমতি না পেলে আমি অত বড় দায়িত্ব নিতে পারি না। যতই হোক আমি তাঁদের কর্মচারী।

আমার ধারণা যোশেফ মরেনি! হয় পথ হারিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নয় তো কোন শত্রুর হাতে পড়ে বন্দী হয়ে আছে। শুনেছি এখানে অসভ্যদের গ্রামও ধারে কাছে আছে। সব চেয়ে বড় বিপদ জঙ্গলে পথ হারানো। এখানে পথ হারালে সারা জীবন ধরে ঘুরলেও সে বাইরে আসতে পারে না, কাজেই

আমার বিশ্বাস যোশেফ পথ হারিয়েছে। তাঁবুতে আসবার পথ পাচ্ছে না।

বাহাদুরের কথা হ'ল এই, যোশেফ পথ হারায় নি। সে মারা গেছে। পথ হারাবার পাত্র যোশেফ নয়। সঙ্গে কুলী আছে। এই জঙ্গলে বন্য পশু আছে ভূত আছে। তারাই যোশেফকে মেরেছে। বাহাদুর আর কুলীরা সকলে একই কথা বলল। শুধু আমি আলাদা।

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমি ছোট একটা দল তৈরী করলাম। বাহাদুর প্রথমে যেতে রাজি হয় নি। শেষে যখন শুনলো আমি দলের সঙ্গে যাচ্ছি, তখন সে রাজি হ'ল কিন্তু মুখভার করে রইল।

রাত্রিটা আমাদের নিরাপদেই কাটলো। সিংহটা গ্রামোফোনের আওয়াজ শুনে সেই যে পালিয়েছে. আর সে আসে নি। সে ভেবেছে এখানে এলে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়বে। অতএব সে তার গর্তে গিয়ে বসে রইল। সিংহটা এমনি সাহসী। কিন্তু ভয়ও পায় সহজে। রাত্রিটা আমাদের সুনিদ্রায় কেটে গেল।

প্রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম। আমার দলও যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। এবার যোশেফের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত ফিরব না। তাই সঙ্গে প্রচুর টিনের খাবার নিলাম। মজবুত দেখে একটা ছোট তাঁবু নেওয়া হ'ল। আমি ও বাহাদুর রাইফেল নিলাম। কুলীরা নিলো বর্শা, দা, কুড়াল। কুড়িজন লোক নিয়ে আমরা রওনা দিলাম।

আমরা যেখানে সারভে করতে গিয়ে গণ্ডারের হাতে পড়েছিলাম সেখানে এসে উপস্থিত হলাম। ভালো করে চারিদিক লক্ষ্য করলাম। দেখলাম, আমাদের সেদিনের টিনের খাবারগুলো এদিক ওদিক পড়ে আছে। সেদিকে নজর পড়তে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো। তারপর গণ্ডার যেদিকে যোশেফকে তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল---সেই দিকে চলতে লাগলাম।

আমরা সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগুচ্ছি। সকলেরই বুক ভয়ে দুর দুর করছে। কারো মুখে কথা নেই। আমরা সেই ছোট্ট পাহাড়টি পার হয়ে গেলাম। এখানে মাটি সেঁতসেঁতে। আরো একটু যেতে একটা জলাশয় পেলাম। সেখানে পরীক্ষা করতে অনেকগুলো 'মানুষের পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। সেখান থেকে আর একটু এগুতেই যোশেফের মাথার টুপী পাওয়া গেল। তবে তো যোশেফ এই পথেই গেছে বলে মনে হ'ল। আমি খুশি হয়ে উঠলাম।

—বার—

অনেকক্ষণ ধরে যোশেফকে খুঁজলাম। ঐ টুপী ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। এদিকে বেলাও হ'ল। ঠিক করলাম, এখানে থেকেই অনুসন্ধান চালাব। কুলীদের বললাম, এখানেই ভালো জায়গা দেখে তাঁবু ফেলো। কুলীরা কিন্তু এখানে থাকতে রাজি নয়। তারা হল্লা শুরু করে দিল। অতি কষ্টে তাদের শান্ত করলাম।

বললাম, তোমরা থাকতে চাইছ না কেন ?

তারা ভয়ে ভয়ে বলল, এখানে 'দানা আছে সাহেব। এখানে থাকলে কেউ বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না। দানারা আমাদের মেরে ফেলবে। এ বড় সাংঘাতিক জায়গা।

জায়গা যে সাংঘাতিক, সে বিষয়ে ভুল নেই। দানা থাক না থাক, মশা-মাছি প্রচুর। তাছাড়া 'গণ্ডার এখানে যথেষ্ট। সে যাই হোক যোশেফের যখন চিহ্ন পাওয়া গেছে, তখন এখানে থাকতেই হবে। এতে যা থাকে কপালে।

মনের কথা চাপা দিয়ে বললাম, দানাকে আমি ভয় করি না। আমার কাছে রাইফেল আছে। দানা এলে গুলি দিয়ে উড়িয়ে দেব।

আমার কথা শুনে কুলীরা হো হো শব্দে হেসে উঠল। বলল

দানায় ধরলে, তোর রাইফেলে কোন কাজ করবে না। আমরা এখানে কিছুতেই থাকব না—সাহেব!

মহা মুস্কিল। ওরা যদি চলে যায় আমরা দু-জনে কি করতে পারি। অবশ্য যা করবার আমিই করব, তবু লোকবল চাইতো। জিনিসপত্র বইতে হবে। পথঘাট তো আফ্রিকার জঙ্গলে থাকে না। নিজেদের তৈরী করে নিতে হয়। লোক না থাকলে করবে কে? সোজা কথায় কাজ হবে না। ওরা বড় একগুঁয়ে, যা বুঝবে তাই করবে। বললাম, শোন আমার কথা। তারপর তোমরা যা ভালো বুঝবে তাই করবে আমি বাধা দেব না।

ওরা কথা শুনতে রাজি হল।

আমি বললাম, যোশেফ আর কুলী দুজন কেউ ধলা মানুষ নয়, আমাদের জাতি নয়। সত্যি কি না বল?

ওরা বলল, হ্যাঁ সাহেব, ওরা আমাদের দেশের মানুষ।

আজ তারা নিখোঁজ। যোশেফ যেমন আমার সহকর্মী তোমরাও তেমনি। তোমাদের আমি ভালবাসি কারণ তোমরা আফ্রিকার সাহসী জাতি। আমি বিদেশী। যদি তোমরা নিখোঁজ হও, মারা যাও, তাতে আমার কি! তবে আমি কেন যোশেফের খোঁজে এসেছি। তোমাদের ভালবাসি বলে। নইলে সেদিন রাত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে সিংহের মুখ হতে সেই হতভাগ্য কুলীকে ফিরিয়ে আনতাম না। আমি শুধু যোশেফ বা দুজন কুলীর জন্য এখানে আসি নি। তোমরা যদি বিপদে পড়তে তোমাদের জন্যও আমি আসতাম। প্রাণ দিয়ে তোমাদের রক্ষা করতাম।

ওরা চুপ করে আমার কথা শুনলো। আমি বলে চল্লাম!

ভগবানের কৃপায় যোশেফ জীবিত। আমি তাকে উদ্ধার করবই। আমি বিদেশী হয়ে প্রাণ দিতে পারি। আর তোমরা তার দেশের ভাই হয়ে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যাবে। লোকে শুনলে যে তোমাদের ঘৃণা করবে। টিটকারী দেবে। বল, তখন কি জবাব দিবে তোমরা।

কুলীরা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি আরো বললাম, তোমরা যদি আমাকে ফেলে পালিয়ে যাও আমি যাব না! আমি বিদেশী হলেও তোমরা আমার ভাই। ভাইএর বিপদে ভাই যদি না দেখে তবে কে দেখবে! আমি খুঁজে ওদের বার করবই। সিংহের ভয়, গণ্ডারের ও দানার ভয় আমি করি না। আজ যদি আমরা ফিরে যাই সারা সভ্যজাতি তোমাদের টিটকারী দিবে। তোমাদের অসভ্য বর্বর বলবে। সে হবে আমার পক্ষে অসহ্য, কারণ তোমরা আমার ভাই। তাই য়োশেফের খোঁজে আশা।

কথা শেষ করে ওদের দিকে চাইলাম। ওরা মাথা নত করল, বুঝলাম ওষুধ ধরেছে। বললাম, বল কে আমার সঙ্গে থাকতে চাও। যে ভীরু যে দুর্বল সে চলে যাক। যে সাহসী যে ভাইএর জন্য প্রাণ দিতে চায় সে এগিয়ে এসো।

কুলীরা হল্লা করে উঠল। বলল, আমি আমি থাকব সাহেব। চেয়ে দেখি সকলেই আমার সঙ্গে থাকতে চাইছে।

আমি বললাম, তোমাদের কথা শুনে খুশি হয়েছি। কিন্তু একটা কথা বারবার বলছি। আমার সঙ্গে থাকলে বিপদ অনেক। এমন কি প্রাণ পর্যন্ত যেতে পারে, তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। এ বুঝে থাকবে। আর যারা ভয় পাও, এখনও সময় আছে চলে যেতে পার।

কুলীরা বলল, আমরা থাকব সাহেব। প্রাণ দেব, জান দেব তবু তোকে ফেলে পালাব না।

বললাম, আমিও তোমাদের কথা দিচ্ছি আমার প্রাণ থাকতে তোমাদের আমি রক্ষা করব কিন্তু তোমরা যদি ভুলে প্রাণ দাও সে দায়িত্ব তোমাদের। তবে গণ্ডার, সিংহ দানা আমার সামনে তোমাদের কেউ অনিষ্ট করতে পারবে না।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম তার চারিদিকেই

বড় বড় গাছ। আমাদের অলক্ষ্যে একটা অজগর সাপ গাছ হতে ঝুলে একজন কুলীকে জড়িয়ে ধরল। কুলীটা আচমকা আক্রমণে চীৎকার করে উঠল। কুলীরাও হল্লা করে উঠল।

প্রথমে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। হঠাৎ এমন বিপদ হবে কেউ আমরা ভাবতে পারি নি। লোকটি পরিত্রাণের জন্য চেঁচাচ্ছে। আমি রাইফেল তুললাম, তুলেই নামিয়ে নিলাম। গুলি করলে লোকটার গায়ে লাগতে পারে! লোকটা নিজেকে মুক্ত করবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে লড়ছে। কিন্তু সাপের সঙ্গে পারবে কেন?

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। বাহাদুরের কোমরে ভোজালী ঝুলছিল। সাঁ করে সেটা তুলে নিলাম। নিয়েই সাপটাকে কাটতে লাগলাম। আমার দেখাদেখি কুলীরাও তাদের দা দিয়ে সাপটাকে কাটতে লাগল। মিনিট দুই মাত্র গেল, সাপটা খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে গেল। লোকটাও মুক্ত হল। কিন্তু সাপের ভীষণ চাপে লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। আমি তাকে একটু ব্রাণ্ডি খাইয়ে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তার জ্ঞান ফিরে এলো। পরীক্ষা করে দেখলাম, তার হাড় ভাঙ্গেনি।

আমি ভেবেছিলাম, এ ব্যাপারে কুলীগুলো ভয় খেয়ে যাবে। কিন্তু ওরা ভয়তো খেলোই না উল্টে আমার উপর খুশি হ'ল। এরপর আমাকে আর কোন কথা বলতে হ'ল না। লোকগুলো ভাল দেখে একটা জায়গা বার করল। সেখানে তাঁবু খাটাতে লাগলো। তখন সন্ধ্যা হতে ঘণ্টা দুই বাকি। আমি আর সাপে-ধরা রোগী তাঁবুর পাশে বসে রইলাম। বাহাদুর তাঁবুর ভিতর জিনিসপত্র গুছাতে লাগল। অন্য কুলীরা গেল কুণ্ডের জন্য কাঠ কাটতে। জলা হতে একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে। সেঁতসেঁতে বিশ্রী হাওয়া। শরীরটা শিরশির করছে। পাখা দিয়ে পোকামাকড় তাড়াচ্ছি। এমন সময় দূরে একটা কুলীর চীৎকার শুনলাম।

—তের—

প্রথম একজনের, শেষে অনেকগুলো কুলীর চীৎকার শুনলাম। নিস্তব্ধ বনভূমি—এ চীৎকারে কেঁপে উঠলো। আমি বাহাদুরকে কুলীটাকে পাহারা দিতে বলে রাইফেল হাতে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটলাম। বাহাদুর একা থাকতে ভয় পায়। আফ্রিকার জঙ্গল সাংঘাতিক। আগে যে সব জঙ্গলে ঘুরেছি, সে জায়গা এর তুলনায় স্বর্গ।

আমার তাঁবু হতে জলাশয় আধ মাইল। কুলীদের চীৎকার ওখান থেকেই আসছিল। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেখানে এসে উপস্থিত হ'লাম। দেখলাম, জলাশয়ের কিনারে দাঁড়িয়ে কুলীরা হল্লা করছে। ব্যাপার কি? আমাকে দেখে কুলীরা পথ ছেড়ে দিল। সেখানে দাঁড়িয়ে আমার চোখ কপালে উঠল। কিছু-ক্ষণ আগে একটা কুলীকে সাপে ধরেছিল। ভগবানের কৃপায় বেঁচে গেছে। এবার দেখলাম একটা কুলীকে কুমীরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তার চীৎকারে অন্য কুলীরা ছুটে এসে তাকে ঘিরে ধরেছে। নইলে অতক্ষণে সে জলে নেমে যেত। কুমীরের মুখে কুলীটা। তাকে সে ফেলতেও পারছে না পালাতেও পারছে না। ওখানে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে, পা দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে।

আমি কুলীদের সরে দাঁড়াতে বললাম। তারা সরে গেল। পথ পেয়ে কুমীরটা জলার দিকে যাবার জন্য যেই ঘুরেছে, তার কপাল লক্ষ্য করে ফায়ার করে বসলাম। কুমীরটা লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ে গেল। লোকটা তখন অজ্ঞান হয়ে গেছে। একটু শুশ্রূষা করতে তার জ্ঞান ফিরে এলো। কুমীরটা সেখানে মরে পড়ে রইল।

আমি কুলীদের বললাম, ওকে কুমীরে ধরল কী করে ?

কুলীরা বলল, আমরা কাঠ কাটতে এখানে এসেছিলাম। ওর পেল পায়খানা। তাই জলার ধারে একটা ঝোপের আড়ালে বসে মলমূত্র ত্যাগ করছিল। কিন্তু ঝোপের ওধারে যম বসেছিল, সে তা খেয়াল করেনি। ও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে গেল। একটু পরেই কুমীর ছুটে এসে ওর পা কামড়িয়ে ধরল। কুমীর ধরতেই ও চীৎকার করে উঠলো। আমরা সকলে চীৎকার শুনে ছুটে এলাম। দেখি কুমীর ওকে টেনে নিয়ে চলেছে। আমরা বাধা না দিলে এতক্ষণে ওকে নিয়ে জলে নামতো।

বললাম, ওকে নিয়ে এখন কি করি বলতো। ওকে তো হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

ওরা বলল--ওর জন্য তোকে ভাবতে হবে না সাহেব। আমরা এর ওষুধ জানি। বলে তারা ছুটে জঙ্গলে গেল।

একটু পরেই কয়েকটা লম্বা লম্বা গাছের পাতা নিয়ে এলো। সেই পাতাগুলোকে হাত দিয়ে পিষে পিষে রস বের করে ঘায়ের উপর দিল, তারপর সেই পাতা দিয়ে ঘা বেঁধে দিল। লোকটা যন্ত্রণায় চেঁচাতে লাগলো। তাকে সকলে ধরাধরি করে তাঁবুতে নিয়ে এল।

বাহাদুর আমাদের জন্য অস্থির হয়ে উঠছিল। আমাদের দেখে সে হেসে দিল। বলল, কি যে ভয় করছিল দাদাবাবু তোমাকে কি আর বলব। সেই সময় কুমীরের ধরা লোকটিকে নিয়ে অন্য কুলীরা এসে গেল। তাকে দেখে বাহাদুর বলল, ওকেও সাপে ধরেছিল বুঝি দাদাবাবু ?

আমি বললাম না কুমীরে ধরেছিল। বললাম, এতদিন বাদে আমরা সত্যিকার আফ্রিকার জঙ্গলে এলাম বাহাদুর।

বাহাদুর আর কোন কথা বলল না। চুপ করে গেল। আমি দুজন আহত রোগীকে পাশাপাশি শুইয়ে দিলাম। তারা যন্ত্রণায়

কাতরাচ্ছে। আমি ওদের পাশে বসে রইলাম। ক্ষিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। সারাদিন যা ছুটোছুটি গেল!

বাহাদুরকে বলতে সে খাবার নিয়ে এলো। ক্ষিধের জ্বালায় চটপট খেয়ে নিলাম। কি জানি রাত্রিটা কিভাবে কাটবে। কারণ এ জায়গা সাংঘাতিক। এখনি মশা ডাকছে। অজানা পোকারা গান জুড়ে দিয়েছে। গণ্ডার যে এ জঙ্গলে প্রচুর তার প্রমাণ পেয়েছি। সিংহ তো আফ্রিকায় সর্বত্র। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এখানে এখন তাদের দর্শন পাইনি।

কুলীরা তাঁবুটাকে পোক্ত করে টাঙাল। আমি তাদের তদারক করছি। বন ক্রমশঃই গভীর হয়ে উঠছে। কালো হয়ে আসছে চারিদিক, মনে হচ্ছে শিগগীরই আমাদের গ্রাস করবে। তারি জন্য ওদের এত আগ্রহ।

সাহেব! সাহেব! একটা কুলীর আর্ত্তচীৎকারে চমকে উঠলাম! আবার কি হোল রে বাবা! ভয়ে ভয়ে তার দিকে চাইলাম।

কুলী বলল, সাহেব রক্ত! আপনার পা ভিজে গেছে। বলে ছুটে এলো আমার দিকে।

চেয়ে দেখি সত্যিই তাই। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। যে সব কুলীরা কাজ করছিল, তারাও কাজ ফেলে ছুটে এল। বাহাদুরও কথা শুনে চলে এলো। সকলে আমাকে ছেঁকে ধরল। আমি কিছু করবার আগেই তারা আমার পা পরীক্ষা করলো। করেই চেঁচিয়ে উঠলো জোঁক!

আমিও তাকালাম জোঁকই বটে। কুলীরা জোঁক ধরে টানতে লাগল। ইয়া বড় জোঁক কিছুতেই উঠছে না। আমি বাহাদুরকে বললাম, যা এক খাবলা নুন নিয়ে আয়।

বাহাদুর ছুটে নুন নিয়ে এলো। বললাম এই নুন জোঁকের মুখে দাও। ওরা তাই করলো। একটু পরেই জোঁকটা খসে পড়ে গেল। কিন্তু পা-টা জ্বালা করতে লাগলো। একটা কুলী গাছের

পাতার রস করে লাগিয়ে দিল। আঃ কি আরাম। সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এরা দেখছি ডাক্তার না হলেও ডাক্তারের বাবা।

এখন দেখছি, যোশেফ দেখে শুনে ভাল জায়গায় নিখোঁজ হয়েছে। আমরা যে নিখোঁজ হব না, কে বলতে পারে।

সন্ধ্যার আগেই তাঁবু খাটান শেষ হ'ল। তাঁবুর কাছেই আগুনের কুণ্ড বানানো হ'ল। রাত্রে কুলীরা ওর ভিতর থাকবে। আমার ইচ্ছে সকলে মিলে তাঁবুতেই থাকি। কারণ এ জায়গাকে বিশ্বাস নেই, কিন্তু কুলীরা আমার কথায় রাজি নয়। তারা বলল, তাঁবুর ভিতরেই ভয় বেশি। আগুনের কাছে কোন জন্তুই আসবে না। এমন কি দানারাও আগুনকে ভয় করে। যদি ধরা যায় জানোয়াররা কেউ তাঁবুতে ঢুকবে না কিন্তু দানা, তাদের যাওয়া বন্ধ করবে কে? অতএব তারা তাঁবুর বাইরে থাকবে বলে ঠিক করেছে।

আমি বললাম, তবে তোমরা সাবধানে থাকবে; কুণ্ডের বাইরে আসবে না। সকলে একত্রে ঘুমাবে না। কুণ্ডের আগুন যেন না নিভে, লক্ষ্য রেখ। বলে তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলাম।

—চৌদ্দ—

আহত কুলী দুজনকে তাঁবুতে রাখলাম। অন্ধকার তখন গাঢ় হয়নি। জলাশয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এখনও সূর্যের আলো রয়েছে। কিন্তু ওকি! এত দূর হতে স্পষ্ট কি বোঝা যাচ্ছে না। তবু মনে হ'ল যে জানোয়ারটা জলাশয়ের কাছে ঘুরছে, সেটা গণ্ডার না হয়ে যায় না। একবার ইচ্ছে হ'ল কুলীদের ডেকে দেখিয়ে দিই আমার অনুমান ঠিক কিনা। কিন্তু পাছে ওরা ভয় পায় তাই আমি মনের ইচ্ছে মনেই রেখে দিলুম।

কুলীদের কুণ্ড তাঁবু হতে হাত ত্রিশ দূর হবে। আমরা এখানে এসে তাদের কথাবার্তা শুনছি। বোধ হয় আর একটু পরেই খাবার তৈরী হবে। এরা খায় খুব সামান্য, মাংস হ'লে খুব খুশি। পুড়িয়ে খেয়ে নেয় আর কিছুর দরকার হয় না। মাংস না হ'লে গম, ভুট্টা খায়। শাক সবজির ধার ধারে না। তবে ফল পেলেও খায়। আলু, পিয়াজ, শশা, কুমড়ো ওগুলো ওরা কাঁচাই খায়। ওদের খাবারের জন্য চিন্তা নেই। তবে যদি একটা হরিণ মেরে দিতে পারতাম, তবে ভালো হ'ত।

আহত লোক তুটাকে ঘুমের ঔষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। বাহাতুর আমার জন্য শুকনো রুটি ও টিনের মাংস দিয়ে গেল। এগুলো আমি আসবার সময় সঙ্গে করে এনেছিলুম। ঘণ্টাখানেক আগে খেয়েছিলাম তাই ক্ষিদে নেই। খাবার রেখে দিলাম। তাঁবুটা খুব ছোট্ট, চার জনের উপযুক্ত নয়। বাহাতুর কতগুলো শুকনো পাতা একত্র করে তার উপর আমার বিছানা করে দিল। তাঁবুর মধ্যে কয়েকটা মশাল বানিয়ে রাখল, রাত্রে যদি বাইরে যেতে হয় কাজে লাগবে। তাঁবু এখনি অন্ধকার হয়ে গেছে। বাহাতুর একটা হেরিকেন ধরালো। এতে অন্ধকার সামান্য দূর হ'ল।

বাহাতুরও খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল। আমি একা চুপচাপ বসে আছি। অত সকালে শুয়ে পড়তে ভালো লাগল না। যোশেফ থাকতেও :সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় তাঁবুতে যেতে হ'ত। সন্ধ্যার পর বাইরে থাকা খুব বিপদজনক। তখন কিন্তু এত কষ্ট হ'ত না। গ্রামোফোন মেসিন চালিয়ে গান শুনতুম। হয়তো যোশেফ নানান রকম মজার গল্প বলে সময় কাটিয়ে দিত। কোন কোন সময় কুলীদের কুণ্ডে গিয়ে বসতাম। তাদের নাচ গান শুনতাম। আজ এই গহন বনে হিংস্র প্রাণীদের মধ্যে আমি শুধু একা। যারা আছে, তাদের থাকা না থাকা তুই সমান। বিপদ এলে ওরাই যায় সবচেয়ে ঘাবড়িয়ে।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। জঙ্গলের রূপ গেল বদলিয়ে। একটু আগে যা ছিল এখন তা নেই। একটা স্তব্ধ হিংস্রতা ফুটে উঠল। মশার গুন-গুনানি অসম্ভব। পোকাদেরও চিক্‌চিক্ আওয়াজ— আর সাপের হুস্ হুস্ শব্দ। তক্ষকের তক্‌তক্ তান। সে এক অপুর্ব রাগিণী। যে না শুনেছে, তাকে বুঝান মুস্কিল। এখানের মাটি বিশ্রী, তাঁবুর মধ্যে বসেও কেমন যেন সেঁতসেঁতে মাটির দুর্গন্ধ পাচ্ছি। এতে শরীর মেচ্‌মেচ্ করছে। মনে হয় জ্বর আসবে। সঙ্গে কুইনাইন ছিল, তারি গোটা দুই ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে মিশিয়ে খেয়ে নিলাম। বাহাদুরকেও দিলাম।

মুহুর্তে শরীর চাঙ্গা দিয়ে উঠলো। মেচ্‌মেচানী বন্ধ হ'ল। এখানকার জল-হাওয়া এত বিশ্রী, এক দিনেই জ্বর এসে যায়। কুলীরা গান ধরেছে, তাদের গান শুনছি। একবার ইচ্ছে হ'ল ওদের ভিতর গিয়ে বসি। ওদের গান শুনি, লোকগুলো আর যাই হোক বড্ড সরল। কোন কপটতা ওদের মধ্যে নেই। মুখে ও কাজে ওরা এক।

তাঁবুর মধ্যে ভলো লাগছে না। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। বাতাস ভারী, গরম অসম্ভব। কুলীদের গান তখন বেশ জমে উঠেছে। মন ছট্‌ফট্ করছে, ওদের কাছে যাই যাই করছে। আর থাকতে পারলুম না। বাহাদুরকে বললাম, আমি একবার ঘুরে আসি। ওদের দেখা দরকার। তুই সাবধানে থাকিস্। কি বলিস ?

বাহাদুর বাধা দিল, বলল, এখানে এসে অবধি যা দেখছি রাত্রে তো কোন মতেই তাঁবুর বাইরে যাওয়া উচিত নয়।

আমি বললাম, অত ভয় করলে আফ্রিকার জঙ্গলে থাকা উচিত নয়। আমি যাব আর আসব। আমি রাইফেল নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

বাহাদুর বলল, দাঁড়াও দাদাবাবু, অন্ধকারে যেও না। কি

জানি সাপটাপ তো থাকতে পারে। একটা মশাল জ্বেলে দিচ্ছি। বলে বাহাদুর মশাল জ্বালতে গেল।

আমি দাঁড়ালাম। এবার বাহাদুরের অবাধ্য হতে সাহস করলাম না। এখানে এসে অবধি সাপের যা উৎপাত দেখছি, আলো ছাড়া যাওয়া উচিত নয়। বাহাদুরের মশাল জ্বলে উঠল। তার হাত থেকে মশাল নিয়ে অন্ধকারে বের হয়ে পড়লাম!

সবে সন্ধ্যে! এর মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মনে হয় চোখ বন্ধ করে আমি চলছি। তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে কুণ্ডের দিকে চাইলাম। আগুনের শিখায় মানুষগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তারা একত্র হয়ে বসে গান গাইছে। তাদের দিকে এগিয়ে চললাম।

আমাকে দেখে তারা অবাক হয়ে আমার দিকে চাইল। গান তাদের বন্ধ হয়ে গেল। শুধু তাদের মুখ দিয়ে বার হ'ল,—সাহেব!

বললাম, তোমাদের দেখতে এলাম। খাওয়া দাওয়া হ'ল?

—না সাহেব। এখন খাব! বলে দেখিয়ে দিল।

—মাংস! কিছুক্ষণ আগে থেকেই বিশ্রি গন্ধ আসছিল। কিন্তু সে যে এই মাংসের গন্ধ আগে বুঝতে পারিনি। বললাম, মাংস পেলি কোথায়?

—কেন! হুজুর! সেই যে দুপুরে আপনি সাপটা মেরেছিলেন। এ মাংস তারই। আমরা কেটে নিয়ে এসেছি।

শুনেই গাটা গুলিয়ে উঠলো। সর্বনাশ, সাপের মাংস খাবি তোরা? সাপের মাংস খায় নাকি কেউ?

ওরা আমার কথা শুনে হাসলো। বলল, তুই জানিস না সাহেব এ মাংস বড় মিঠে আর খুব নরম।

না, আর কথা নয়, এ রাক্ষসদের কাছ থেকে সরে পড়া ভালো। তাঁবুতে যাব বলে ফিরে দাঁড়ালাম। বাইরে চোখ পড়তে চমকে উঠলাম, কুণ্ডের বাহিরে চার জোড়া চক্ষু। অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। দুটোই গণ্ডার। ওরা আধ ঘণ্টা পর্যন্ত

দাঁড়িয়ে রইল। কুলীরা ওদের দেখলো, তারা ভ্রুক্ষেপ করল না। শুধু আমাকে বলল এখন কুণ্ডের বাইরে যাস না সাহেব। ওরা নিজেরাই চলে যাবে। আগুনের কাছে আসবে না।

সত্যি তারা আধ ঘণ্টা থেকে চলে গেল। সেদিন কিন্তু আমাদের দেখে ক্ষেপে গিয়েছিল। আজ তারা মোটেই ক্ষেপল না। বেশ শান্ত শিষ্ট বালকের মতো ওরা চলে গেল।

—পনেরো—

তাঁবুতে এসে শুয়ে পড়লাম। ঘুম এলো না। নানান চিন্তা এসে মাথায় জমা হচ্ছে। রাগের মাথায়, ঝোঁকের মাথায় যোশেফের খোঁজে এসে পড়েছি। এযে কি বোকামী করেছি, তা একমাত্র ভগবানই জানেন। চাকরী করতে এসে, আফ্রিকার নানান জঙ্গলে ঘুরেছি। কিন্তু আজ যে জঙ্গলে পা দিয়েছি এমন সাংঘাতিক জঙ্গল জীবনে আর দেখব কিনা সন্দেহ। আর এখান থেকে জীবন নিয়ে ফিরতে পারব কিনা, তাও জানি না।

কুলীদের মনের বল এখনও ঠিক আছে। শেষ পর্যন্ত এই মনবল থাকবে কিনা, ভগবান জানেন। এরকম নানান চিন্তাই মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। তাঁবুর মাঝখানে হেরিকেন জ্বলছে। তারি ক্ষীণ আলোতে তাকিয়ে দেখলাম, বাহাদুর ঘুমোচ্ছে। আহত কুলী দুটোর নাক ডাকছে। শুধু ঘুম নেই আমার চোখে।

হঠাৎ ছোট বেলার কথা মনে পড়ে গেল। রাত্রে ঠাকুমার কাছে শুয়ে আছি। ঘুম আসছে না। কেবল ছট্‌ফট্‌ করছি। ঠাকুরমা টের পেয়ে গেলেন, বললেন—

—কিরে। ঘুমোচ্ছিস্‌ না কেন?

—ঘুম পায় না যে ঠাকুরমা। কি করব?

—আয় কাছে আয়, ঘুম পাড়িয়ে দিই। বলে ঠাকুরমা কোলের কাছে টেনে নিলেন। কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, বললেন, "ঘুমো।" তারপর ঘুম পাড়ানীর গান গাইতে লাগলেন। গান শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে গেছি ঠিক নেই। সকালে উঠে দেখি সূর্য উঠে গেছে। ঠাকুরমা বিছানায় নেই।

আজ সে কথা মনে পড়ে গেল। কেন জানিনা চোখের কোণে একটু জল এলো, কি আদরে দিন না কেটে গেছে, এমন দিন আর জীবনে কোনদিন আসবে না। চিন্তার পর চিন্তা করে যাচ্ছি হঠাৎ কান খাড়া হয়ে উঠল। বাইরে দপদপ করে কি যেন একটা ভারি জন্তু ছুটে গেল। একদল হায়না এসে চেঁচিয়ে গেল। জঙ্গলে চারিদিকেই শীষ উঠছে। কারা যেন শীষ দিয়ে বেড়াচ্ছে। এ শীষের সঙ্গে আমি পরিচিত। অজগর সাপের শীষ। আবার মনে হচ্ছে তাঁবুকে ঘিরে কারা যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। আবার মনে হচ্ছে—কে যেন লঘু পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এদিক সেদিক।

ভয় পেয়ে উঠে বসলাম! সঙ্গে সঙ্গে মনে হল একদল ঘোড়-সাওয়ার খট্‌খট্‌ শব্দ করে ছুটে চলে গেল। তারই পেছনে ভারি পায়ের শব্দ, তারপরেই মরণাহত পশুর আর্তনাদ। একটু পরেই সিংহের গর্জন। নিশ্চয় সিংহ হরিণ ধরেছে। এ তারি বিজয় গর্জন।

আবার শুয়ে পড়লাম! ভাবলাম ভয় পেলে চলবে না। আজ আফ্রিকার সত্যিকার জঙ্গলে এসেছি। এ জঙ্গলে কেউ কাকে দয়া করে না। এখানে মায়া নেই, মমতা নেই। এ হ'ল হিংসার দেশ! এখানে একজন আর একজনকে খেয়ে বাঁচে। এখানে শুধু খাওয়া আর বাঁচার দ্বন্দ্ব। এখানে আছে জন্ম আর মৃত্যু। এখানে জীব যতদিন বাঁচে সংগ্রাম করেই বাঁচে। কত কথাই মনে মনে ভাবছি। চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে কিন্তু ঘুমাতে পারছি নে। ঘুমালে চিন্তার হাত হতে বাঁচতাম। ঘুমের মতো শান্তি নেই। শোক দুঃখ ভয় ক্ষুধা সর্ব শেষ চিন্তা ভুলিয়ে দেয়।

খচ্‌খচ্‌। একটা শব্দ কানে এলো! চোখ বুজেই শব্দটা শুনলাম। না ঘুমালেও চোখ মেলতে ইচ্ছা করছে না। খচ্‌— খচ্‌ শব্দটা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। না চুপ করে থাকা বোকামী হবে। এ আফ্রিকা রাক্ষসের দেশ। এখানে চুপ করে থাকাই মানে বিপদ ডেকে আনা। খচ্‌খচ্‌ যেন বেড়েই চলেছে। কে যেন তাঁবুর ভিতর আসতে চেষ্টা করছে, না শুয়ে থাকতে দেবে না। ঘুম না এলেও একটু বিশ্রাম করব তার উপায় নেই। উঠতেই হ'ল।

উঠে বসলাম। তাঁবুর গায়ে হেরিকেন জ্বলছিল। সেটাকে— নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। একটা বর্শাও নিলাম ডান হাতে। তারপর যে দিকে শব্দ হচ্ছিল সে দিকে গেলাম। আফ্রিকার তাঁবু একটু অন্য ধরণের। মাটির সঙ্গে মিশিয়ে তাঁবু ফেলা হয়। কারণ - তাঁবুর নীচে দিয়ে কোন হিংস্র প্রাণী না ঢোকে। তাঁবুর খুঁটিও পোতা হয় চার ইঞ্চি পরপর। যাতে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে কোন প্রাণী না আসতে পারে।

শব্দ লক্ষ্য করে সেখানে এসে দাঁড়ালাম, এসেই ভেবাচেকা খেয়ে গেলাম। একটা সাপ তার মাথা তাঁবুর ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু খুঁটির জন্য তাঁবুর ভিতরে আসতে পারছে না। যে যত চেষ্টা করছে ঢুকবে বলে, ততই খুঁটিতে ধাক্কা লেগে খচ্‌খচ্‌ করছে। ভালো করে দেখলাম খুঁটিটা আলগা হয়ে গেছে।

এতক্ষণ ঘুম না আসার দরুণ মনে মনে কত দুঃখ হচ্ছিল। এখন ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম. যদি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়তাম, তবে কি সর্বনাশই না হ'ত। আমাদের চার জনের মধ্যে কেউ না কেউ সাপের পেটে চলে যেত। যাক্‌ ভগবান যাকে রক্ষা করেন তাকে কেউ মারতে পারে না।

সাপটার কাণ্ড দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কি জোররে বাবা। গজালটা পর্যন্ত আলগা করে দিল।

একটা হাতুড়ি দিয়ে গজালটাকে পিটিয়ে বসিয়ে দিলাম। সাপটা

প্রথমে আলো দেখে বোধ হয় ভয় খেয়ে গিয়েছিল, আমি চলে আসতে আবার পূর্ণ উদ্যমে গজাল ঠেলতে লাগল।

আমি আবার ফিরে দাঁড়ালাম। অবাক হয়ে সাপটার কাণ্ড কারখানা দেখলাম। দেখছিলাম ওর সাহস কত! একটা মানুষ ওর সামনে দাঁড়িয়ে তবু সাপটার ভয় ডর নেই। আমাকে সে গ্রাহ্য করছে না, রাগে গা জ্বলে উঠলো। আমি হলাম পৃথিবীর যত প্রাণী আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ। আমাকেই অবহেলা। হঠাৎ মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল। আমার এক হাতে ছিল বর্শা আর এক হাতে হেরিকেন। তাই নিয়ে এসে দাঁড়ালাম সাপটার কাছে।

সাপটা যেই তাঁবুর মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে গজালটাকে ধাক্কা দিচ্ছিল অমনি আমি বর্শাটা তার ধড়ের উপর বসিয়ে দিয়ে মাটির সঙ্গে গেঁথে দিলাম। সাপটা মরলো না বটে কিন্তু মাথা সে আর তাঁবুর বাইরে নিতে পারলো না। কিন্তু তাঁবুর বাইরে তার দেহটা ওলট পালট করছে। আব তারি ধাক্কায় তাঁবুটা ভীষণভাবে নড়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, ভূমিকম্প সুরু হ'ল বুঝি। বাহাদুর তখনও নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। এত যে কাণ্ড হ'ল কিছুই টের পেল না।

—ষোল—

এবার নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। সাপটা আর যাই করুক না কেন, তাঁবুর ভিতর সে আসতে পারবে না। এবার মনে হচ্ছে ঘুমাবো। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। বিছানার উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমে চোখ বুজে আসছে। সাপটার দাপা-দাপি ক্রমশ কমে আসছে। মনে হয় আর আধঘণ্টা লাগবে না

সাপটার মরে যেতে। সাপটা এসেছিল, পেটের ক্ষুধায় মানুষ খাবে বলে। এসে নিজেই মরলো মানুষের হাতে।

ঘুমটা সবে এসে গেছে। এমন সময় তাঁবুর বাইরে ভীষণ গর্জন—এ সিংহের গর্জন। সারা বন থর থর করে কেঁপে উঠল। বাহাদুর আর কুলী দুটোর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারা ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। একটু পরেই কুলীদের হৈ চৈ কানে এলো। আবার সিংহের গর্জন। এবার মনে হ'ল আমাদের তাঁবুটি উড়িয়ে নিয়ে যাবে! ভয়ে ভয়ে বিছানা থেকে ওঠে বসলাম। সাপটার কাছে গেলাম। কোথায় সাপ। সাপ নেই, বর্শা নেই। শুধু তাঁবুর খানিকটা ছেঁড়া। বুঝতে বাকি রইল না পশুরাজ সাপটাকে নিয়ে ভোজে বসেছে। তারপরেই তাঁবুর বাইরে কচ্ কচ্ শব্দ কাণে এলো। আমার অনুমান যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ পেলাম। সিংহ সাপটাকে খাচ্ছে—এই তারই খাওয়ার আওয়াজ।

আমরা চারটি প্রাণী তাঁবুর ভিতর বসে ভগবানের নাম জপ করছি। বাইরের কুলীদের আর কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছিনে। তারা কি ভেবেছে সিংহটা চলে গেছে। ভাবাই তাদের স্বাভাবিক। এই অন্ধকারে নিকটের মানুষই চোখে দেখা যায় না তায় সিংহ আছে তাঁবুর পেছনে। ওরা তা জানবেই বা কি করে। সিংহ তো তাদের দেখিয়ে খাচ্ছে না।

গপ গপ শব্দ শুনেই চলেছি। সিংহটা বোধ হয় গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে। আমরা কিন্তু কান খাড়া করেই রইলাম। একটু পরেই গড় গড় আওয়াজ উঠল। সিংহটা আর খাচ্ছে না। আবার সিংহ ডেকে উঠল। গর্জনের উপর গর্জন। মনে হল একসঙ্গে দুটো সিংহ ডাকছে। তারপরই হুড়োহুড়ির আওয়াজ কানে এলো। মারামারি, ওলট পালট চলছে। মনে হয় তাঁবুর বাইরে রাম-রাবণের যুদ্ধ হচ্ছে। ওদের দাপাদাপি আর গর্জনে মনে হচ্ছে পৃথিবী ফেটে যাবে। এ যুদ্ধ কখন শেষ হবে কে জানে। এ যুদ্ধ তোমার

আমার যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধ শক্তিতে শক্তিতে, দাঁতে-দাঁতে, নখে নখে। এ যুদ্ধ একজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সমানে চলবে। ঘন ঘন গর্জন। দাপাদাপিতে মনে হচ্ছে, বাইরে হাজার মানুষের চীৎকার। বন কাঁপছে মাটি ফাটছে। জীবজন্তু কাছে যারা ছিল, তারা কেউ নেই সব ভয়েতে পালিয়েছে। সিংহের গর্জন যতদূর পর্যন্ত শোনা যায়, ততদূর পর্যন্ত কোন হিংস্র জন্তু বা অহিংস্র প্রাণী ধারে কাছে কেউ থাকে না, সব পালায়।

হুড়োহুড়ি ভীষণ চলছে! ওরা এসে তাঁবুর উপর পড়লো। তাঁবুটা ভীষণভাবে মড়মড় করে উঠলো। আমাদের ভয় হ'ল তাঁবু যদি ভেঙ্গে পড়ে তবেই সর্বনাশ। বাহাদুরের দিকে চাইলাম। সে ভয়ে কাঠ, কুলী দুটোর অবস্থা সঙ্গীন। তাদের চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে, সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে। আমিও ভয় কম পাইনি। নিজের বুকের শব্দ নিজেই শুনেছি।

তাঁবুর যে অংশ ছেঁড়া, তারই ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালাম। আশা যদি কিছু দেখা যায়। কিন্তু কিছু দেখা গেল না। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। যেমন কালো তেমনি ঘন। শুধু তারই মধ্যে চারটা টর্চ ওলট পালট খাচ্ছে।

আবার নিজের জায়গায় ফিরে এলাম। ওরা যা দস্যি জানোয়ার ইচ্ছে করলে, যে কোন মুহূর্তে তাঁবু ভেঙ্গে দিতে পারে। কেন যে দেয় না, তার রহস্য আমার অজানা। যুদ্ধ বোধ হয় একটু ঢিলে পড়েছে। সেরকম তর্জন গর্জন নেই। হুড়োহুড়িটা যেন ঢিলেমারা। কেমন যেন একটু নেতিয়ে পড়ার মতো মনে হল। তবে কি ওরা দুজনেই ক্লান্ত।

যাক্ ওদের যুদ্ধ যদি থেমে যায় তো মঙ্গল। নইলে এই যুদ্ধ কোথায় গিয়ে থামবে কে বলতে পারে! ভয়ে আর পিপাসায় প্রাণ কণ্ঠাগত। তাঁবুতে জল আছে কিন্তু খেতে সাহস পাচ্ছি না। আমি খেতে চাইলেই ওরা চাইবে। তাহলেই বিপদ! যেটুকু জল আছে সেটুকু জল শেষ হয়ে যাবে। পরে খাব কি?

আবার তাঁবুর উপর ভারি জিনিস এসে পড়ল। তাঁবুটা এবার মড়্‌মড়্‌ করে উঠলো। তাঁবুর দড়ি পটাপট করে ছিঁড়ে গেল। খুঁটিও আলগা হয়ে গেল। সর্বনাশ! এখন উপায়। এখন যে কেউ ইচ্ছা করলে তাঁবুর ভিতর ঢুকতে পারে। বাহাদুর চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত দিয়ে চাপা দিলাম। তাঁবুর ভিতর যে মানুষ আছে আমি চাইনা বাইরের কেউ তা বুঝতে পারুক।

আবার মৃদু গর্জন, আবার হুটোপাটি, দাপাদাপি। তাঁবুর ভিতর বসেই বুঝতে পারছি। ফিস্‌ফিস্‌ করে বললাম, ভয় পেলে চলবে না। অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকো। কি জানি, ওদের কেউ যদি ভিতরে ঢুকে পড়ে, তবেই হয়েছে। বাঁচবো তার আশা নেই। নে, মশাল তিনটে জ্বালিয়ে রাখ। জীবনে কারো কাছে মাথা নীচু করিনি, এদের কাছেও করব না—যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ লড়ব। ভয় খাস না।

তাঁবুতে দুটো বর্শা ছিল। একটা সাপের সঙ্গে চলে গেছে। আছে মাত্র একটা। ওটা আমিই হাতে নিলাম। বলা যায় না, যদি বিপদ আসে, আত্মরক্ষার চেষ্টা তো করতে হবে। এখানে রাইফেল থাকলেও কোন কাজে লাগবে না। তাঁবুর মধ্যে বসে গুলি করা আর মৃত্যুকে ডেকে আনা, দুই সমান।

এবার মনে হচ্ছে, একদিকে গর্জনটা জোরাল। আর এক দিকে স্তিমিত ভাব। একজন নিশ্চয় পরাজয় স্বীকার করেছে, কিন্তু বিজয়ী ছাড়বে কেন? আবার দুটো হুড়োমুড়ি করে তাঁবুর উপর পড়ল। ভাবতে ভাবতেই চমকিয়ে উঠলাম। একটা সিংহ তাঁবুর ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকছে। গা তার ক্ষত-বিক্ষত। আমাদের দেখে প্রথমটা সে থমকে দাঁড়াল। তারপরই লেজ নাড়তে লাগলো। গলায় একটা শব্দ উঠল, গর্‌ গর্‌।

বাহাদুর ও কুলী দুজন আর্তনাদ করে উঠলো। এখন উপায়?

এখনি হয়তো আমাদের উপর সিংহটা ঝাপিয়ে পড়বে। আমরা চারজনই ওর শিকার হব। এতটুকু জায়গায় আমরা কেউ আত্মরক্ষা করতে পারব না। সিংহটা লেজ নাড়ছে। ঝাপিয়ে পড়বে নাকি? এমন সময় ঘর্‌ঘর্‌ করতে করতে আর একটা সিংহ তাঁবুতে ঢুকলো।

সতেরো

আর রক্ষা নেই। একটার হাত হতে যদিও বা রক্ষা পেতে পারতাম দুটোর হাত হতে কিছুতেই রক্ষা পাব না। দ্বিতীয় সিংহটার দিকে ভালো করে তাকালাম। মনে হ'ল তার লক্ষ্য আমাদের উপর নয়। বোধ হয় বিজেতা। ওকে দেখে প্রথম সিংহটা ভয় খেয়ে গেল। সেও ঘুরে দাঁড়াল। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল।

এই ফাঁকে আমি তাড়াতাড়ি মশাল তিনটে ধরিয়ে নিলাম। বাহাদুরকে বললাম, তুই এই মশালটা নে আর একটা কুলীকে নিয়ে কুণ্ডের দিকে চলে যা। আমি দ্বিতীয় কুলীকে নিয়ে যাব। বাহাদুর যেন নেতিয়ে পড়েছে। অত বড় জোয়ান মানুষ, মনে হচ্ছে একটা কাঠের পুতুল। আমি একটা মশাল বাহাদুরের হাতে গুঁজে দিয়ে ওকে নাড়া দিয়ে বললাম, যা-পালা। তারপর সিংহ দুটোর দিকে চাইলাম। ওরা আমাদের হতে মাত্র হাত পাঁচেক দূরে।

দুইজন দুইজনকে নিয়ে ব্যস্ত। একজন চায় যুদ্ধ, আরেকজন চায় পালাতে। দ্বিতীয় সিংহটা কিছুতেই ওকে ছাড়বে না। প্রথমটার ওপর ওর খুব রাগ। এই অবসরে পালাতে না পারলে জীবন এখানেই শেষ। আর হয়তো সভ্যদেশে ফিরে যেতে পারব না।

আমার ধাক্কায় কাজ হ'ল। বাহাদুরের চেতনা ফিরে এলো। একজন কুলীকে কাঁধে তুলে নিলো। কুলীর হাতেও একটা জ্বলন্ত মশাল দিয়ে দিলাম। ওরা তাঁবুর দরজা খুলে অন্ধকারে বের হয়ে গেল।

পরাজিত সিংহটা লেজ গুটিয়ে বসে পড়ল। দ্বিতীয় সিংহটা ওকে যত থাবা দিচ্ছে ও প্রতিবাদ করছে না। বোধ হয় সিংহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করছে। কাজেই হুড়োহুড়ি মারামারি চলছে না। তার অবস্থা শোচনীয়। বিজয়ী সিংহটা যত রাগে ফুলছে, সে ততই মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে।

আমিও এই সুযোগ ছাড়লাম না। দ্বিতীয় কুলীটাকে কাঁধে তুলে নিলাম। একটা মশাল আর বর্শাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সিংহ দুটোর দিকে তাকিয়ে, এক পা, এক পা করে পিছু হটে দরজার দিকে এগুতে লাগলাম।

প্রায় দরজার কাছে এসে গেছি। পরাজিত সিংহটা দ্বিতীয় সিংহটার পায় লুটিয়ে পড়ায় সে বশ্যতা মেনে নিল। দ্বিতীয় সিংহটা তাই তাকে আর আক্রমণ করল না। সে গর্জন করে উঠল। নিজের বিজয় গৌরব জানাল। যে হার মানে, তাকে আঘাত করা বোধ হয় পশুর মধ্যেও নেই।

বিজয়ী সিংহটা মুহূর্তে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। সর্বনাশ আমি এখনও তাঁবুর মধ্যেই আছি! বাইরে যেতে পারিনি। সিংহটা এতক্ষণে বোধ হয় বুঝতে পেরেছে আমি পালাচ্ছি। সে রাগে গরগর করে আমার দিকে ছুটে এলো। তার দেখাদেখি ছুটে এলো পরাজিত সিংহটা। বোধ হয় বিজয়ীকে সাহায্য দিতে। দেখে আমার বুক কেঁপে উঠলো। পিঠের ওপর কুলীটা আর্তনাদ করে উঠল। সাহেব সর্বনাশ। সিংঙ্গী আইছে।

কুলীটাকে একটা ধমক দিলাম। চীৎকার করতে নিষেধ করলাম। সিংহটা আমার কাছে এসে পড়ল। আমিও তাড়াতাড়ি

তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। আগুনের মশালটা হাতে ছিল তাই এগিয়ে দিলাম। আগুন্ দেখে সিংহটা ভয় খেয়ে গেল। সে পিছু হটে গেল। আবার সে এগিয়ে এলো আবার আমি মশালটা এগিয়ে দিলাম। বর্শা দিয়ে খোঁচা দিলাম। সিংহটা ঘাউৎ করে উঠল। বার বার তিনবার, সে আমাকে আক্রমণ করতে এলো। তিনবারেই আমি তাকে মশাল দিয়ে ফিরিয়ে দিলাম। এবার তাঁবুর বাইরে এসে পড়েছি। সিংহও বার বার আমার হাতে পরাজিত হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। এবার সে মারিয়া হয়ে ছুটে এলো। আমি মশাল ও বর্শার সাহায্যে আত্মরক্ষা করলাম। কিন্তু ভগবান আমাকে রক্ষা করলেন। সিংহের কেশরে আগুন লেগে গেল, কেশর জ্বলে উঠল। ঘাউৎ করে শব্দ করে সিংহ পালাল। আমি পিছন ফিরে যেই পালাতে যাব সেই পরাজিত সিংহটা ছুটে এলো। কি মুস্কিল। বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পিঠের উপর কুলীটা এমনভাবে আমাকে চেপে ধরেছে দম বন্ধ হবার মতো। আবার ছুটে এলো মৃত্যুদূত। তারা যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। শান্তি পেতে চাস তো আমাদের কাছে চলে আয়।

পরাজিত সিংহটা ভয়ানক শয়তান। সে ঘুরে ঘুরে আমাকে ধরতে চায়। আমিও মশালটা নিয়ে সিংহের সঙ্গে ঘুরছি। আগুন দেখে সিংহ পিছিয়ে যায়। কিন্তু আমি তো ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছি। আর কতক্ষণ লড়ব, এবার মৃত্যু।

হঠাৎ পিছন হতে কুলীদের কলরব কানে এলো। ওরা মশালের আগুনে দেখতে পেয়েছে আমার বিপদ। তাই ছুটে আসছে আমাকে বাঁচাতে।

পরাজিত সিংহটা একটু বেশি ধূর্ত। এবার সে আমার হাত হতে মশাল ফেলবার জন্য থাবা তুলল। কিন্তু ওতো জানে না ওর চেয়ে আমি ধূর্ত কম নই। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের বর্শাটা ওর দিকে

এগিয়ে দিলাম। বর্শার খোঁচা খেয়ে ঘাউৎ করে সরে গেলো। কিন্তু রেগে গেল খুব। সে পিছনে সরে গিয়ে লেজ গুটিয়ে বসল। বোধ হয় আমার উপর লাফিয়ে পড়বে, তারই মতলব। আমিও মরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কারণ এ অবস্থায় পালান যায় না। বর্শাটা শক্ত করে ধরে রাখলাম, মরলেও ওকে মেরে মরব। বীরের মতো মরব। সিংহটা বোধ হয় লাফ দেবে এমনি অবস্থা। ঠিক সেই সময় দশ বার জন কুলী মশাল হাতে নিয়ে ছুটে এল। সিংহটার আর লাফান হ'ল না। আমাকে ভেংচি কেটে অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কুলীরা এসে আমাকে ঘিরে ধরলো, পিঠ হতে আহত কুলীকে নামালো। বেচারী ভয়েতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। তাকে ধরাধরি করে কুণ্ডের দিকে নিয়ে গেল। আমিও ওদের সঙ্গে গিয়ে কুণ্ডেতে গিয়ে ঢুকলাম।

রাত্রিটা ভাল ভাবেই কাটল। আগুনই জঙ্গলের বন্ধু। আগুন না থাকলে জঙ্গলে বাস করা যেত না। কাজেই আমরা নিরাপদ, রাত্রে সুনিদ্রা হল। কুণ্ডেতে শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের তো দোষ নেই। সারা দিনরাত যে ধকল সামলাতে গেল অন্য মানুষের পক্ষে সম্ভব হ'ত কি না কে জানে! মিঃ যোশেফকে খুঁজতে এসে একটা বিপদের পর আর একটা বিপদ। একটা কাটাই তো আর একটা।

ঘুম ভাঙ্গল ভোরে। জঙ্গল তখন অন্ধকার। পাখীরা জেগেছে, গাছ হতে ঝটপট্ পাখা নেড়ে ওরা উড়ে গেল। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরে শুলাম।

—আঠার—

দেখতে দেখতে সূর্য উঠল। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না। দেহের ক্লান্তি এখনও দূর হয়নি। চোখে ঘুম আছে। ইচ্ছে হচ্ছে, আর একটু ঘুমাতে পারলে ভালো হয়।

বাহাদুর আমাকে সজাগ দেখে বলল, এখন উঠলে কেন দাদাবাবু। আর একটু ঘুমিয়ে নাও, আমরা তো আছি। দিন হয়েছে আর ভয় নেই। বাব্বা, যে রাত্রি গেল চিরকাল মনে থাকবে। শুধু তোমার সাহসের জোরে আমরা তিনজন মানুষই বেঁচে গেলাম। ধন্য তোমার সাহস, আমরা নেপালীরা সাহসী বলে জগতে পরিচিত। কিন্তু আমাদের চেয়েও তুমি সাহসী।

বাহাদুরের কথার কোন জবাব দিলাম না। পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছি জানি না। ঘুমের মধ্যে মনে হ'ল, কে যেন আমাকে ঠেলছে। চোখ চাইতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু এমন বিশ্রী ভাবে ঠেলছে কে ? বাহাদুর কি এদের সঙ্গে থেকে থেকে জংলী হয়ে গেলো নাকি ? মনে মনে ভীষণ রেগে গেলাম। এমনি সময় আলগোছে কে যেন আমাকে উল্টে দিল। ব্যথা না পেলেও ঝাঁকি পেলাম খুব। ঘুম ভেঙ্গে গেল। ফের বলে, চোখ মেলতেই ভয়ে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেল। একটা প্রকাণ্ড গণ্ডার আমাকে ঠেলছে। এবার মৃত্যু অবধারিত। ও যদি বুঝতে পারে আমি জীবিত, তবে আমাকে বাঁচতে হবে না। তাই মরার মতো করে পড়ে রইলাম। গণ্ডারটা আমাকে ওলট পালট করে দেখলো। এ ভাবে ঠেলে ঠেলে গণ্ডারটা আমাকে কুণ্ডের বাইরে এনে ফেলে দিল। আমি চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পর্যন্ত গণ্ডারের সাড়া শব্দ নেই। ব্যাপার কি ?

ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে চাইলাম। গণ্ডার নেই, চলে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। গণ্ডারের গুঁতোয় হাত-পা ব্যথা হয়ে গেছে, আরো এভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল। এবার উঠে বসলাম। ধারে কাছে কেউ নেই। ব্যাপার কি! ওরা গেল কোথায়? বাহাদুরকেও দেখছিনে কেন?

কুণ্ডের আগুন নিভে গেছে অনেকক্ষণ তাই তো গণ্ডার এসেছে। কিন্তু গণ্ডার না এসে যদি সিংহ আসত, তবেই হয়েছিল আর কি! তাহলে আজ আর এ কাহিনী কাউকে শুনানো হ'ত না। কিন্তু ওরা গেল কোথায়? আমাকে ফেলে পালালো নাকি? মনে হয় তাই হবে। ওরা জানে, আমি সজাগ হ'লে ওরা পালাতে পারবে না। আমি বাধা দেব। কাল রাত্রে আফ্রিকার যা মূর্তি দেখেছি, এরপর কেউ থাকতে চায় না। তাই আমি সজাগ হবার পূর্বেই পালালো। এ কথা মনে আসতেই সর্বশরীর ভয়ে কেঁপে উঠল। যদি তাই হয়ে থাকে, এ জঙ্গল থেকে আমি একলা কোনমতেই উদ্ধার পাবো না।

না! এভাবে পড়ে থাকলে চলবে না। মনে হতেই আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। গাছের একটা ডালে ভর দিয়ে একটু একটু করে এগুতে লাগলাম। মনে হচ্ছে দেহের হাড়গুলোকে গণ্ডার ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেছে।

কি করব, কোথায় যাব ভাবছি। এমন সময় দূরে বহুদূরে মানুষের কোলাহল কানে এলো। আমি তাড়াতাড়ি হাঁটতে চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। কোলাহল ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আরো যখন কাছে এলো তখন বুঝলাম, এ আমার দলের লোক। আনন্দে প্রায় কুড়ি গজ ছুটে গেলাম। পায়ের ব্যথার কথা ভুলে গেলাম। চেঁচিয়ে ডাকতে গেলাম, পারলাম না। গলার স্বর বের হ'ল না।

এবার লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে। ওদের সকলের আগে বাহাদুর। তবে তো আমাকে ফেলে কেউ পালায় নি। বাহাদুর

আর লোকগুলো আরো কাছে এসে পড়ল। ওদের সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড হরিণ। ওটাকে কয়েকজন মিলে কাঁধে করে আনছে। হতভাগারা শিকারের লোভে আমাকে জঙ্গলে একা ফেলে চলে গিয়েছে। কি স্বার্থপর মানুস ওরা।

ওরা আমার কাছে এসে হরিণ নামাল। বাহাদুর আমার কাছে এসে বলল, অমন করে দাঁড়িয়ে কেন—দাদাবাবু?

বাহাদুরের কথায় রাগে সর্বশরীর জ্বলে উঠল। বললাম, ওরা না হয় বন্য আফ্রিকান। কিন্তু তুই আমাকে একা ফেলে চলে গেলি কোন্ সাহসে। তোর কি কোন আক্কেল বুদ্ধি নেই।

বাহাদুর তো আমার বকুনি খেয়ে অবাক। বলল, আমি তো আপনার জন্য পাহারা রেখে গিয়েছি দাদাবাবু। কেন কি হ'ল? ওদেরই বা দেখছিনে কেন?

আমি তখন সব কথা বাহাদুরকে খুলে বললাম। সকলেই অবাক হয়ে শুনলো। কিন্তু লোক দুটোর কি হ'ল। বাহাদুর বলছে, দুজন লোক রেখে শিকারে গেছে। তবে কি গণ্ডার ওদের মেরে দিয়েছে। তাই যদি হয়, ওদের মৃতদেহ গেল কোথায়?

আমি বললাম, ওদের খুঁজে দেখ বাহাদুর। আমি আর পারছি নে, সর্বশরীরে ব্যথা।

বাহাদুর আমার কথা ওদের জানাল। তিনজন লোক ওদের খোঁজে চলে গেল। বাকিরা আগুন জ্বালিয়ে হরিণটাকে পোড়াবে। তারপর খাবে, কারণ সকলে ক্ষুধার্ত।

বাহাদুর আমার গা হাত টিপে দিল। এখন একটু সুস্থ বোধ করছি। এদিকে পোড়া মাংসের গন্ধ পাচ্ছি। ক্ষিধেও পেয়েছে খুব। মনে হচ্ছে, আস্ত হরিণটা আমি একাই খেয়ে ফেলতে পারি। ওদের দিকে তাকিয়ে হরিণটার পোড়ান দেখছি।

বাহাদুরকে বললাম, হা রে, বাহাদুর—রাত্রে যে সিংহটার কেশরে আগুন লেগেছিল, ওটার কি হ'ল মরে নি তো?

না! আমি অনেক খুঁজেছি, পাইনি। কিন্তু ওতে সিংহ মরবে কেন? শুধু একটু চামড়া পুড়তে পারে। এর বেশি কি হবে দাদাবাবু?

মাংস হয়ে গেছে। কুলীরা একটা আস্ত ঠ্যাং এনে আমাকে দিল। বাহাদুর তাঁবুতে গিয়ে কিছু নুন নিয়ে এলো। আমরা রাক্ষসের মত খেতে লাগলাম। প্রায় খাওয়া শেষ করেছি এমন সময় যে কুলী তিনজনকে পাহারাদার কুলীর খোঁজে পাঠিয়েছিলাম তারা ছুটতে ছুটতে এলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, হুজুর— শিগগীর আসুন। একটা কুলীকে সাপে গিলছে। তার পা দুটো এখনও বাকি। আর একটাকে পাইনি।

কি সর্বনাশ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গায়ের ব্যথা সব ভুলে গেলুম। রাইফেল নিয়ে লোক দুটোর সঙ্গে ছুটলাম। পিছনে তাকিয়ে দেখি বাহাদুর ভোজালী খুলে আমার পিছে আসছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমরা একটা ঝোপের কাছে এসে দাঁড়ালাম। লোকগুলো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। দেখে তো গা কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি চোখ বুজলাম।

—উনিশ—

সাপটা কুলীর সবটাই খেয়েছে। বাকি আছে পা দুটো। এক এক ঝাঁকুনীতে একটু একটু করে গিলছে। বেচারী বোধ হয় গণ্ডার দেখে প্রাণভয়ে পালাচ্ছিল। এদিকে যে ঝোপের মুখে যম বসে আছে, তা খেয়াল করেনি। আর খেয়াল করবেই বা কি করে! একেই আফ্রিকার জঙ্গলে দিন হ'লেও রোদ ঢোকে না, তার উপর মিটমিটে অন্ধকার লেগেই থাকে। এখানে সাপের রঙ মেটে। অন্ধকার জায়গায় গায়ের রঙ মিলিয়ে ঘাপটি মেরে বসে

থাকে সাপ। শিকার দেখলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পড়েই লেজ দিয়ে জড়াতে থাকে। সেই প্যাঁচ ছাড়ান বনের পশুরাজেরও ক্ষমতা নেই। মানুষ তো দূরের কথা।

আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের সামনে মানুষটা-কেই খাচ্ছে। যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকুও শেষ করে আনছে। হঠাৎ রাগে শরীর কেঁপে উঠল। বাহাদুরকে বললাম, এর প্রতিশোধ

চাই, ও যেমন কুলীকে খেয়েছে তেমনি ওটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে কুলীটাকে বার করো। ওরা যেমন আমাদের ক্ষমা করে না আমরাও তেমন ওদের দয়া করব না। কাটো, আগে পেছনের দিকটা কাটো। তারপর পেট চিরে কুলীটাকে বার করো।

এমন সময় গাছের উপর হতে কে চেঁচিয়ে উঠল। সাহেব! আমি এখানে—সাহেব—

উপরের দিকে তাকালাম। এত ঘন পাতা আর অন্ধকার, কিছুই দেখা গেল না। ডাকলাম ভয় নেই, নেমে আয়?

সঙ্গে সঙ্গে কুলীটা গাছ হতে নেমে এলো। এসেই আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। বলল, সাহেব--তুই দেবতা আছিস। নইলে গণ্ডারের হাতে মানুষ কখনও বাঁচে। গণ্ডার তো তোকে শুঁকছিল।

বললাম, আমাকে গণ্ডারের মুখে ফেলে দিয়ে পালালি কেন? আমাকে তুলে দিলি নে কেন?

কুলীটা বলল, সাহেব তুই দেবতা, তুই তো সবই জানিস্। আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা একটা গাছের নীচে বসে গল্প করছিলাম। এমন সময় হুট করে গণ্ডার এসে হাজির। এসেই তোকে নাক দিয়ে শুঁকলো। আমরা তখন পিছন ফিরে ছুটলাম। ও বেটা আমাদের দেখতে পায়নি। তাই রক্ষে—

বললাম এই বা কম কি? ওকে সাপে ধরলো কি করে?

লোকটা একটু দম নিয়ে বলল, আমরা ছুটতে ছুটতে এদিকে এসে পড়লাম। আমাদের জায়গাটার চেয়ে এ জায়গা আরো ঘন আরো অন্ধকার। আমরা আর ভিতরে যেতে চাইলাম না। যদি সিংহের মুখে পড়ে যাই। আমার সঙ্গী বলল--'এক কাজ কর! এই গাছে উঠে দেখ গণ্ডার কোথায়? ওখানে আছে না চলে গেছে। আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি—'

আমি তড়তড় করে হুজুর গাছে উঠলাম। গাছে উঠে এদিক

ওদিক দেখছি, এমন সময় সঙ্গীর আর্তনাদ কানে এলো। ভয়ে ভয়ে নীচে তাকালাম, দেখি সাপে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। সাপটা যে এই ঝোপের কাছেই ছিল, আমরা তা কেউ খেয়াল করিনি। এক-দিকে সাপের ভয় আর একদিকে গণ্ডারের ভয়। আমি গাছ থেকে নামতে পারলুম না। তুই থাকলে আমার সঙ্গী মরত না, বেঁচে যেত। আমি হুজুর অসহায়, গাছে বসে সঙ্গীর মৃত্যু দেখলাম। আমার সঙ্গী প্রথমে দু একবার চেঁচিয়েছিল। তারপর সাপটা একটু একটু করে ওকে খেতে লাগলো।

লোকটা আবার বলল, সাহেব, তুই যদি আর আধ ঘণ্টা আগে আসতিস্ তবে আমার সঙ্গী মরত না। ওকে তুই বাঁচাতে পারতিস্। বলে লোকটা কেঁদে দিল।

বাহাদুর এতক্ষণে সাপটাকে কেটেকুটে কুলীটাকে বার করে নিয়ে এলো। লোকটাকে চেপে চেপে ছোট করে তবে সাপটা ওকে খেয়েছিল। যখন সাপের পেটের ভিতর থেকে কুলীটাকে বার করে নিয়ে এলো, ওর পা বাদে আর সবই মাংসপিণ্ড হয়ে গেছে।

আমরা কুলীটাকে. কুণ্ডের কাছে নিয়ে এলাম। শেষে একটা ভালো জায়গা দেখে গর্ত করে তাকে কবর দিলাম। আর আমার খাওয়া হল না। এমন অবস্থায় খাবার প্রবৃত্তি মানুষের থাকে না। এ দেখে কেউ খেতেও পারে না।

তাঁবু গুটিয়ে আমরা রওনা হলাম। বেলা তখন বারটা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঝিলের পাড়ে এসে গেলাম। প্রকাণ্ড বড় ঝিল! ওপাড়ে যাব বলে তৈরী হচ্ছি, কারণ এ পাড়ে জঙ্গল দুর্ভেদ্য। সে জঙ্গল ভেদ করে কোন মানুষই যেতে পারে না। কুলীরা ভেলা বানাবার জন্য বাঁশ কাটছে। আর একদল এদিক ওদিক ঘুরছে। ঝিলের পাড়ে অসংখ্য ঝোপ। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। অনেকটা আমাদের তেঁতুল গাছের মতো। দূরে দূরে ছোট ছোট পাহাড়।

জায়গাটা দেখতে মন্দ নয়। ঝিলের ভিতর একদল পাখী উড়ছে। বোধ হয় মাছের লোভে।

কুলীরা বলল, এদের মাংস চমৎকার। একবার খেলে কোন দিনই ভুলবি না—সাহেব।

আমি বললাম, মারতে তো পারি কিন্তু আনবি কি করে। ওখানে সাঁতার দিয়ে গেলে আর ফিরতে হবে না। তোদের কুমীরের পেটেই যেতে হবে।

শুনে ওরা চুপ করে গেল। কথাটা নিহাত মিথ্যে তো নয়। গতকাল প্রায় এমনি সময়ে এখানে একটা কুলীকে কুমীরে ধরেছিল।

পরপর তিনটে ভেলা তৈরী হ'ল। এখনি রওনা হতে হবে। যে যেখানে আছে, ডেকে আনতে লোক পাঠাব ভাবছি। ঠিক সেই মুহূর্তে সারা বন কাঁপিয়ে বাহাত্বরের আর্তনাদ ভেসে এল। শুনেই চমকে উঠলাম। সর্বনাশ বাহাত্বরকে সাপে ধরল নাকি?

কুলীদের সঙ্গে নিয়ে পাগলের মতো ছুটলাম। একটু দূর থাকতেই বাহাত্বরকে দেখলাম। একটা গাছের ডাল তাকে চেপে ধরেছে। তার অবস্থা দেখে হাসব না কাঁদব বুঝে উঠতে পারছিনে। বাহাত্বর পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে আর ছাড়িয়ে আসবার চেষ্টা করছে। কিন্তু গাছের শক্তির সঙ্গে ও পারবে কেন? আমাকে দেখে ও কেঁদে উঠল—দাদাবাবু বাঁচাও!

কুলীরা দা দিয়ে ঝটপট ডাল কেটে বাহাত্বরকে মুক্ত করে নিয়ে এলো।

বাহাত্বর ছুটে এসে আমার পায় আছাড় খেয়ে পড়ল। বলল— তুমি না থাকলে আজ আমি মরেই যেতুম দাদাবাবু! কি রাক্ষুসে গাছরে বাবা। মানুষকে চেপে ধরে এ তো কোনদিন শুনিনি।

বললাম, তোকে ধরল কি করে রে?

বাহাদুর বলল, আমি কি করে জানব এ ভূতুড়ে গাছ। আমি গাছের পেছনে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছি দাদাবাবু—এমন সময় চারিদিক হতে ডাল এসে আমাকে চেপে ধরল। কিছুতেই ছাড়াতে পারলাম না।

—কুড়ি—

বাহাদুরের কথা শুনে হাসি পেল। হেসেই দিলাম।

বাহাদুর একটু দুঃখিত হ'ল। বলল, তুমি হাসছ দাদাবাবু। আমি ভাবি এমন জঙ্গলে মানুষ থাকে কি করে। এখানকার জল, বাতাস, গাছপালা, জীবজন্তু পোকামাকড় সবই হিংস্র। এখানে কি হিংসা ছাড়া কিছু নেই দাদাবাবু। এখানে গাছও মানুষ ধরে মারে। এ আমি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতুম না।

আমি বললাম—শুধু মানুষ ধরবে কেন, পশু পাখী যে কেউ গাছের কাছে এলেই, তাকেই গাছ আলিঙ্গন করে নেবে। তারপর সে যখন ছটফট্ করে মরে যাবে—তখন তাকে মুক্তি দেবে। কাজেই এই সব গাছের কাছ দিয়ে কোন জীবজন্তু যায় না, মানুষ তো নয়ই। এরা এ গাছ চেনে।

—তুমি চিনতে দাদাবাবু?

—না। চিনতাম না। তবে আমি জানি আফ্রিকার জঙ্গলে এ ধরণের অনেক গাছ আছে যারা যে কোন শক্তিমান প্রাণীকে চেপে ধরে মারতে পারে। তাদের কবল হতে মুক্তি পাওয়া মুস্কিল।

বাহাদুরকে নিয়ে ফিরে এলাম। এর মধ্যে ওরা ভেলা প্রস্তুত করে সকলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি না এলে ভেলা তো নামানো হবে না। কাজেই ভেলা নামাতে হুকুম দিলাম।

ভেলা নামান হ'ল। মালপত্রও ভেলায় তোলা হ'ল। আমরা

ওপারে যাব বলে রওনা হলাম। ঘড়িতে তখন দুটো। তিনটে ভেলা পরপর চলল। মাথার উপর উত্তপ্ত রোদ্দুর। এক ঝাঁক বক দেখলাম মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। আমি আর বাহাদুর একসঙ্গে ফায়ার করলাম। গোটা পাঁচেক পড়ে গেল। কুলীদের কি আনন্দ! তারা তাড়াতাড়ি ভেলা চালিয়ে বকগুলোকে তুলে নিলো। কি জানি বলা তো যায় না। যদি কুমীর এসে বক গুলোকে গিলে নেয়, তবেই হয়েছে। আমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হ'ত। যাক্! কুমীর ধরবার আগেই কুলীগুলো বকগুলোকে তুলে নিতে পেরেছে। বক তুলে ওদের কি আনন্দ!

আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি, আফ্রিকায় যে কোন জায়গায় বিল বা ঝিল অথবা নদী দেখেছি, সেইখানেই কুমীর। মানে জঙ্গলে যেখানে হাঁটু জল সেখানেও কুমীর। জঙ্গলে জল থাকলেই কুমীর গজায় নাকি! ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা ওপারে এসে পৌছিলাম। ঝিলের মধ্যে কোন বিপদ হয়নি। বাহাদুর অনেক সাপলা আর পদ্মফুল তুলল। কুলীরা ওভাবে সাপলা তুলতে বাহাদুরকে নিষেধ করল। কারণ সাপলার গায় জড়িয়ে ছোট ছোট সাপ থাকে। কিন্তু বাহাদুর সাপলা ও বড় বড় পদ্ম দেখে এত খুশি হয়েছিল যে বিপদের কথা ভুলেই গেছল। যাক্—ভগবানের কৃপায় তার কোন বিপদ হয়নি এই যথেষ্ট। বিষধর সাপ কামড়ালে তাকে আর বাঁচতে হ'ত না। আমি যখনই সে কথা শুনলাম, বাহাদুরকে মন্দ বললাম। বাহাদুর নিজের ভুল বুঝে চুপ করে বসে রইল।

আমাদের এখন প্রধান কাজ হ'ল ভাল জায়গা দেখে তাঁবু ফেলা। গতকাল রাত্রে তাঁবুর অনেক দড়ি সিংহরা হুড়োহুড়ি করে ছিঁড়ে ফেলেছে। আগে সেইগুলোকে জোড়াতালি দেওয়া। তাই করতে আরো এক ঘণ্টা লাগল। তারপর ওদের তাঁবু টাঙাতে হুকুম দিয়ে আমি রাইফেল হাতে করে ঘুরতে বেড়ালাম।

ঝিলের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা জিনিসের উপর লক্ষ্য

পড়ল। রোদ পড়ে জিনিসটা চিক্ চিক্ করছে। কৌতূহলী হয়ে জিনিসটা কি দেখতে গেলাম। একি এ-যে বুলেট। বুলেটটাকে মাটি হতে তুলে হাতে নিলাম। আমাদের বুলেট। নিশ্চয় যোশেফের। তবে তো যোশেফ এই পথেই গিয়েছে। আমার ধারণা হ'ল যোশেফ জীবিত। সে মরেনি। নিশ্চয়ই এখানকার অধিবাসীদের হাতে ধরা পড়েছে। নইলে সেই ঝিল পার হ'ল কী করে। যাক্ কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ওখানে দাঁড়িয়ে তাঁবুর দিকে চাইলাম। একদল লোক তাঁবু খাটাচ্ছে আর একদল খাবারের যোগাড় করছে। বাহাদুর সকলকে তদারক করছে। বেলাও শেষ হবার মুখে। সূর্যের ম্লান আলো এসে পড়েছে ঝিলে। পাখীরা সব উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। ও পাড়ে জঙ্গল ঘন কালো দেখাচ্ছে। ছেড়ে আসা পাড়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। হঠাৎ নজর পড়ল, প্রায় শ'খানেক মোষ জঙ্গল হতে বের হয়ে এল। আমি তাদের দিকে চেয়ে রইলাম।

বকের রোষ্ট করে নিয়ে এলো একটা কুলী। সেটাকে নিয়ে খাচ্ছি আর মোষের দলের দিকে নজর রাখছি। হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠল। যদি মোষের দল ঝিল পার হয়ে এপারে আসে, তবেই হয়েছে। তাঁবু ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড করে দেবে। হয়তো ওদের শিং-এর গুঁতোয় কুলীরা মরবে। শুনেছিলাম, আফ্রিকার মোষের দল সিংহের চেয়েও দুর্দান্ত।

কুলীটা আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তাকে আমার মনের কথা খুলে বললাম। বললাম, যদি ওরা এপারে আসে কী হবে?

কুলীটা বলল, তোর অনুমান ঠিক সাহেব। এখানকার মোষগুলো এক একটা শয়তানের বাচ্চা। ওদের ভয় ডর নেই। ওরা যদি এপারে আসে তবে ভাবনার কথা।

আমি ওর দিকে ফিরে কী বলতে যাব, এমন সময় কুলীটা ব্যস্ত

হয়ে বলে উঠল – সাহেব, সাহেব মোষগুলো ঝিলে নামছে। আপনি যা ভয় করেছিলেন তাই হ'ল।

কুলীটার কথা শেষ হতেই আমি ওপারের দিকে চাইলাম। কুলীর কথাই ঠিক। মোষগুলো ঝিলের মধ্যে নেমে পড়েছে। তবে তো তারা এইদিকেই আসবে।

আমি কুলীটাকে বললাম—তুমি ওদের ডেকে বলে দাও কাঠ এনে ঝিলের ধারে জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিক। আগুন দেখলে মোষের দল হয়তো ফিরে যাবে।

আমি ডাকছি শুনে কুলীরা সব ছুটে এল। তাদের মোষগুলোকে দেখিয়ে দিলাম। কাঠ আনতে বললাম। তারা ছুটে কাঠ এনে ঝিলের পাড়ে তিন জায়গায় জড়ো করল।

বাহাদুর বলল, ওসব হাঙ্গামা করছ কেন দাদাবাবু? কয়েকটা ফায়ার করলেই ওরা পালিয়ে যাবে।

আমি বললাম, মোষরা খুব রাগী জানোয়ার। ওরা ফায়ারের শব্দে ভয় না পেয়ে রেগে যায়, তাহলে ভালো করতে গিয়ে মন্দই হবে। তার চেয়ে এই ভালো।

কুলীরা কাঠে আগুন দিল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। মহিষের দল সাঁতার দিয়ে ঝিলের মাঝে এসে পড়েছিল। আগুন দেখে ফিরে গেল। আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাব এমন সময় কোত্থেকে একদল জংলী মানুষ এসে আমাদের ঘিরে ধরল।

—একুশ—

আমরা আত্মরক্ষা করবারও সময় পেলাম না। সবাই যেন মাটি ফুঁড়ে বের হ'ল। প্রত্যেকের হাতে তীর ধনুক ও বর্শা। ওরা চোখের নিমিষে আমাদের সকলকে বেঁধে ফেললো। আমার ও বাহাদুরের হাত হতে রাইফেল কেড়ে নিল। খাবার সব বাইরে ছিল, তুলে নিল।

আমরা অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। ভাবলুম তাঁবুর জিনিসপত্র লুটে নেবে। কিন্তু ওরা কেউ তাঁবুতে প্রবেশ করল না। কেন করল না বুঝলাম না। ঝিল, জঙ্গল তখন অন্ধকার হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একশ মশাল জ্বলে উঠল। তারপর শুরু হ'ল বাজনা। সে কি ভীষণ বাজনা। এর শব্দে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। জঙ্গলের জীবজন্তু ভয়ে পালায়।

জংলীরা আমাদের ঘিরে বাজনা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলল। আমরা চললাম। কোথায় যাচ্ছি বুঝবার উপায় নেই।

অনেকক্ষণ জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে অবশেষে আমরা জংলীদের গ্রামে এসে পৌঁছিলাম। গ্রামটা মন্দ নয়। চাষ-বাস করে বলে মনে হ'ল। কারণ গ্রামের চারিদিকেই তরকারীর ক্ষেত। এঁরা অসভ্য হ'লেও চাষ-বাস করে খায়। তবে তো সভ্যমানুষের ছোঁয়া লেগেছে, একদম বন্য অসভ্য নয়।

আমরা ক্ষেত-খামার পার হয়ে কেবল এগিয়ে চলছি। এবার গ্রামের মধ্যে এসে পড়েছি। এখানেও ঘন কালো অন্ধকার। বোধ হয় কৃষ্ণপক্ষ। তারি মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, ছোট ছোট মাটির ঘর উপরে ডালপালা দেওয়া। আমাদের সাড়া পেয়ে, ঘর হতে পিলপিল করে ছেলেমেয়ের দল বের হয়ে এলো। গ্রামে

এসে বাজনা খুব জোর বেজে উঠল। জংলীরা ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। তারাও এসে ওদের নাচের সঙ্গে যোগ দিল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

হৈ-হৈ চীৎকার আর বাজনার গুঁতোয় কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম হল। আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ বাজনা মৃদু হয়ে গেল, নাচ হট্টোগোল কমে গেল কেন তাই চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখছি। এমন সময় আমার সামনে এক বিরাট পুরুষ এসে দাঁড়াল। দেখেই সারা দেহ কেঁপে উঠল। লোকটা যেমন জোয়ান তেমনি লম্বা। গলায় নরমুণ্ড, হাতে প্রকাণ্ড বর্শা। কোমরে তাঁর দেশীয় দা। মাথায় কাঁটার মুকুট। কালো কুচকুচে দেহ। তার উপর কালীমাখা উল্কি। তার পিছনে দশ-বার জন বর্শাধারী জংলী। তাদেরও গলায় নরমুণ্ড। তবে প্রথম লোকটার মতো নয়। দেখেই বুঝলাম ইনি সর্দার। আমাকে ভালো করে দেখল। দেখে আরবী ভাষায় বলল, তুমি বিদেশী হয়ে আমার রাজত্বে এলে কেন?

মিঃ যোশেফ আমাকে আরবী ভাষা কিছু শিখিয়েছিল, তাতেই কাজ হ'ল। আমি হঠাৎ মিথ্যের আশ্রয় নিলাম। বললাম, তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

সর্দার আমার কথা শুনে অবাক হ'ল। বলল, আমার সঙ্গে তোমার কি দরকার? তাছাড়া তুমি তো জান আমরা সাদা লোকের শত্রু। তোমাদের আমি ঘৃণা করি। পেলে পুড়িয়ে মারি। আমি হেসে দিলাম, বললাম, আমি সাদা আদমী নই সর্দার। আমি ভারতীয়, তুমি জানো না সর্দার আমার দেশের লোকও ঠিক তোমাদের মতো সাদা আদমীকে ঘৃণা করে।

সর্দার খানিক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হো-হো শব্দে আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে হেসে উঠল। বলল, প্রাণের ভয়ে মিছে কথা বলছ তুমি।

—না, সর্দার। সত্যি কথা। আমি ভারতবাসী। আমরা প্রাণের ভয় করি না। তুমি যে শাস্তি দাও আমি ভয় করি না।

তবে তুই সাদা আদমীর পোষাক পরেছিস কেন?

আমি হেসেই উত্তর দিলাম। তুমি কোন খবরই রাখো না সর্দার। আমি সাদা আদমীর কোম্পানীর চাকর। সে কোম্পানিতে সাদা কালো সব রকম লোকই কাজ করে।

সর্দার গম্ভীর কণ্ঠে বলল, যাদের আমরা ঘৃণা করি তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করাকে আমরা পাপ বলে মনে করি। তাদেরকে আমরা আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে খাই। এতে লোকটার সব পাপ কেটে যায়। মানুষ পবিত্র হয়, সে কখনও সাদা মানুষ হয়ে জন্মাবে না।

আমি বললাম, সর্দার ভেবে দেখ। এই জায়গায় তোমার রাজত্ব তোমার লোকবল আছে। তুমি সর্দার। এদের ভালো মন্দ তুমি বিচার কর। তোমার জঙ্গল জায়গা জমি অফুরন্ত। কিন্তু আমার কি আছে? তোমার মতো বন-জঙ্গল নেই। রাজত্ব নেই। তোমার মতো আমার লোকবলও নাই। সবচেয়ে বড় হ'ল স্বাস্থ্য, তাও তোমার মতো নাই—আমি যদি চাকরী না করি, তবে খাব কি। তুমি বিচার কর।

সর্দার ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর নরম সুরে বলল, এখন তোমার কথা বল। কেন, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ। কি তোমার প্রয়োজন?

আমি বললাম আমার এক আফ্রিকান বন্ধু গণ্ডার শিকার করতে এদিকে এসে হারিয়ে গেছে। তাঁর খোঁজে তোমার সাহায্য নেব বলে এখানে এসেছি সর্দার।

আমার কথাটা সর্দারের ভাল লাগলো না বোধ হয়। সে হঠাৎ রেগে উঠল। হুঙ্কার দিয়ে উঠল। গলার নরমুণ্ডগুলো খটাখট করে উঠল। আমার সর্বশরীর ভয়ে কেঁপে উঠল। আমি

সর্দারের রক্তবর্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে ভাবছি কি অদ্ভুত মানুষ এরা।

সর্দার গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ওটা কালো আদমী হলেও শয়তান। সাদাদের গুপ্তচর। ওকে আমি চিনি। ও সাদাদের সঙ্গে থেকে সাদাদের মন পেয়েছে। ও আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। আমাদের জায়গা দখল করে সাদাদের দিয়েছে। আমাদের লোক মেরেছে। লোকটা কালো আদমীর শত্রু। নিজের স্বার্থের জন্যও না পারে এমন কাজ নেই।

আমি বললাম, ও কোথায় আছে? তুমি জান?

সর্দার বলল, ওকে আমি বন্দী করে রেখেছি। আগামী কাল ওকে আর ওর সহচরদের পুড়িয়ে মারব।

আমি বললাম, ও আগে কি করেছে, কি ক্ষতি তোমার হয়েছে আমি কিছুই জানি নে সর্দার। কিন্তু ও আমার বন্ধু হবার পর ও তো ভালো হয়ে গেছে। ইংরেজদ্রোহী হয়ে উঠেছে। ওরই খোঁজে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

সর্দার মাথা নাড়ল। বলল, তুমি ভারতীয়। তোমার সঙ্গে আমার বিবাদ নেই। তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু ও কুকুরকে ছাড়ব না। আমি কি উত্তর দেব তাই ভাবছি।

—বাইশ—

আমাকে ওরা নিয়ে চলল। হাতের বাঁধন সর্দার খুলে দিল। আর সকলকে কয়েদখানায় পাঠাল। আমাদের অদৃষ্টে কি আছে বুঝলাম। যাবার এক মুহূর্তে বাহাদুরকে ডেকে বললাম—বাহাদুর আমি যদি বাঁচি, তবে তোদেরও বাঁচাব। নইলে শেষ দেখা। বাহাদুরের চোখে জল এসে গেল।

বাহাদুর কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলল, কত বিপদ হতে যে উদ্ধার করেছ

দাদাবাবু শেষে মানুষের হাতে আমাদের মৃত্যু হবে। এ তো কল্পনাও করিনি দাদাবাবু ?

বললাম, কপালে যা থাকবে কেউ তা খণ্ডন করতে পারে না। মৃত্যু যদি আসে হাসিমুখেই মরব।

আর আমাদের কথা বলা হল না। ওদের দুই দল, আমাদের দুই দিকে নিয়ে চলল। এখন অন্ধকার নেই। চারিদিকেই মশালের আলো পড়ে ঝক্ ঝক্ করছে। সর্দার আমাকে এনে একটা ঘরের সামনে দাঁড় করাল। বলল, এটা আমার বাড়ি। তুমি ভারতীয়। সাদারের ঘৃণা করো আমরাও করি তাই তোমাকে বন্দীশালায় পাঠালাম না। তুমি আমার বাড়িতে থাকবে।

মশালের আলোতে চারিদিক ভালো করে দেখলাম। ঘরের দরজার উপর সারি সারি মানুষের মাথা। ঘরের চালেও নরমুণ্ড। প্রাচীরের গায়েও নরমুণ্ড। দেখলেই বুকের কাঁপুনি শুরু হয়। বললাম, এত মানুষের মাথা কেন সর্দার।

সর্দার বলল, এ সবই আমার বীরত্বের চিহ্ন। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে যারা মরে গেছে, তাদের মাথা আমি কেটে এনেছি। এগুলো সেই সব বীরত্বের মাথা।

বললাম, কেন আনো ?

সর্দার বলল, স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ। আর এতে আমার গৌরব বাড়ে।

সর্দার আমাকে তার ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। ছোট ঘর, জানালা নেই। দরজা এত ছোট আমার মতো লোককেও হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। ঘরটা আফ্রিকার জঙ্গলের চেয়েও অন্ধকার। একটা বিটকেল গন্ধ আসছিল নাকে। বললাম, সর্দার, তুমি যখন আমাকে বন্ধু বলে মেনেছ, আমাকে স্বাধীনতা দাও।

সর্দার বলল, তা দেব। কিন্তু, খবরদার এখান থেকে পালাতে চেষ্টা করো না। পালাতে গেলেই তোমার ক্ষতি। তুমি প্রাণ নিয়ে এখান হতে পালাতে পারবে না। হয় তোমাকে সিংহের পেটে

যেতে হবে, নয়তো আমাদের লোকদের হাতে মারা পড়ে যাবে। এর চেয়ে তুমি শান্তভাবে থাকো। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে তোমার দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব। তুমি বিশ্বাস করে থাকো তোমার কোন ভয় নেই।

আমাকে তুমি মিঃ যোশেফের কাছে পাঠিয়ে দাও। তাকে আমি একবার দেখতে চাই।

সর্দার আমার কথায় রাজি হ'ল। আমাকে সঙ্গে করে বন্দী-শালায় নিয়ে চলল। আগে পিছে বিশজন লোক মশাল হাতে চলেছে। সকলের হাতে অস্ত্র।

আমি সর্দারকে বললাম, এত লোক কেন? আমাকে সন্দেহ কর নাকি?

সর্দার হাসলো, বলল, তুমি তো ভারতবাসী। আফ্রিকার গ্রামের অবস্থা জান না। রাত্রে দলবল না নিয়ে ঘরের বাহির হ'লে আর রক্ষা নেই। দেখছ তো, আমাদের গ্রামের চারিদিকেই ভীষণ জঙ্গল—এখানে সিংহ আছে, গণ্ডার আছে, হাতী আছে। এরা কেউ তোমাকে খাতির করবে না। সুবিধে পেলেই তোমাকে মুখে করে নিয়ে যাবে। তারপর মজা করে খাবে।

কথাটা যে কতদূর সত্য তা আমি জানি। কাজেই চুপ করে গেলাম। সর্দার বলল, তোমাদের দেশে এমন জঙ্গল নেই কেমন?

বললাম, আছে সুন্দরবন বলে একটা প্রকাণ্ড জঙ্গল। তোমাদের এখানে যেমন সিংহ পশুরাজ আমাদের সুন্দরবনের রাজা হ'ল রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আমার মনে হয় তোমাদের সিংহের চেয়ে আমাদের বাঘ বেশি দুর্দান্ত। তোমাদের জঙ্গলের মধ্যে যেমন গ্রাম আছে, সুন্দরবনের মধ্যে তেমন নেই। তবে বনের ধারে কাছে অনেক গ্রাম আছে। সেখানকার গ্রামের লোকেরা কিন্তু তোমাদের চেয়ে অনেক নিরীহ।

সর্দার আমার কথা শুনে আর কথা বলল না। সে নীরবে

চলতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এক জায়গায় এসে থামলাম। জায়গাটা গ্রামের শেষের দিকে। এরপরই সুরু হয়েছে জঙ্গল। সামনেই ঘর দেখলাম। এর পাঁচীল খুব উঁচু। পাঁচীলের চারিদিকে কাঁটাগাছ। সর্দার শিঙ্গা বাজাতেই পাঁচীলের একটা দরজা খুলে গেল। মিশকালো একটা লোক দরজা খুলে দিল। লোকটা বেঁটে জোয়ান। চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে।

সর্দার ওকে হুকুম দিল, বলল, সাহেবকে বন্দীদের কাছে নিয়ে যাও। তাড়াতাড়ি দেখিয়ে আবার এখানে দিয়ে যাবে। আমাকে বলল, বেশি দেরী করো না। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলে এসো।

আমি বললাম, ওদের কি ছাড়া যায় না সর্দার ?

—অসম্ভব! ওদের আমরা পুড়িয়ে মারব।

—কিন্তু ওদের ভিতর যে আমার চাকর আছে। সে ভারতীয়। ওকে কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে সর্দার।

সর্দার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বেশ আমি বলে দিচ্ছি, তুমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। যাও দেরী করো না।

রক্ষীকে সঙ্গে করে আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। ঘরটা মাটির। প্রকাণ্ড হলঘর তার মাঝে খুঁটি পোঁতা। প্রত্যেক খুঁটির সঙ্গে আমাদের কুলীদের বেঁধে রেখেছে, এমনভাবে বেঁধে রেখেছে যে বেচারাদের নড়বার চড়বার উপায় নেই। ঘর অন্ধকার। মশালের আলো নিয়ে সকলকে দেখে বেড়াচ্ছি। আমাকে দেখে কুলীরা কেঁদে উঠল, অনুরোধ করলো বাঁচাবার জন্য। সকলকে অভয় দিলাম। কাঁদতে বারণ করলাম। সকলের শেষে যোশেফের কাছে এসে দাঁড়ালাম। যোশেফ আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। শেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, আপনি কেন এখানে মরতে এলেন স্যার। মিছেমিছি এলেন, এতগুলো কুলীর তো প্রাণ যাবেই আপনার মতো মানুষেরও রেহাই নেই।

আমি তাকে ইংরাজিতে উত্তর দিলাম। তোমার খোঁজে এসেছি যোশেফ। যখন তোমাকে পেয়েছি, তোমাকে না নিয়ে যাব না।

যোশেফ বলল, আমার জন্য মিছিমিছি আপনাদের প্রাণ যাবে। এখান থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

আমি বললাম, যোশেফ, আমি বাঙ্গালী। অসম্ভব বলে কোন কথা আমার অভিধানে নেই। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কেউ মরবে না। সেখান থেকে বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে চলে এলাম।

সর্দার তখন আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছিল। আমি ফিরে আসতে সকলে আবার চলতে শুরু করল।

—তেইশ—

রাত্রিটা সর্দারের বাড়িতেই কাটিয়ে দিলাম। সকালে উঠে আমি ও বাহাদুর পাড়া ঘুরতে বের হলাম। গ্রামটা মন্দ নয়। শ'খানেক মত ঘর। ঘরগুলো সব গোলপাতার ছাউনীর মতো। গতকাল রাত্রে ভালো করে বুঝিনি। দিনের আলোতে স্পষ্ট বোঝা গেল। এখানে ঘরের চালগুলো একরকম লতাপাতা দিয়ে ঢাকা। আমাদের দেখে গ্রামের ছেলে বুড়ো মেয়ে সকলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সর্দার আমাদের বিশ্বাস করেছে বলে কেউ আমাদের কিছু বলতে সাহস করছে না। কিন্তু সকলেরই মুখে দেখলাম ঘৃণার ছাপ।

এখানকার বেশির ভাগ স্ত্রী পুরুষ উলঙ্গ। কেউ কেউ অবশ্য গাছের পাতা পরে। তারা হ'ল একটু উঁচুদরের মানুষ। আমাদের সর্দার কোমরের দুই দিকে পাতা ঝুলিয়ে রাখে। কিন্তু বাড়ীর অন্য সকলে উলঙ্গ। আমি আর বাহাদুর অনেক জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কোন্ দিক দিয়ে পালান সোজা তাও দেখে রাখলাম। তারপর দুজনে পরামর্শ করে সর্দারের বাড়িতে চলে এলাম।

সর্দার আমাদের দেখে বলল, আজ বৈকালে উৎসব হবে। রাত্রে বন্দীদের পুড়িয়ে মারব। তারপর ওদের মাংস গ্রামের সকল লোককে বিলিয়ে দেব। তোমরা আজ কোথাও বের হবে না। আমার সঙ্গে থেকো, নইলে বিপদে পড়তে পারো।

আমি বললাম, তোমরা মানুষকে এ-ভাবে পুড়িয়ে মারো কেন? আমাদের দেশে তো অসভ্য মানুষ আছে। তারা কিন্তু নরমাংস খায় না। তারা অনেক ভদ্র উদার। সভ্য মানুষ হতে অনেক উন্নত।

সর্দার হাসলো, বলল তারা এর কারণ জানে না তাই। মানুষ পোড়ালে সে পবিত্র হয়। মনের ময়লা পুড়ে যায়। আবার সে যখন এই পৃথিবীতে আসবে, তখন মনের পাপ থাকবে না। আমাদের মতো সরল হবে পবিত্র হবে। বীর হবে। সাদামানুষের শত্রু হবে। সর্দার আবার বলল আজ তোমাদের ওদের মাংস খাওয়াব। খেয়ে দেখো কি চমৎকার লাগে। একবার খেলে জীবনে ভুলবে না।

সর্দারের কথা শুনে রাগে সর্বশরীর জ্বলে উঠল। কিন্তু এখন তো রাগের সময় নয়, রাগ হলেই সব পণ্ড। এমন কি নিজেদেরও প্রাণ যাবে। কাউকেই বাঁচান যাবে না। বললাম, তোমরা কি সকলকে পুড়িয়ে মারো সর্দার?

—সর্দার হেসে বলল, যারা বিদেশী। যারা আমাদের দেশের পবিত্রতা নষ্ট করে তাদের পুড়িয়ে খাই। আর আমার গ্রামের কেউ যদি অন্যায় করে, তাদের সিংহের মুখেও ফেলে দিই।

আমি বললাম, তাদের জঙ্গলে ফেলে দাও নাকি?

সর্দার বলল, জঙ্গলে দেব কেন? বন্দীশালার কাছেই সিংহের ঘর আছে। সেখানে সিংহ আছে। দোষী লোককে ধরে সিংহের খাঁচায় ফেলে দিই। সিংহ তাকে তখন কামড়িয়ে কামড়িয়ে খায়। সে এক দেখবার মত জিনিস। তোমাকে দেখাতে পারলাম না। সেই দুঃখ থেকে যাবে। তবে আজ বিকেলে যে মজা হবে তার তুলনা নেই। সে আনন্দ তুমি জীবনে ভুলবে না। আজ খুব নাচ-

গান হবে। যারা নাচ জানে না তারা বসে দেখবে। নাচ গানের শেষে বন্দীদের আগুনে পুড়াবো। তারপর তাদের মাংস সকলকে বিলিয়ে দেব। তুমি আমার সঙ্গে থেকো—কেমন?

আমি চুপ করে সর্দারের কথা শুনছি। এমন সময় বাড়ির মেয়েরা আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এলো। আলু আর যব দিয়ে রুটি করেছে, তাই দিল। পিঁয়াজ সিদ্ধ, আর দিল পোড়া হরিণের মাংস। আমরা পেট ভরে খেলাম।

সর্দার ত্রিশটা সেঁকা রুটি খেলো। কাঁচা পেঁয়াজ, কুমড়ো খেলো সের খানেক। সকলের শেষে খেলো হরিণের মাংস। তাও দেখবার মতো। মানুষ এত খায় কি করে, ভাবতেই পারিনি। মনে হয় একটি ক্ষুদ্র রাক্ষস। সের পাঁচেকের কম মাংস খায়নি।

সর্দার বলল, খাচ্ছ না কেন? খাও?

বললাম, খুব খেয়েছি সর্দার, আর খেতে পারছি নে।

সর্দার বলল, আর একটু মাংস খাও? এত কম খেয়ে তোমরা বাঁচো কি করে। তোমরা যা খাও, ওতো আমাদের শিশুরা খায়। নাও মাংস খেয়ে নাও।

আমাকে মাপ কর সর্দার। আর খেলে মরে যাব।

আমার কথা শুনে সর্দার হো হো শব্দে হেসে উঠলো। সে কি হাসি। কিছুতেই থামতে চায় না যেন।

বললাম, হাসলে কেন সর্দার?

তোমার কথা শুনে! খেয়েছ শিশু খাদ্য আর একটু খেলে মরে যাবে। এ আমি জীবনে শুনিনি।

আমি বললাম, কিন্তু তুমি যা খেলে তা যদি আমাদের দেশের লোক দেখে তোমাকে একটি রাক্ষস বলবে।

এবার আমার কথা শুনে সর্দার অট্টহাসি হেসে উঠল। এ হাসির সঙ্গে আমি ওতোপোতভাবে জড়িত। তাই রক্ষা। অন্য লোক হলে সে মূর্চ্ছা যেত। তাই আমি সামলে নিলাম।

সর্দারের হাসির মধ্যে তার বউ নিয়ে এলো মানুষের খুলি করে মধু। ওরা মাটির জিনিস ব্যবহার করতে জানে না। গ্লাস নেই থালা নেই, বাসন নেই। ওরা খায় পাতায় না হয় মানুষ বা পশুদের খুলিতে করে।

মধু দেখে আমি বললাম, এত মধু কে খাবে সর্দার?

সর্দার বলল কেন, তোমরা। মধু দিয়ে পোড়া মাংস খাও। চমৎকার লাগবে। খেয়ে দেখ।

বললাম অত মধু খেলে আমরা মরে যাব সর্দার।

সর্দার আর কোন কথা বলল না। আমাদের মধুর খুলিটা তুলে নিয়ে নিজেই চোঁ চোঁ করে খেয়ে নিলো।

আমরা দুজনে হাঁ করে তাকিয়ে সর্দারের খাওয়া দেখলাম।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা একটু গড়িয়ে নিলাম। কিন্তু ঘুম এলো না। মাঝে মাঝে তন্দ্রা যে না আসছে, তা নয়। কিন্তু তন্দ্রা থাকছে না ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে। সর্দারের ছেলেটা অবিশ্রান্ত চেঁচাচ্ছে। এখানে না চেঁচিয়ে কেউ কথা বলে না। আর একটু লক্ষ্য করলাম এখানকার মেয়েদের, ওরা খুব পরিশ্রমী। অনবরত একটা কাজ করে যাচ্ছে। অনেক মেয়েকে দেখলাম ক্ষেতে কাজ করতে। জঙ্গলে গিয়ে কাঠও কেটে আনে মেয়েরা। পুরুষরা শিকার করে আর যুদ্ধ নিয়ে মেতে থাকে। এখানে বহু বিবাহের প্রচলন আছে। আমাদের সর্দারের ত্রিশটা বউ। সর্দার যদি মারা যায় তাহলে এই ত্রিশটা বউকে জ্যান্ত কবর দিবে সর্দারের সঙ্গে। এখানে আমাদের সমাজের সঙ্গে কিছু মিল আছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজে সহমরণ প্রথা নেই।

ওরা হল কুসংস্কারের রাজা। এহেন কুসংস্কার নাই যা ওরা মানে না। অসুখ-বিসুখ হলে ওরা ভূত প্রেত, গাছ, সাপ ইত্যাদির পূজা দিয়া থাকে।

বিকাল হতেই আমরা উঠে বসলাম।

—চব্বিশ—

বিকেল পড়তেই সকলে উৎসবের জন্য তৈরী হচ্ছে। এখানের গ্রাম হ'ল প্রকাণ্ড মাঠ। তার একধারে একই লাইনে ঘর। আর একদিক হ'ল খালি। ঘরে বসে মাঠ দেখা যায়। মাঠের মাঝখানে দেখলাম কাঠের বেদী তৈরী হচ্ছে। আর মাঠের মাঝে খুঁটি পোতা তার ধারে ধারে কাঠের স্তূপ। এগুলো বোধ হয় বন্দীদের পোড়াবার জন্য।

একটু বেলা পড়তেই গ্রামের ছেলে, বুড়ো, মেয়েরা মাঠে বেরিয়ে পড়ল। সকলের চোখে-মুখে খুশির ভাব। মেয়েরা ছেলে কোলে করে চলেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নাচতে নাচতে চলেছে। দেখতে দেখতে মাঠ ভরে গেল। গ্রামের ঘরে লোকজন নেই। সকলেই উৎসব দেখতে চলেছে।

হঠাৎ চারিদিকে কাঁপিয়ে বাজনা বেজে উঠলো। এ সেই বাজনা। শুনলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। আমার বুক কাঁপতে থাকে তবুও সর্দারের ঘরে গেলাম। দেখি সর্দার খুব সেজেছে। মাথার উপর নরমুণ্ড, তাতে আবার পাখীর পালক দিয়ে সাজিয়েছে। গলায় কোমরে নরমুণ্ডমালা। নাকের ভিতর হাড়। হাতে বর্শা। মুখে কালীর ছাপ। একেই তো ভীষণ চেহারা। এই সাজে আরো ভীষণ হয়ে উঠলো। গলায় সিংহের পায়ের থাবা। সুতার অভাবে, গাছের লতা দিয়ে বেঁধেছে। এ চেহারা দেখলেই অতি বড় সাহসীরও বুক কাঁপে।

সর্দার গর্বভরে আমার দিকে চাইল। জলদ গম্ভীর সুরে বলল, কেমন লাগছে আমাকে?

শুধু বললাম, চমৎকার! এমন সময় গ্রামের মাতব্বরেরা এসে

সর্দারকে নিয়ে চলল। যাবার সময় সর্দার আবার আমাকে বলল, তুমি চল আমার সঙ্গে।

আমি বললাম, তুমি যাও, আমি একটু পরেই যাব। তুমি হ'লে রাজা। তোমার সঙ্গে তো বসতে পারব না।

সর্দার বলল, তুমি ভারতবাসী। তুমি বসতে পারো তাতে দোষ নেই। আর যদি আমার সঙ্গে বসতে ভয় পাও তুমি ওদের সঙ্গে বসে উৎসব দেখতে পারো। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার কেশও কেউ স্পর্শ করবে না।

সর্দার তার দলবল নিয়ে চলে গেল। এখন আমরা স্বাধীন। আমাদের উপর কারো নজর নেই। তথাপি মহাভাবনায় পড়ে গেলাম। আমরা সকালে যে মতলব করে রেখেছি, তা যদি করতে না পারি তবে আমরাও বাঁচব না। এখন তো এতগুলো লোকের জীবন মরণ আমাদের কাজের উপর নির্ভর করছে।

উৎসব আরম্ভ হ'ল। নাচ, গান, বাজনার তালে তালে চলছে! তারপর দেখি, সর্দার বর্শা হাতে বেদীর উপর উঠে বসেছে। সহচররা বর্শা হাতে তার পেছনে এসে দাঁড়াল।

এবার আমরা তুজনে ঘর হতে বের হয়ে পড়লাম। সারা মাঠে লোক গিজগিজ করছে। অনেকেই জায়গা করে মাটিতে বসে পড়েছে। অনেকে আবার দাঁড়িয়ে রয়েছে মজা দেখবার জন্য। এতক্ষণ নাচ গান চলছিল ধীরে ধীরে। সর্দার বেদীর উপর বসে কি হুকুম দিল, সঙ্গে সঙ্গে নাচ গান ভীষণভাবে শুরু হল। আমরা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওদের নাচ গান দেখছি। কি বিশ্রীভাবে ওরা নাচছে। দেখলে গা শিউরে ওঠে। একটু পরেই ভীষণ গোলমাল আরম্ভ হ'ল। মানুষগুলো সব চঞ্চল হয়ে উঠল। ব্যাপার কি লক্ষ্য করতেই নজর পড়ল একদল লোক বন্দীদের টানতে টানতে নিয়ে আসছে। এনে সকলকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধলো। যোশেফ একবার এদিক ওদিক চাইল। তারপর হতাশ হয়ে মাথা

নীচু করে রইল। অন্য বন্দীরা কেউ কাঁদছে কেউ সর্দারের মুক্তির জন্য অনুনয় বিনয় করছে। এদের কাণ্ড দেখে সর্দার তো হেসেই কুটোপাটি।
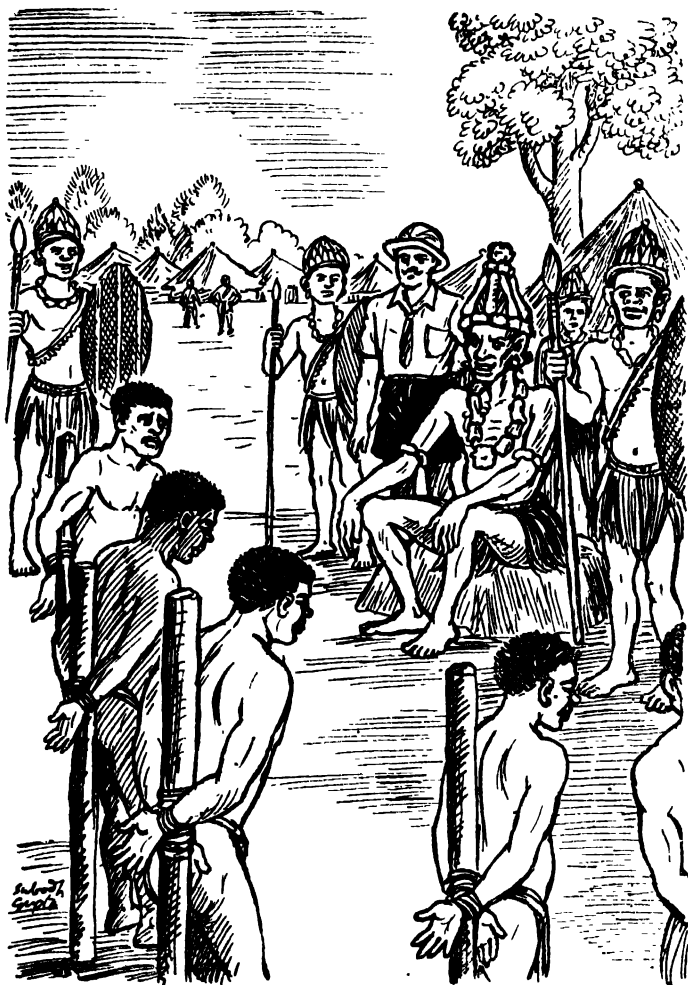
ওরা যেভাবে হাত, পা, মাথা নেড়ে নাচছে, মনে হচ্ছে এখুনি ওগুলো খুলে পড়ে যাবে।

এদিকে দিনের আলো নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মশাল জ্বলে উঠলো। তখন ওখানের যে রূপ হ'ল, তার বর্ণনা দেওয়া যায় না। লোকগুলো যারা নাচছিল তাদের নাচ আরো বেড়ে গেল। সে দৃশ্য চোখে না দেখলে, লেখা যায় না।

কতগুলো লোক এসে কাঠে আগুন দিল। দাউ দাউ করে কাঠের আগুন জ্বলে উঠল। আমি বাহাদুরকে টিপে দিলাম। বললাম, এই সুযোগ। তুমি মশাল নিয়ে চলে যাও। কাজ শেষ করে বন্দীশালার কাছে দাঁড়িয়ে থেকো। আমি সর্দারের কাছে যাই।

বাহাদুর অন্ধকারের ভিতর মিশে গেল। আমি সর্দারের কাছে এসে দাঁড়ালাম। সর্দার আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করল—কেমন দেখছ?

বললুম চমৎকার!

আর একটু পরেই তোমার সঙ্গীদের পুড়িয়ে মারব। তারপর তাদের পোড়া মাংস সকলকে ভাগ করে দেব। দেখছ না সকলে মাংস খাবার লোভে কেমন বসে আছে!

বললাম, তুমি সর্দার। তুমি যা হুকুম দিবে তাই হবে। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ, যদি পারো রক্ষা করো।

সর্দার বলল, বল কি তোমার অনুরোধ।

বললাম আমি চলে গেলে তার আধঘন্টা পর ওদের মেরো। আমি চাই না আমার চোখের সামনে এই নাটকীয় ঘটনা ঘটুক। সর্দার আমাকে অনুমতি দিল, আমি চলে গেলাম।

আমি দ্রুতগতিতে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম। একটু পরেই আর্তনাদ উঠল—আগুন! আগুন! তাকিয়ে দেখি গ্রামের বাড়ির চালে চালে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

পড়ে রইল উৎসব। ঘরের জিনিসপত্র বাঁচাবার জন্য লোকগুলো ছুটছে বাড়ির দিকে। এই তো সুযোগ। আমিও ছুটে

যোশেফের দিকে গেলাম। প্রথমে তাকেই মুক্ত করলাম। তারপর দুজনে মিলে অন্যান্য বন্দীদের মুক্ত করলাম। জংলীরা তখন আগুন নিভানোর জন্য ব্যস্ত। আমরা সকলে বন্দীশালার দিকে ছুটলাম। গ্রাম তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

বন্দীশালার কাছে যেতেই বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বললাম, আর দেরী নয়। চল পালাই। ওরা টের পেলে আস্ত রাখবে না। কিন্তু যা ভয় করেছিলাম, তাই হল। হৈ-চৈ শব্দ শুনে পিছে তাকিয়ে দেখি একদল জংলী আমাদের দিকে ছুটে আসছে।

সর্বনাশ! এবার ধরা পড়লে কাউকে বাঁচতে হবে না। বোধ হয় রাগের চোটে সকলকেই আস্ত খেয়ে ফেলবে। বললাম বাঁচতে যদি চাও, বন্দীশালায় নিজেদের আড়াল করো। আমার কথায় সকলে সেদিকে ছুটল। আমরা আসবার সময় সকলেই বর্শা কুড়িয়ে এনেছিলাম। বলা তো যায় না জঙ্গলের পথে বিপদ অনেক।

জংলীগুলো হল্লা করে ছুটে আসছে। আমরা সিংহঘরের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি সিংহঘরের দরজা খুলে দিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিলাম। দরজা খুলে দিতেই সিংহ বের হয়ে পড়ল। জংলীরাও এসে পড়ল।

—পঁচিশ—

আমরা সিংহঘরের পিছন দিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটলাম। পিছনে সিংহের গর্জন শুনছি। জংলীদের কোলাহল থেমে গেছে। আমরা জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। আমরা এখন কিছুটা নিরাপদ। সিংহকে না মেরে জংলীরা আমাদের তাড়া করতে পারবে না। এখন ভয় হ'ল অন্ধকারে আমরা কেউ হারিয়ে না যাই। সেজন্য সকলে হাত ধরাধরি করে চলতে লাগলাম। কোথায় চলেছি জানি না। পিছনের কোলাহল নেই। অগ্নিশিখাও এখন দেখা যাচ্ছে না। এখন ভয় শুধু বন্য জানোয়ারদের। তাদের কবলে পড়লেই বিপদ. কে যে ওদের পেটে যাবে কে বলতে পারে। কিন্তু ভগবান যাদের রাখেন, তাদের মারে কে? সারারাত ধরেই চলছি। যোশেফই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছে। তাকে যখন জংলীরা ধরে এনেছিল সেই সময় সে পথ-ঘাট ভালো করে দেখে রেখেছিল।

যোশেফ আগে আগে, আমরা তার পিছু পিছু চলছি। কারো মুখে কথা নেই। জঙ্গলে কথা বলা নিষেধ। এখানে চাকরী করতে এসে এই তত্ত্ব হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম। কথা বলছি না বটে কিন্তু এদিকে পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ। মনে হচ্ছে, জল না খেলে বাঁচব না। কিন্তু, ওদের কি পিপাসা পায়নি। ওরা চলছে ভালো ভাবেই। বুকের ভিতর বেশ কষ্ট বোধ করছি। মনে হচ্ছে, জলের অভাবে মরেই যাব। কিন্তু এ ঘোর আঁধারপূর্ণ জঙ্গলে কে আমাকে জল এনে দেবে।

কতক্ষণ এভাবে চলছি খেয়াল নেই। কোথায় চলেছি, কোথায় গিয়ে পৌছাব কিছু জানি নি। চলেছি প্রাণভয়ে। কিন্তু প্রাণ যে এতে বাঁচবে, তা জানেন ভগবান। বনে হিংস্র প্রাণীর ডাক

শুনছি। ভাগ্য ভালো এখনও কেউ এদিকে আসেনি। দূর দিয়ে ডেকে ডেকে চলে গেছে। যোশেফ ও কুলীদের মধ্যে কাউকে ক্লান্ত হতে দেখলাম না। তারা যে প্রাণে বেঁচেছে, আগুনে তাদের পুড়ে মরতে হয়নি, সেই আনন্দেই বিভোর। বাহাদুরও আমার সঙ্গেই আছে, সেও যে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বলে মনে হ'ল না। সারারাত বনে বনে ঘুরে ভোরের আগেই আমরা সেই ঝিলের পাড়ে এসে পৌঁছলাম। তাকিয়ে দেখি তাঁবু আমাদের ঠিকই আছে। তার কোন ক্ষতি হয়নি। তখন ঘোর অন্ধকার। ভয়ে ভয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকলাম। বলা যায় না, কোন হিংস্র প্রাণী তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে সেরকম কিছু হয়নি। খুঁজে খুঁজে জলের টব পেলাম। প্রাণ ভরে জল খেলাম। আমাদের কাছে দুটো রাইফেল ছিল। একটা আমার, আরেকটা বাহাদুরের। আমারটা জংলীরা নিয়ে গেছে। বাহাদুরেরটা তাঁবুতে ছিল। সেটা তাঁবুতেই পাওয়া গেছে। ওরা কেউ তাঁবুতে ঢুকে নাই। রাইফেলটা আমি তুলে নিলাম। কিন্তু ওপাড়ে না যাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। ওদের বিশ্বাস নেই। ওরা যে-কোন মুহূর্তে হুড়মুড় করে এসে পড়তে পারে। আমরা ওপাড়ে যাব বলে তৈরী হচ্ছি। তাঁবু গুটিয়ে নিচ্ছি। কুলীরা জিনিসপত্র যা আছে সব গুছিয়ে নিচ্ছে। এমন সময় দূরে জংলীদের হৈ-চৈ চীৎকার শুনলাম। মশালের আলোও দেখা যাচ্ছে।

আমরা ছুটে ঝিলের পাড়ে গেলাম। দেখলাম, ভেলা তিনটে ঠিকই আছে। কিন্তু তার উপর কুমীর উঠে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে। এদিকে কোলাহল ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। এখুনি পালানো দরকার। নইলে জংলীদের হাতে পড়ে যাব। তাড়াতাড়ি কুমীরদের লক্ষ্য করে ফাঁকা আওয়াজ করলাম। কুমীর দুটো সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে জলে পড়ল। আমরা সকলে ভেলায় মালপত্র নিয়ে উঠে পড়লাম। তাকিয়ে দেখি কুলীদের মুখ আতঙ্কগ্রস্ত। তারা প্রাণপণ শক্তিতে ভেলা চালাচ্ছে।

এদিকে একটু একটু করে ফর্সা হয়ে উঠল। পূর্বদিকে সূর্য উঠবো-উঠবো করছে। জংলীরা এসে ঝিলের পাড়ে দাঁড়াল। সে-কী ওদের চীৎকার আর লাফানি। ওরা তীরের উপর দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়তে লাগলো। কিন্তু কেউ জলে নামল না। তীর কিন্তু আমাদের কাছে এলো না। আমরা তখন ঝিলের মাঝে। আমি ওদের দিকে তাকিয়ে রাইফেল ছুঁড়ছি। আমার অব্যর্থ গুলিতে ওরা পড়তে লাগলো। এমন সময় য়োশেফ চীৎকার করে উঠল। সাহেব সর্বনাশ। ওপাড়েও জংলীরা। আমাদের কোন পাড়েই যাবার উপায় নেই।

য়োশেফের কথায় আমরা যে পাড়ে যাব, সেইদিকে ফিরলাম। সত্যি তো, ওপাড়েও অসংখ্য মশাল। তবে তো এবার ধরা পড়বই। মৃত্যু তাহলে আমাদের রেহাই দেবে না। কী করবো ভাবছি। এমন সময় ওপাড় হতে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ কানে এলো। হঠাৎ আমি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলাম, য়োশেফ আমরা বেঁচে গেছি। আমাদের সাহেব। ওরা আমাদের দল। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা ওপাড়ে এসে পৌঁছিলাম।

ম্যাকডনাল সাহেব এগিয়ে এলেন। বললেন, তোমাদের খোঁজে আমরা এসেছি। খুঁজতে খুঁজতে এখানে তোমাদের থাকার চিহ্ন দেখে, এখানে তাঁবু ফেলে, দিনের পর দিন অপেক্ষা করছি। তারপর তোমার রাইফেলের শব্দ শুনে এখানে চলে আসি। ঝিলের পাড়ে এসে দেখি তোমরা এপাড়ে আসছ। ওপাড়ে অসভ্যদের দেখে সব বুঝলাম তোমরা পালিয়ে এলে।

সাহেবের কথা শেষ হতেই য়োশেফ বলল, জংলীরা ভেলা করে ঝিল পার হচ্ছে। এপাড়েই আসছে! হুজুর, ঐ দেখুন!

সাহেব তার লোকদের হুকুম দিলেন, ওরা আর একটু কাছে এলেই মেসিনগান চালিয়ে দিও। বলে সাহেব দাঁড়িয়ে রইলেন। কুলীরা ছুটে মেসিনগান এনে ঝিলের পাড়ে বসিয়ে দিল। জংলীরা

হৈ-চৈ করে আরো এগিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের মেসিনগান গর্জন করে উঠলো। জংলীদের মধ্যে আর্তনাদ উঠলো। গুলিতে কতক লোক মরলো, কতক লোক ঝিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাকি যারা ছিল, তারা পালিয়ে গেল। সাহেব হাসতে হাসতে বলল, এসো, তাঁবুতে এসে বিশ্রাম করো। ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমরা ঠিকমত এখানে আসতে পেরেছিলাম।

আমি বললাম, ভগবান যাকে বাঁচান স্যার, এমন করেই বাঁচান। বলে আমরা তাঁবুর দিকে চলতে লাগলাম। তখন সূর্য উঠে গেছে।

—: শেষ :—